চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 98 Friday, 8 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৯৮ সংখ্যা ❋ ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩০, শুক্রবার, ৮ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

১০ মার্চ তৃণমূলের জনগর্জন সভা থেকে কেন্দ্রীয় নীতি সহ একাধিক ইস্যু ও লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি বিষয়ে কর্মী সমর্থকদের নির্দেশিকা হাই কম্যান্ড! ...বিস্তারিত পাতা ৩

বুধবার রাত থেকে সিবিআই হেফাজতে শেখ শাহজাহান। অভিযুক্ত এই ব্যক্তিকে তৃণমূল বহিষ্কার করেছে ঠিকই, তবে জেলা পরিষদের পদ থেকে সরানো হয়নি। ...বিস্তারিত পাতা ৭

ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার জল্পনা তুঙ্গে। কিন্তু, ট্রাম্প ফের প্রেসিডেন্ট হলে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কপাল পোড়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আইএসএলের টিকিট নিয়ে তুমুল বিতর্ক বেঁধে গেল দুই প্রধানে। আর তাই বাহাত্তর ঘণ্টা আগে ডার্বি 'বয়কটের' সিদ্ধান্ত নিল মোহনবাগান! ...বিস্তারিত পাতা ৮

'মুখোশটা খুলে গেছে! ওঁর রায় এবার জনগণ দেবে'

নাম না করে পদত্যাগী বিচারপতি অভিজিৎকে মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বেরোনর সময় সদ্য পদত্যাগী বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, বিজেপিতে যাচ্ছি। বৃহস্পতিবার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া পতাকা হাতে তুলে নিয়ে অভিজিৎবাবু জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য বাংলা থেকে তৃণমূলের সরকারের বিদায় সূচনা নিশ্চিত করা। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ডোরিনা ক্রসিংয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাম না করে যার জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার কথায়, ''বিচারের চেয়ারে বসে বিজেপিবাবু বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন! এদের হাতে মানুষ বিচার পাবেন? তবে আমি খুশি, এদের মুখোশটা খুলে পড়ে গেছে। এবার জনগণ ওঁর রায় দেবে।'' লোকসভা ভোটে তমলুক থেকে বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তার বিরুদ্ধে তৃণমূল কাকে প্রার্থী করবে তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে। এদিন ওই কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিলেন স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী। মমতার কথায়, ''তৈরি থাকুন, আপনি যেখানে দাঁড়াবেন সেখানে আমি স্টুডেন্টদের নিয়ে যাব! ওরাই আপনার বিচার করবে, যাদের চাকরি আপনি খেয়েছেন।'' স্বভাবতই, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূল কাকে প্রার্থী করতে পারে, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। রাজনীতির পাশাপাশি মমতা আইনজীবীও। তাঁর কথায়, ''আমি জাজ নিয়ে বলতে পারি না, কিন্তু জাজমেন্ট নিয়ে বলতে পারি। আমিও একজন আইনজীবী, আইনে কোনটা সঠিক, কোনটা বেঠিক আমরাও জানি।'' মমতা বলেন,

''কোনও সুযোগ না দিয়ে ওয়ান সাইট গেম। অভিষেককে তো নাম করে করে রোজ গালাগালি দিত। রায় দেখে অনেকে আমাকে বলেওছেন, যা সব রায় বেরোচ্ছে, রায় দেখে তো রয়্যালবেঙ্গল টাইগারও ভয়ে পালিয়ে যাবে! তবে ওঁর মুখ থেকে মুখোশটা শেষ পর্যন্ত খসে পড়েছে এতে আমরা খুশী।'' প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার রায়ের পাশাপাশি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধিক পর্যবেক্ষণকে ঘিরে বিভিন্ন সময় সমাজে শোরগোল তৈরি হয়েছিল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে আড়ালে থেকে রাজনীতি না করে সরাসরি রাজনীতির ময়দানে নামার আহ্বানও জানিয়েছিলেন। এমনকী বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার পর অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও জানিয়েছিলেন, তৃণমূলই তাঁর অনুপ্রেরণা। শাসকদল তাঁকে এভাবে আক্রমণ না করলে হয়তো নতুন এই জগতের কথা তিনি ভাবতেনই না। নারীদিবসের আগের মিছিলে যোগ দেন সন্দেশখালি থেকে আসা মহিলারা। নেত্রীর সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় হাঁটলেন তাঁরা। আর সন্দেশখালি প্রসঙ্গেও বৃহস্পতিবার সভামঞ্চ থেকে মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেত্রী বলেন, ''আমি সকলকে বলি সব ভালো যার শেষ ভালো যার। সন্দেশখালি নিয়ে অনেকে আবার ভুয়ো সন্দেশও দিয়েছেন। বাংলায় মিষ্টি। আর সন্দেশকে বলে হিন্দিতে সংবাদও। কয়েকটা ঘটনা নিয়ে হতে পারে হাতের পাঁচটা আঙুল তো সমান নয়। কিছু কিছু জায়গায় অনেক সময় আমাদের নলেজে থাকে না। কোথাও কিছু অন্যায় হলে নলেজে এলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিই। তৃণমূলকর্মীকে গ্রেফতার করতে কার্পণ্য করি না। বিজেপির কাজ একটাই তৃণমূলকে কেস দাও। ইডি লাগাও, সিবিআই লাগাও। আমি তাদের বলি বাংলা নিয়ে আপনাদের গুস্সা কেন? বদনাম কিউ করতে হ্যায়! বিজেপি নেতারা বলে গেলেন, এখানে নাকি মহিলারা নির্যাতিতা হন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইস দ্য সেফেস্ট স্টেট। বিহারে বিচার হয় না। ইউপিতে, রাজস্থানে, হাথরাসে বিচার হয় না। মণিপুরে যখন জ্বলছিল.. তখন কোথায় ছিলেন বিজেপি নেতারা?'' কার্যত সন্দেশখালির ঘটনার কথা পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েও নেত্রী এদিন জানিয়ে দেন নলেজে ছিল না। কিন্তু বিরোধীদের একাংশের দাবি, সব কিছু নলেজে থাকে বলেই এতদিন দাবি করতেন তৃণমূল নেত্রী। সেক্ষেত্রে কেন সন্দেশখালির কথা তাঁর কাছে ছিল না এটা বিস্ময়ের।

তাপস রায়ের পদত্যাগপত্র গৃহীত, নিজের মত জানালেন স্পিকার, পাল্টা দিলেন প্রাক্তন বিধায়কও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সোমবার। তিন দিন পরে, বৃহস্পতিবার বরাহনগরের সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায়ের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকার জানান, বুধবারই লিখিত ভাবে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন তাপস। প্রথা মোতাবেক, স্পিকার তাপসকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কোনও চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে স্বেচ্ছায় এই ইস্তফা দিচ্ছেন কি না। উত্তরে তাপস জানান, স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তার পরেই স্পিকার তাপসের উত্তরে সন্তুষ্ট হন এবং পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার কথা জানান তাপসও। পুরনো সম্পর্কের কথা উঠে আসে স্পিকার এবং তাপস- দু'জনের কথাতেই। স্পিকার বলেন, ''আমরা দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে কাজ করেছি। অনেকেই এসেছেন, অনেকেই চলে গিয়েছেন। এটা গতানুগতিক একটি নিয়ম। কিন্তু আমাদের কাজ আমাদের করে যেতে হবে।'' স্পিকার সম্পর্কে তাপসও বলেন, ''দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। ১৯৮৫ সালে আমরা এক সঙ্গে কাউন্সিলর ছিলাম।'' সোমবার বিধানসভায় গিয়ে স্পিকারের সামনে ইস্তফা দিয়েছিলেন তাপস। স্পিকার জানিয়েছিলেন, তাপসের ইস্তফার বিষয়ে মঙ্গলবার তিনি সিদ্ধান্ত জানাবেন। পরে বিধানসভার সচিবালয়ের তরফে জানানো হয়, তাপসের শুনানি হবে বুধবার। কোনও বিধায়ক পদত্যাগ করার পর তাঁর ইস্তফাপত্রে কোনও ত্রুটি আছে কি না, তা খতিয়ে দেখে বিধানসভার সচিবালয়। তার পর শুনানির জন্য ডেকে পাঠানো হয় ওই বিধায়ককে। কিন্তু বুধবার স্পিকার জানান, তাপসের ইস্তফায় 'পদ্ধতিগত ত্রুটি' রয়েছে। তাঁকে

বৃহস্পতিবার ফের যেতে বলা হয়। জানা যায়, যন্ত্রে টাইপ করে ইস্তফার চিঠি দিয়েছিলেন তাপস। সেটি হাতে লিখে জমা দিতে হয়। তাপস জানান, বৃহস্পতিবার হাতে লেখা চিঠি তিনি নিয়ে আসবেন। বৃহস্পতিবার 'পদ্ধতিগত ত্রুটি'র বিষয়ে তাপস বলেন, ''টাইপ করা যায় না। হাতে লিখেই দিতে হয়।'' বৃহস্পতিবার হাতে লিখেই পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। স্পিকার সেটি গ্রহণ করেন। বুধবার বিধানসভার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগেই তাপস জানিয়ে দেন, বিকেলে তিনি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। বিজেপিতে যোগ দিয়ে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তাপস বলেন, ''আমি আজ থেকে মোদি পরিবারের সদস্য হলাম। যত দিন রাজনীতিতে থাকব, এই পরিবারের সদস্য হিসাবে আমার দায়িত্ব পালন করব। বাংলার বুকে যে অরাজক পরিস্থিতি চলছে, তা ঘোচানোর চেষ্টা করব। দলের প্রতি আমি ১০০ শতাংশ সৎ থাকব।'' সোমবার তৃণমূল ছাড়ার কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেছিলেন তাপস। দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভও উগরে দিয়েছিলেন তিনি। জানান, দলে তিনি অবহেলিত। তাঁর বাড়িতে জানুয়ারি মাসে পুর নিয়োগ 'দুর্নীতি'র তদন্ত করতে ইডি হানা দিয়েছিল। তার পর থেকে দলের কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। এমনকি, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও কোনও সান্ত্বনাবার্তা পাননি তাপস। এর পরেই দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন বলে দাবি তাপসের।

বিজেপিতে যোগ দিয়ে 'পাখির চোখ' স্থির করলেন অভিজিৎ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ পরিকল্পনামাফিক বিজেপিতে যোগ দান করলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিজেপিতে যোগদানের কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিন সকালে সেই মতো তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পরামর্শ প্রতি মুহূর্তে কাজে লাগবে তাঁর। প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, ''আমি দলের একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক হিসেবে কাজ করতে চাই। দল আমাকে যে দায়িত্ব দেবে, তা পালন করতে

বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল ও বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেওয়ার পরই তিনি এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, দুর্নীতি দূর করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। আগামিদিনে সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীর পরামর্শ নিয়ে চলবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেওয়ার পর অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''আজ আমি একেবারে নতুন জগতে পা দিলাম। এই সর্বভারতীয় দলে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহের মতো নেতারা আছেন।'' তিনি আরও উল্লেখ করেন, রাজ্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'' দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে লড়াই জারি থাকবে, সে কথা উল্লেখ করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হল, একটা দুর্নীগ্রস্ত দল ও সরকারের বিদায় লগ্নের সূচনা করে দেওয়া, যাতে ২০২৬ এ তারা আর ক্ষমতায় আসতে না পারে। একজন বাঙালি হিসেবে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই যখন দেখি বাংলা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। তাই একটা সিরিয়াস লড়াই শুরু করতে হবে।'' বিজেপি তাঁকে কী দায়িত্ব দেবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে কোনও টিকিট দেওয়া হবে কি না, সেটাও স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি।

রেশন-দুর্নীতি মামলায় আপাতত কোনও তদন্ত করতে পারবে না পুলিশ হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ রেশন দুর্নীতির ছটি মামলার তদন্ত আপাতত স্থগিত থাকবে। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধরপাকড় শুরু হওয়ার পর প্রকাশ্যে আসে রেশন দুর্নীতি। গ্রেফতার হন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সহ বেশ কয়েকজন। এই রেশন দুর্নীতির তদন্তের সূত্র ধরেই শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। সেই মামলায় পুলিশের তদন্তে এবার অন্তর্বর্তী স্থাগতাদেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। রেশন দুর্নীতি মামলায় হলফনামা দেওয়ার জন্য আদালতে ১৫ দিন সময় চেয়েছে রাজ্য। আগামী ৮ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। ২২ এপ্রিল পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্য পুলিশ আপাতত কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না ওই মামলায়। ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত যে

এফআইআরগুলি হয়েছিল, তার তদন্তে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যকে কেন সময় দেওয়া হল, তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল ইডি। সেই আপত্তির জবাবে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর যুক্তি ছিল, প্রধান বিচারপতি ইডি অফিসারদের হামলার ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আর ওই হামলার মূলেই রয়েছে রেশন দুর্নীতির মামলার তদন্ত। কিন্তু রাজ্য তার বক্তব্য যেহেতু হলফনামা দিয়ে জানাতে চায়, তাই তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে তারা এই সংক্রান্ত কোনও মামলার তদন্ত করতে পারবে না। এটা নিশ্চিত করেছে আদালত। হলফনামা দিলে শুনানি করে নির্দেশ দেওয়া হবে।

মুকুটমণি বিজেপি ছাড়তেই শুভেন্দুর 'অস্ত্র' বধূ নির্যাতন, তরুণজ্যোতি সরব দলের ভূমিকা নিয়েই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ বিজেপির টিকিটে জেতা বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় তৃণমূলের মিছিল ছিল। সকলকে চমকে দিয়ে হঠাৎই সেই মিছিলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দেখা যায় সবুজ পঞ্জাবি পরা মুকুটমণি অধিকারীকে। পরে সেই মিছিল থেকেই ঘাসফুল পতাকা হাতে তুলে নেন রানাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক। মুকুটমণির এই দলবদল নিয়ে বিজেপির লিগাল সেলের সদস্য তরুণজ্যোতি তিওয়ারি ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন। নির্দিষ্ট করে কারও নাম না করলেও ওই পোস্টে দলের দিকেই নিশানা করেন তরুণজ্যোতি। কীভাবে মুকুটমণিকে টিকিট দেওয়া হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তরুণজ্যোতি তিওয়ারি ফেসবুকে লেখেন, মুকুটমণি অধিকারীর খবর তাঁর কাছে কয়েকদিন আগেই এসেছিল। তিনদিন আগে একজন ফোনে তাঁকে জানিয়েছিলেন বিষয়টি। তরুণজ্যোতির বক্তব্য, 'আমার মত সাধারণ লোকের কাছে যখন খবর আছে, তখন নিশ্চয়ই উচ্চ নেতৃত্বও জানত। আর তা জানত বলেই লোকসভার অর্থাৎ রানাঘাটের টিকিট দেওয়া হয়নি।' তরুণজ্যোতির প্রশ্ন, 'আমার প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। কোনও রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া, শুধুমাত্র কিছু লোকের ইচ্ছাকে মান্যতা দেওয়ার জন্য এই রকম লোককে টিকিট কেন দেওয়া হয়? কী অবদান ছিল এই লোকটার পার্টিতে, যে এই লোকটা বিধানসভায় টিকিট পেয়েছিল?' বিজেপির লিগাল সেলের এই সদস্যর দাবি, মুকুটমণির উপর তাঁর কোনও রাগ নেই। লেখেন, 'রাগ সেই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপর হয় যারা এদের টিকিট দেয়। সন্দেশখালির ঘটনায় মুকুটমণি সন্দেশখালি যাচ্ছিল এবং সে নিজে ওখানকার

অবস্থা জানে। তারপরও নারী দিবস উপলক্ষে তৃণমূলের মিছিলে পা মেলাতে লজ্জা করল না?' অন্যদিকে মুকুটমণি বিজেপি ছাড়তেই এক্স হ্যান্ডেলে সরব হন শুভেন্দু অধিকারী। গত বছরই এই বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ সামনে আসে। স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরী নামে এক যুবতী অভিযোগ করেন, রেজিস্ট্রি বিয়ে করেও সামাজিক ক্ষেত্রে স্ত্রীকে পরিচয় দিচ্ছেন না বিধায়ক। এমনকী রেজিস্ট্রির পর থেকে ডিভোর্সের জন্যও চাপ দিচ্ছেন। তা নিয়ে স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরী তিলজলা থানায় এফআইআরও করেন। এদিন শুভেন্দু সে প্রসঙ্গই তুলে আনেন। মুকুটমণি অধিকারী নিয়ে বধূ নির্যাতনের অভিযোগকে অস্ত্র করে আক্রমণাত্মক বিরোধী দলনেতা। লেখেন, 'জেলে যাওয়ার থেকে তৃণমূলে যাওয়া শ্রেয় বলে মনে করেছেন মুকুটমণি অধিকারী। তাঁর হতাশা বোঝাই যাচ্ছে।'

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি রুজিরার, মামলা প্রত্যাহার ইডি-র

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চঃ সুপ্রিম কোর্টে এবার স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোপনীয়তা রক্ষা সংক্রান্ত মামলায় আজ বৃহস্পতিবার স্বস্তি পেলেন তিনি। আবেদন প্রত্যাহার করে নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কলকাতা হাইকোর্ট রুজিরা ও তাঁর পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। সেই আবেদন এদিন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। গত ১৭ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, তদন্তে 'সার্চ অ্যান্ড সিজার'-এর সময় অর্থাৎ তল্লাশি চালানোর সময় কোনও লাইভ স্ট্রিমিং করা যাবে না। ইডি তার অভিযানের আগে সংবাদমাধ্যমকে সে বিষয়ে কিছু জানাতে পারবে না। সেই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করেছিল ইডি। আবেদন শুনতে অস্বীকার করে সুপ্রিম কোর্ট। আবেদন খারিজ করার আগে প্রত্যাহার করার পরামর্শ দেন বিচারপতি ঋষিকেশ

রায় ও বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চ। এরপরই আবেদন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আদালতে রুজিরার বক্তব্য ছিল, গোপনীয়তার অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। তাই সংবিধান মেনে রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন তিনি। সেই আবেদন শুনে কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ ইডি ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। নির্দেশ ছিল, সংবাদমাধ্যমে কোনও খবর প্রকাশ করলে সেখানে অভিযুক্তের ছবি ব্যবহার করা যাবে না। চার্জশিটের আগে কোনওরকম ছবি ছাপা যাবে না।

পরকীয়া সন্দেহে বেহালায় স্ত্রীকে খুন, ১০০ ডায়াল করে পুলিশকে নিজেই ডাকলেন স্বামী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ সাংসারিক অশান্তি ছিল বরাবর। অভিযোগ, মহিলার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সেই কারণেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নাকি রোজ-রোজ অশান্তি হচ্ছিল। তবে তার জেরে এত বড় কাণ্ড ঘটবে কেউ বুঝতে পারেনি। অভিযোগ, প্রথমে স্ত্রী-কে শ্বাসরোধ করে খুন করেন স্বামী। তারপর ১০০-তে ফোন করে নিজেই জানান সবটা। বেহালার রাজা রামমোহন রায় রোডের সুকান্ত পল্লীর ঘটনা। মৃতের নাম কৃষ্ণা দাস। অভিযুক্ত স্বামী কার্তিক দাস। পেশায় মুরগী ব্যবসায়ী। দম্পতি সুকান্ত পল্লীতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। কৃষ্ণা এবং কার্তিকের পাঁচ বছরের এক কন্যা ও বারো বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার গভীর রাত ১টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। পুলিশের সন্দেহ, দুই সন্তানের সামনেই স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন স্বামী। তবে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুলিশকে খবর দেননি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতা মহিলার নাম সমাপ্তি দাস। তাঁর বয়স ২৮ বছর। তাঁর স্বামীর নাম কার্তিক দাস। বয়স ৪১। দু'জনের একটি ১২ বছরের কন্যা এবং ৫ বছরের পুত্র রয়েছে। গত এক বছর ধরে বেহালার রাম মোহন রায় রোডের এই বাড়িতে ভাড়া থাকছিলেন তাঁরা। তবে বৃহস্পতিবার কার্তিকের ফোন পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁর দুই সন্তানকে ওই বাড়িতে দেখতে পায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, রাত ১টা নাগাদ ওই ঘটনার ঘটার অনেক পরে

পুলিশকে খবর দেন কার্তিক। পুলিশ আসার সময়েও তিনি বসেছিলেন স্ত্রীর পাশেই। তবে মাঝের সময়টিকে তিনি কিছু কাজ করেছেন। প্রথমেই দুই পুত্র এবং কন্যাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন অন্যত্র। পুলিশের ধারণা ঘটনাস্থল গুছিয়েই পুলিশ সকালে খবর দেন কার্তিক। তার পরেই আবার এসে বসেন স্ত্রী-র মৃতদেহের পাশে। পুলিশ এলে সেখানেই তিনি দোষ কবুলও করেন। পুলিশকে কার্তিক জানান, তিনিই হত্যা করেছেন তাঁর স্ত্রীকে। পুলিশ কার্তিকের বয়ান নথিভুক্ত করার পর তাঁকে নিয়ে থানায় যায়। অন্য দিকে, সমাপ্তির দেহ নিয়ে যাওয়া হয় ময়না তদন্তের জন্য। পুলিশ গোটা ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। প্রতিবেশীদের দাবি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিত্যদিন ঝুটঝামেলা লেগেই থাকত। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, মহিলার পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে। বিষয়টি জেনে যান কার্তিক। তারপর রোজ-রোজ গন্ডগোল করত দম্পতি। অভিযোগ, বুধবার রাত্রিবেলা শ্বাসরোধ করে নিজের স্ত্রীকে খুন করেন ওই ব্যক্তি। তারপর ১০০ ডায়াল করে নিজেই পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার ঘটনার তদন্তে এলাকায় আসে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগ। এ দিকে, মৃতের জেঠীমার দাবি, তাঁদের জামাই এক সময় নাকি কৃষ্ণাকে টাকার জন্য বিক্রিও করে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, ''বিয়ের পর থেকেই অশান্তি ছিল। বিক্রি করে দিতেও চেয়েছিল। আমরাই আটকে ছিলাম।''

৮২০ কোটি টাকার জালিয়াতির শিকার ইউকো ব্যাঙ্ক!

৭ শহরে তল্লাশি সিবিআই-এর

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চঃ ২০২৩-এর শেষ লগ্নে ধরা পড়েছিল ৮২০ কোটি টাকার জালিয়াতি। গত বছর, ১০ থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে আইএমপিএস, অর্থাৎ, ইমিডিয়েট পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ইউকো ব্যাঙ্কের ৪১,০০০টিরও বেশি অ্যাকাউন্টে ৮,৫৩,০৪৯ বারেরও বেশি লেনদেন হয়েছিল। যার ফলে, ৮২০ কোটি টাকা ইউকো ব্যাঙ্কের ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু, যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাডন্টগুলি থেকে ওই টাকা পাঠানো হয়েছিল, তাদের থেকে ব্যাঙ্কের ঘরে কোনও টাকা আসেনি। অর্থাৎ, এই ৮২০ কোটি টাকার পুরোটাই ইউকো ব্যাঙ্কের ঘর থেকেই গিয়েছে। এই মামলার তদন্তেই, বৃহস্পতিবার (৭ মার্চ), রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রের সাতটি শহরের ৬৭টি জায়গায় তল্লাশি চালাল সিবিআই। সিবিআইয়ের এক মুখপাত্র বলেছেন, ''সাতটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের প্রায় ১৪,৬০০টি অ্যাকাউন্ট থেকে আইএমপিএস ইনওয়ার্ড লেনদেনে গুলি ইউকো ব্যাঙ্কের ৪১,০০০টিরও বেশি অ্যাকাউন্টে ভুলভাবে ওই টাকা পাঠানো হয়েছিল। এর ফলে মূল ব্যাঙ্কগুলি থেকে টাকা না কেটেই, ইউকো ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টগুলিতে ৮২০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। যারা এই ভুলভাবে আসা টাকা পেয়ে ব্যাঙ্কে ফেরত দেননি, বরং সেই টাকা অ্যাকাউন্টগুলি থেকে তুলে নিয়েছিলেন, এদিন রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রে এই ব্যক্তিদের বিষয়েই অনুসন্ধান চালানো হয়।'' সিবিআইয়ের মুখপাত্র বলেছেন, ''এদিনের অভিযানে ইউকো ব্যাঙ্ক এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক

সম্পর্কিত প্রায় ১৩০টি অপরাধমূলক নথি, সেই সঙ্গে ৪৩টি ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইসগুলির মধ্যে রয়েছে ৪০টি মোবাইল ফোন, ২টি হার্ড ডিস্ক এবং ১টি ইন্টারনেট ডঙ্গেল। এই জিনিসগুলি ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। উপরন্তু, ৩০ জন সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'' বস্তুত, এদিনের তল্লাশি এই মামলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফার তল্লাশি। ২০২৩-এর ডিসেম্বরে, কলকাতা এবং ম্যাঙ্গালোরে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি এবং ইউকো ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের সঙ্গে জড়িত ১৩টি জায়গা তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। ইউকো ব্যাঙ্কের অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২৩ সালের নভেম্বরের শেষে, এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর এই প্রথম উপত্যকায় জনসভা প্রধানমন্ত্রীর

শ্রীনগর, ৭ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরে জনসভা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেঃন্দ্র মোদীর। প্রধানমন্ত্রীর এই জনসভা অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ কারণ ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর এই ৫ বছরে প্রথমবার জম্মু-কাশ্মীর সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এদিন শ্রীনগরের বকসি স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা রয়েছে। সভাস্থল বিরাট বড় না হলেও, প্রধানমন্ত্রীর সভা হওয়ায় বিপুল জনসমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক প্যারামিলিটারি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কার্যত দুর্গে পরিণত করা হয়েছে বকসি স্টেডিয়ামকে।সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১১০০টি বাস ছাড়বে। এছাড়া শ্রীনগরের বিভিন্ন স্কুল থেকেও ১০০টি বাস ভাড়া নেওয়া হয়েছে। বিজেপির দাবি, ২ লক্ষেরও বেশি জনসমাগম হবে প্রধানমন্ত্রীর সভায়। ইতিমধ্যেই জম্মু থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ শ্রীনগরে এসে পৌঁছেছেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় জায়ান্ট স্ক্রিনও বসানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখানোর জন্য।বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুগ বলেন, এখানে (জম্মু-কাশ্মীরে) উন্নয়ন হয়েছে, শিল্প তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। কাশ্মীরে দুর্নীতি শেষ হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের মানুষরা ৩৭০ অনুচ্ছেদের শিকল ভেঙে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথা শুনতে আসবে। এদিনের এই সভা থেকে জম্মু-কাশ্মীরের কৃষি ও পর্যটন সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পাশাপাশি তিনি হজরতবুল দরগার সংস্কার প্রকল্পেরও উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করা এবং জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে নেওয়ায় আদতে যে উপত্যকাবাসী উপকৃতই হয়েছে, তা তুলে ধরা হবে এই সভা থেকে। পাশাপাশি কাশ্মীরে শান্তি ফেরানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রচারও করা হবে।

সিবিআই হেফাজতে প্রথম রাতেই ঘুম উড়েছে শাহজাহানের

কলকাতা, ৭ মার্চ ঃ সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান আপাতত সিবিআই হেফাজতে। রাত ৯টা ২২ মিনিট নাগাদ তাঁকে নিয়ে গোয়েন্দা আধিকারিকরা পৌঁছন নিজাম প্যালেসে। ৫৫ দিন ' থাকার পর বুধবার সিবিআই হেফাজতে প্রথম রাতেই ঘুম উ।ছে শাহজাহানের। সিবিআই সূত্রে খবর, বুধবার জোকা ইএসআই হাসপাতাল থেকে ফেরার পর রাত্রিবেলাই ঘণ্টা দু'য়েক জেরা করা হয় শাহজাহানকে। চিকিসকদের পরামর্শ মেনেই রাতে ভাত,ডাল,সবজি খেতে দেওয়া হয়েছে। হালকা খাবার দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল থেকে। আরও জানা গিয়েছে, নিজাম প্যালেসে যে ঘরে পার্থ,অনুব্রত রাত কাটিয়েছেন সেই ঘরেই রাখা হয়েছে শাহাজানকে। রাতেও সিআরপিএফ প্রহরা ছিল শাহজানের ঘরের বাইরে। ঘুমানোর সুযোগ দেওয়া হলেও নাকি ঘুম উড়েছে সন্দেশখালির 'সূত্রের খবর, এরপর বৃহস্পতিবার সকালে দেওয়া হয়েছে চা-বিস্কুট। যদিও, ব্রেকফাস্টেই তিনি ভাত খেতে আবদার করেছেন বলে খবর। তবে চিকিসকদের পরামর্শ মেনে সকালে দেওয়া হবে রুটি,সবজি। এরপর সকাল ১১টা থেকে শুরু হবে জেরা পর্ব বলে সিবিআই সূত্রে জানা যাচ্ছে।

পঞ্জাবে গ্রেফতার ২ জঙ্গি, উদ্ধার অস্ত্র

চন্ডীগড়, ৭ মার্চ ঃবৃহস্পতিবার বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল (বিকেআই) দ্বারা সমর্থিত একটি জঙ্গি মডিউলের ২ জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে পঞ্জাব পুলিশ। জঙ্গিদের কাছ থেকে ২টি পিস্তল, ৪টি ম্যাগাজিন ও প্রচুর কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ইউএপিএ এবং অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।জানা যাচ্ছে, এই জঙ্গি মডিউলটি মার্কিন যুক্তঃরাষ্ট্র ভিত্তিক এবং এই মডিউলটি হরপ্রীত সিং দ্বারা পরিচালিত হয়। হরপ্রীত পাকিস্তানের জঙ্গিদের সঙ্গেও যুক্তঃ বলে শোনা যায়। বরিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিক গৌরব যাদব জানিয়েছেন, ইউএপিএ আইন এবং অস্ত্র আইনের অধীনে এফআইআর করা হয়েছে।

আর বার্ষিক নয়,একাদশ-দ্বাদশে সেমেস্টার ব্যবস্থায় ছাড়পত্র সংসদের,উচ্চমাধ্যমিকে চালু সেমেস্টার পদ্ধতি

দুরন্ত বার্তা ,৭মার্চঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পদ্ধতি আমূল বদলে যাচ্ছে। বুধবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন, ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২৪ সালে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের থেকে চালু হচ্ছে নয়া এই ব্যবস্থা।ওই ছাত্রছাত্রীরাই ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সেমেস্টার ব্যবস্থায় দেবেন উচ্চমাধ্যমিক। অর্থাৎ২০২৫ সালেই হবে শেষ বার্ষিক উচ্চমাধ্যমিক।বেশ কিছুদিন ধরেই একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমিস্টার ব্যবস্থা চালু করতে উদ্যোগী হয়েছিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। রাজ্য শিক্ষানীতিতেও রয়েছে সেমেস্টারের কথা।অবশেষে যা চালু করায় অনুমোদন দিয়েছে স্কুল শিক্ষাদপ্তর। সংসদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, নয়া ব্যবস্থায় থাকবে মোট চারটি সেমেস্টার। একাদশে দু'টি ও দ্বাদশ তথা উচ্চমাধ্যমিকে দু'টি।সবমিলিয়ে চারটি সেমেস্টারে চারটি পরীক্ষা হবে। একাদশ শ্রেণির প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা হবে এ বছরই নভেম্বর মাসে। দ্বিতীয়টি ২০২৫ সালের মার্চে।একইভাবে ২০২৫ সালের নভেম্বর ও ২০২৬ সালের মার্চে যথাক্রমে উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম ও দ্বিতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা হবে।প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা সম্পূর্ণ এমসিকিউ ভিত্তিক হবে।ওএমআর-এ পরীক্ষা দেবেন পরীক্ষার্থীরা। দ্বিতীয়টি হবে সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী ও বর্ণনামূলক প্রশ্নের ভিত্তিতে। পরীক্ষার্থীরা সাদা খাতায় প্রশ্নগুলির উত্তর লিখবেন।দুই সেমেস্টারের ফলাফল মিলিয়ে সার্বিক মূল্যায়ণ করা হবে পরীক্ষার্থীদের। একক কোনও সেমেস্টারে পাস-ফেল থাকবে না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গেই বদল আসবে পাঠ্যক্রমেও।ইতিমধ্যেই ৪৭টি বিষয়ের পাঠ্যক্রম সংশোধন করার পাশাপাশি সেমেস্টার ব্যবস্থার জন্য দ্বিভাগে বিভক্ত করার কাজ সম্পূর্ণ করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। যা স্কুল শিক্ষাদপ্তরের অনুমোদনের জন্যপাঠানো হয়েছিল। সংসদ সভাপতি জানিয়েছিলেন, ২০২৪-২৫ থেকে সেমেস্টার ব্যবস্থা চালু হলে তার সঙ্গেই নতুন পাঠ্যক্রম কার্যকর করা হবে।এদিন সংসদের তরফে জারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম এবং সেমেস্টার ব্যবস্থা প্রয়োগের কৌশল সম্পর্কে শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।সেমেস্টার ব্যবস্থায় স্কুল শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও।সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজি রায়ের কথায়, স্কুলগুলোতে শিক্ষক, পরিকাঠামোগত অভাব রয়েছে।এই অবস্থায় সেমেস্টার সিস্টেম চালু হলে শিক্ষার অবস্থা আরও খারাপ পরিণতির দিকে যাবে। চালুর বিপক্ষে মত দিয়েছেন মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির অনিমেষ হালদারও। বলেন, সামান্য কিছু পড়ে উতরে যাওয়ার প্রবণতা বাড়বে শিক্ষার্থীদের মধ্যে।সেমিস্টার পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার আগে ছাত্রছাত্রী শক্ত ভিত তৈরির প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী।

নির্বাচনী বন্ড নিয়ে মুখে কুলুপ এসবিআই -র!' সময়সীমা পার,রিপোর্টই জমা পড়ল না

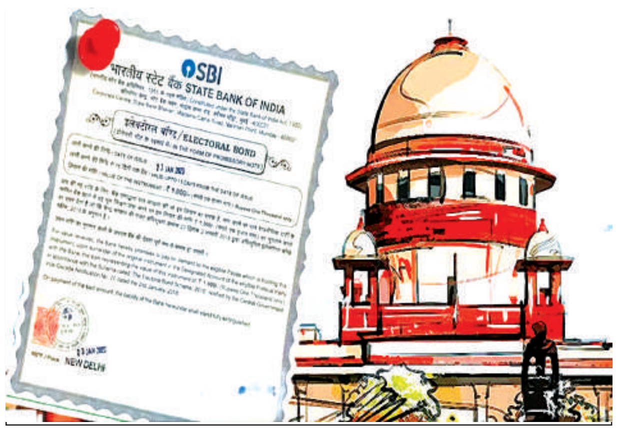

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মাস দেড়েক পরেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত বড় ধাক্কা খেয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। বাতিল করে দেওয়া হয়েছে নির্বাচনী বন্ড। তার মধ্যেই নির্বাচন বন্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াকে (এসবিআই) জানাতে বলেছিল শীর্ষ আদালত। এখনও অবধি নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কোন দলের তহবিলে কত টাকা জমা পড়েছে, তাও জানতে চাওয়া হয়েছিল। যেহেতু স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র এই বন্ড বিলি করার একমাত্র অধিকার ছিল, তাই দেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যাঙ্ককেই এই তথ্য প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও তথ্য জমা করতে পারল না স্টেট ব্যাঙ্ক।ঙনির্বাচনী বন্ডকে 'অসাংবাধিক' আখ্যা দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এক রায়ে নির্বাচনী বন্ডকে ' ঘোষণা করে। ওই বন্ড বাতিল হওয়া উচিত বলেও মনে করে শীর্ষ আদালত। রায়ে শীর্ষ আদালত জানায়, নির্বাচনী বন্ডের তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইনকে লঙ্ঘন করা হয়েছে।প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, এবার থেকে রাজনৈতিক দলগুলিতে ইলেকটোরাল বন্ড বা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান দেওয়া যাবে না আর। নির্বাচনী বন্ড কিনে যারা রাজনৈতিক অনুদান দিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে কোন দল কত টাকা পেয়েছে, তাও জানাতে বলেন প্রধান বিচারপতি। সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় স্টেট ব্যাঙ্ককে।ঙপ্রধান বিচারপতি জানান, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক (এসবিআই) এই ধরনের বন্ড দেওয়া বন্ধ করবে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে জমা পড়া অনুদান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তুলে দেবে। সুপ্রিম কোর্টের তরফে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলা হয়, আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে কমিশনকে অনুদান সংক্রান্ত তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। আর নির্বাচনী বন্ড নিয়ে যাবতীয় তথ্য আগামী ৬ মার্চের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে দেবে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক (এসবিআই)। কিন্তু তারিখ পেরিয়ে গেলেও নির্বাচন বন্ড নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে এসবিআই। কোন তহবিলে কত টাকা জমা পড়েছে সে নিয়ে কোনও তথ্যই আদালতে জমা করা হয়নি বলে খবর।

বিজেপিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাপস রামমন্দির উদ্বোধনের পরেই

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সল্টলেক সেক্টর ফাইভের বিজেপি কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তাপস রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী নেতা সুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মতো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা। তাপস দলের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করেছেন, এই বলে যে তিনি কখনই বিজেপি ছাড়বেন না। বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে তেমনই খবর। তার কাছাকাছি সময় থেকেই তাপস বিভিন্ন সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দিতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে গুটিয়েও নিতে থাকেন তৃণমূলের বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে। মাসখানেক আগে থেকে তিনি নিজের বিধানসভা কেঃন্দ্রে নিয়মিত যাতায়াতও কমিয়ে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাপস তৃণমূলের বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে বুধবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।ঙপ্রকাশ্যে কেউ স্বীকার না-করলেও বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রের খবর, রামমন্দির উদ্বোধনের অব্যবহিত পরেই তাপস বিজেপিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, তত দিনে, তাপসের ঘনিষ্ঠদের কথায়, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) তল্লাশির পরে তৃণমূল সম্পর্কে তাঁর ' হয়েছিল। গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপির পরিষদীয় দল সূত্রের খবর, তার পরেই পদ্ম নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছিলেন বরাহনগরের তৃণমূল বিধায়ক। উদ্বোধনের পরে পরেই সপরিবার অযোধ্যা গিয়ে রামমন্দির দেখতে যাওয়ার বাসনার কথা ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছিলেন তাপস। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠেরাও টের পাননি তাঁর দলবদলের ইচ্ছের কথা।রামমন্দির উদ্বোধনের পর জানুয়ারি মাসেই তাপস যোগাযোগ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে। তৃণমূলে থাকাকালীন তাপস-শুভেন্দুর সম্পর্ক ভাল ছিল। কারণ, শুভেন্দুর ছাত্র রাজনীতিতে হাতেখড়ি তাপসের কাছেই। সেই সম্পর্কের সুবাদেই দলবদলের আলোচনার সূত্রপাত। তাপসকে দলে যোগদান করানোর অনুমতি পেতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। কিন্তু ২০২১ সালের ' অভিজ্ঞতার নিরিখে বিজেপির দিল্লির নেতারা এ ক্ষেত্রে একটু সাবধানী পদক্ষেপ করতে চাইছিলেন। তাই তাপসকে যোগদান করানোর আগে শুভেন্দু এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির পর্যবেক্ষক মঙ্গল পাণ্ডের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চলছিল।২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ভোট-পরবর্তী ' ঘটনায় শাসক তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। বিজেপির অভিযোগ, ওই ' মৃত্যু হয়েছিল ৫০-এর বেশি বিজেপি কর্মীর। আরও অভিযোগ, মগরাহাট পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী মানস সাহা ওই ' বলি হয়েছিলেন। তাই তৃণমূলের যে কোনও নেতারই যোগদান নিয়ে আগে মঙ্গল এবং শুভেন্দুকে দলের জেলা ও মণ্ডল নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে মতামত নিতে হবে। তাপসের ক্ষেত্রেও তেমনই করা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে ইতিবাচক মতামত পান তাঁরা। শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হয়, তাপসকে দলে নিলে উত্তর কলকাতার নেতা-নেত্রীদের কোনও আপত্তি নেই। এই পর্বে বরাহনগর কেন্দ্রের নেতৃত্বেরও মতামত নেন শুভেন্দু-মঙ্গলেরা। সূত্রের খবর, ' মতামত পাওয়া পরেই তা জানিয়ে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তাপসকে যোগদান করানোর অনুমতি চাওয়া হয়।২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিল্লি গিয়ে তৃণমূলের নেতাদের দলে দলে যোগদান ও জেলায় জেলায় যোগদান মেলার আয়োজনের অভিজ্ঞতা ভাল হয়নি বিজেপি নেতৃত্বের। তাই এ বার যোগদানের জন্য একটি কমিটি গড়ে তার মাথায় বসানো হয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুকে। জানিয়ে দেওয়া হয়, পশ্চিমবঙ্গে কোনও যোগদানের বিষয় এলে তা বিবেচনা করবে শুভেন্দুর নেতৃত্বাধীন ওই কমিটি। তবে চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার কাছ থেকে। বিজেপির একটি সূত্রের দাবি, এমন সব পর্যালোচনার মধ্যে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব একটি সমীক্ষক সংস্থাকে দিয়ে উত্তর কলকাতায় তাপসের ' নিয়ে একটি সমীক্ষাও করিয়েছিলেন। সেই সমীক্ষায় তাপস প্রসঙ্গে ' রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল বলেই ওই সূত্রের বক্তব্য। সেই অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে তাপসকে যোগদান করানোর বিষয়ে শুভেন্দুকে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়।শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমোদনের পরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু তাপসকে জানিয়ে দেন, বিজেপি নেতৃত্ব তাঁর মতো ' ও অভিজ্ঞ' নেতাকে দলে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। মার্চ মাসেই তাঁকে যোগদান করাতে চায় রাজ্য বিজেপি। গত ২ মার্চ, শনিবার বিজেপি নেতৃত্বকে নিজের সম্মতি জানান তাপস। নতুন দলে যোগদানের আগে ১ মার্চ, শুক্রবার দল এবং বিধানসভার যাবতীয় দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন তিনি। নৈতিকতার কারণে তাপস বিধায়ক পদে থাকতে চাননি। সেই পরিকল্পনা মতোই সোমবার বিধানসভায় গিয়ে বিধায়ক পদে ইস্তফা দেন পাঁচ বারের এই বিধায়ক। ' কারণে এখনও তাঁর ইস্তফা গৃহীত হয়নি। তা না-হলেও বুধবার বিকেলে বিধাননগরে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে গেরুয়া উত্তরীয় গলায় চাপিয়ে ' শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে তাপস শামিল হয়েছেন বিজেপিতে। তাঁর ঘনিষ্ঠেরা যাকে আখ্যা দিচ্ছেন, রামমঃন্দর উদ্বোধনের পর শুরু হওয়া রাজনৈতিক বৃত্ত সম্পন্ন হল রামের নামে জয়ধ্বনি করে শেষ হওয়া বলে।রাজনীতিতে তাপসের ভাবমূর্তি মোটের উপর ' কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে এত বিচার করা হল কেন? এত সময়ই বা নেওয়া হল কেন? রাজ্য বিজেপির এক নেতার জবাব, ' সালের বিধানসভা ভোটের আগে কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও মুকুল রায়ের পরামর্শে বিজেপিতে যোগদানের দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হয়েছিল। তার ফল কী হয়েছে, তা সকলেই দেখেছেন। মুকুলদা তৃণমূলে ফিরে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছেন। আর কৈলাসজিকে বাংলা ছেড়ে গিয়ে মধ্যপ্রদেশের রাজনীতিতে জায়গা করতে হয়েছে।'' তাঁর আরও বক্তব্য, ' সব অভিজ্ঞতার থেকেই বিজেপি এ বার যোগদানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সর্তক। তাই নেতারা বললেই কাউকে হুট করে দলে নেওয়া হবে না। কারণ, শীর্ষ নেতৃত্বের তরফেও সব সময় আলাদা নজরদারি থাকবে।''

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়'সুবিধাবাদী' মন্ত্রিসভার বৈঠকে কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সরাসরি না হলেও কিছুটা ঘুরিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে উঠল শেখ শাহজাহান এবং অভিজি গঙ্গাপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ। সূত্রের দাবি, বুধবারের বৈঠকের পরে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক উল্লেখ করেন, শেখ শাহজাহানের বিষয়ে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু তাও তাঁকে সিবিআই হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। সেই প্রসঙ্গেই বিস্ময়প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীও মন্তব্য করেন, প্রাক্তন এক বিচারপতিও সুবিধাবাদীর মতো কাজ করেছেন। তাঁর নিশানা যে অভিজি গঙ্গাপাধ্যায়ের দিকেই ছিল, মনে করছেন বিশ্লেষকদের অনেকে।ঙ্গত রবিবার বোমা ফাটান অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতির পদ ছেড়ে বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করবেন বলেই জানিয়েছিলেন তিনি। সোমবারই কলকাতা হাই কোর্টে ছিল তাঁর শেষ কাজের দিন। মঙ্গলবার বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। বিজেপিতে যোগদান করছেন বলে জানিয়ে দেন। তমলুক থেকে ভোটে দাঁড়াতে পারেন বলেই জল্পনা। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ রায় দেওয়া বিচারপতি একসময় চাকরিপ্রার্থীদের ' মহিসা'হয়ে উঠেছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এহেন ব্যক্তিত্বের রাজনীতিতে যোগদান নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই জোর আলোচনা।তৃণমূলের মুখপাত্ররা তাঁকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। আর সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন বলেই দাবি করেন প্রাক্তন বিচারপতি। তৃণমূলের দাবি, স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই রাজ্যের বিরুদ্ধে একের পর এক রায় দিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। নাম না করলেও বার বার তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে নানা মন্তব্য করেছেন। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তেমন কোনও কুমন্তব্য করতে দেখা যায়নি। বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ' প্রকৃত রাজনীতিক' আখ্যা দিয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি। অনেকেই মনে করছেন, লোকসভা ভোটে টিকিট পেতেই রাজ্যের এত বিরোধিতা। চাকরিপ্রার্থীদের ' ভগবান' হয়ে ওঠার চেষ্টা। আর আজ মমতাও তাঁকে ' বলেই উল্লেখ করেন।

ঐতিহাসিক মেট্রো সফরের প্রথম 'মোটরম্যান'প্রধানমন্ত্রীকে মাটির নীচে গঙ্গা পার করান দীপক

দুরন্ত বার্তা,৭মার্চঃ দেশের মধ্যে প্রথমবার মাটির তলা দিয়ে মেট্রো ছুটিয়ে ৪১ বছর আগে ইতিহাস গড়েছিল কলকাতা । আজ আবারও সেই কলকাতাই দেশে প্রথমবার হুগলি নদীর নিচ দিয়ে মেট্রো চালিয়ে ইতিহাস রচনা করল । যা নিঃসন্দেহে পরিবহনের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব । বিশ্বমানের প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে.তৈরি করা হযেছে এই মেট্রো । এর পাশাপাশি ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সিগন্যালিং ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রেকের ভেতরে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, সবকিছুই বিশ্বের আর যেকোনও প্রথম সারির দেশের পরিষেবা ও প্রযুক্তিকে টেক্কা দিতে পারে । ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর যেই অংশটি হুগলি নদীর নিচ দিয়ে গিয়েছে সেই অংশটি আর কয়েকদিনের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য চালু হয়ে যাবে ।বুধবার উদ্বোধনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল এমআর ৬১৪ রেক । হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় ৬৫ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন চালানো হয । আজ নদীর নিচ দিয়ে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীকে সফর করিয়ে আপ্লুত মোটরম্যান দীপক কুমার । তাঁর কথায়, অনেকদিন হল কলকাতা মেট্রোয় মোটরম্যান হিসেবে কর্মরত । প্রধানমন্ত্রীকে চাপিয়ে মেট্রো চালানোয় স্নায়ুর উপর একটা বাড়তি চাপ তো ছিলই । অন্যদিকে এত বড় দায়িত্ব । তবে সব মিলিয়ে আজকের এই অভিজ্ঞতা একেবারেই অন্যরকম । নর্থ-সাউথ মেট্রোর থেকে একেবারে অন্য অভিজ্ঞতা ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডরে ট্রেন চালানো ।এই বিষয়ে কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম (সিবিটিসি) বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু জানা জানান, ট্রেন চালাবার বিষয়টি নর্থ-সাউথ করিডরের ক্ষেত্রে অনেকটা ব্যক্তি বা মোটরম্যান নির্ভর । অন্যদিকে এই রুট একেবারেই কম্পিউটারাইজড বা কম্যান্ড-ভিত্তিক । এখানে শুধুমাত্র ট্রেন চালু করা এবং বন্ধ করার বিষয়টি মোটরম্যানের উপরেই নির্ভর করে । পাশাপাশি যেদিন কখনও যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য আচমকাই কম্যান্ড বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ট্রেনের পুরো ব্যবস্থা 'সেফ মোডে' চলে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে । আর যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই সমস্যার সমাধান হবে, ততক্ষণ বন্ধ থাকবে গাড়ি ।যদিও এখনও জানা যায়নি কবে থেকে বাণিজ্যিকভাবে শুরু হবে আজ উদ্বোধন হওয়া শহরের তিনটি রুট । ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রধান ইনভেস্টর জিকার জাপান হন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ সাইতো মিসুনোরি জানান যে, একাধিকবার ম্যাপ পরিবর্তন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই অনেটাই বেড়েছে অর্থ । তবে এই ধরনের একটি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে জিকাও গর্বিত । এই প্রকল্প যে জাপান ও ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে তুলবে তা বলাই বাহুল্য ।

ব্রিগেড থেকে দিল্লির কানে বাংলার 'গর্জন' পৌঁছে দেওয়ার আবেদন মমতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের শাসক দলকে ছাড়া হবে না-সেই বার্তা দিতে রাজ্যের মানুষকে আগামী রবিবার ব্রিগেডে আসার আহ্বান জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার এক ভিডিয়ো বার্তায় তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, ' বিরুদ্ধে, যার যার সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য আসুন আমরা ব্রিগেডে একটা গর্জন ব্রিগেড তৈরি করি ।'' আর সেই গর্জন ব্রিগেডের ময়দান থেকে দিল্লির কানে আওয়াজ পৌঁছে দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন ।''ঙবুধবার দুপুর ৩টে ৬ মিনিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয় । ৪ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের ওই ভিডিয়োর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পোস্টে লেখা হয়, ' ধৈর্য ও সৌজন্যকে তার দুর্বলতা বলে ভুল করা উচিত নয় । ১০ মার্চ বহিরাগত জমিদারদের এটা মনে করিয়ে দিতে হবে । এই রবিবার ব্রিগেড গ্রাউন্ডে জনগর্জন সভা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হবে সেই ভূমিতে, যা সর্বদা তার অধিকারের জন্য লড়াই করেছে । বাংলার নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য জনগণের আন্দোনের নেতৃত্ব দেওযার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিন । বাংলাই দেখাবে পথ !''ওই ভিডিয়োর শুরুতে আগামী রবিবার (১০ মার্চের) ব্রিগেড সমাবেশে সাধারণ মানুষকে যোগদানের আহ্বান জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বলেন, ' এই সমবেত জমায়েতই এগিয়ে নিয়ে যাবে বাংলাকে ।'' তার পর নাম না করে একের পর এক ইস্যু তুলে বিজেপি ও কেন্দ্রের মোদি সরকারকে আক্রমণ করেন । আবারও তিনি বাংলাকে বঞ্চনা করার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন ।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ' যেভাবে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে । গরিব মানুষকে বঞ্চনা করা হচ্ছে । রাস্তার টাকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, বাড়ির টাকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, একশো দিনের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে । স্বাস্থ্য কর্মসূচির টাকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ।'' এছাড়া আরও অনেক প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন ।এর পরই তিনি বাংলার সংস্কৃতির প্রসঙ্গ টানেন । তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, বাংলায় বিকৃত সংস্কৃতি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে । বাংলা হচ্ছে দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী । বাংলা সব সংস্কৃতিকে সম্মান জানায় । তিনি বলেন, ' অপসংস্কৃতির নাম করে বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত, বাংলার সংস্কৃতি শেষ করে দেওয়ার যে চক্রান্ত, এই চক্রান্ত আমরা মানতে পারি না ।'' তিনি আরও জানান, বাংলা সকলকে আপন করে নেয় ।ঙএই সবের বিরুদ্ধেই বাংলার মানুষকে আগামী রবিবার তৃণমূলের ব্রিগেডে যোগদানের আহ্বান জানান তিনি । মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় বলেন, ' যাঁরা বসবাস করেন, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, যাঁর যাঁর সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য আসুন আমরা ব্রিগেডে একটা গর্জন ব্রিগেড তৈরি করি ।'' আর সেই গর্জন ব্রিগেডের ময়দান থেকে দিল্লির কানে আওয়াজ পৌঁছে দেওয়ার আবেদনও করেছেন তিনি ।

নিয়ন্ত্রণে মুম্বইয়ে জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ ঃমুম্বইয়ের পশ্চিম বান্দার পালি হিল অঞ্চলের নাওরোজ হিল সোসাইটিতে জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় বুধবার রাতেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। সূত্রের খবর, অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের খবর নেই।জানা গেছে, ওই বিল্ডিংয়ের ১৪ তলার রান্নাঘর থেকে আগুন লাগে ও ছড়িয়ে পড়ে। ওই সোসাইটিতেই একটি ৫ বিএইচকে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে জ্যাকলিনের। বুধবার রাত ৮টা নাগাদ নার্গিস দত্ত রোডের নাওরোজ হিল সোসাইটির ১৪ তলায় আগুন লাগে। দমকলের অন্তত ৪টি ইঞ্জিন ও অন্যান্য যান দ্রুত পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায়, রাত ৯টা ৩৫ নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বাড়ির জিনিসপত্র ও কাঠের আসবাবেই সীমাবদ্ধ ছিল আগুন। ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা বিশেষ ঘটেনি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৮মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৪ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদে৪শঃ২৪ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। শুভ দিন।
বৃষভ রাশিঃমনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সান্ধ্যভোজ আপনাকে এক আয়েসী এবং চমকপ্রদ মেজাজে রাখবে।
মিথুন রাশিঃকোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্য্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। আপনার আদর্শ যাতে হার না মানে সে সম্পর্কে আপনার বিশেষ সতর্ক
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান
সিংহরাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগে করে থাকেন
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃসুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়।
কুম্ভ রাশিঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি।
মীন রাশিঃঘুমন্ত আবস্থায় দেখা সমস্যাগুলো জেগে উঠে মানসিক চাপ আনবে। মনে হয় আপনার অভিভাবকের সম্প্রসারিত সহায়তার সাথে সাথে আর্থিক ঝঞ্ঝাট পার হয়ে যাবে। আপনার মাধুর্যতা এবং ব্যক্তিত্ব আপনাকে কিছু নতুন বন্ধু তৈরি করতে সাহায্য করবে। কাজ চাপ আপনার

কৃষকদের থেকে ৩৪ লক্ষ ৫ হাজার ৫৮৪ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,৭ মার্চঃ রাজ্য সরকার চলতি খরিফ মরসুমে গত পয়লা নভেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ৩৪ লক্ষ ৫ হাজার ৫৮৪ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে। নথিভুক্ত ১৬ লক্ষ ১৫ হাজার ৪১৫ জন কৃষকের মধ্যে ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৫০ জন কৃষকের কাছ থেকে তিন হাজার ১২৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে কুইন্ট্যাল প্রতি দুই হাজার ১৮৩ টাকা সহায়ক মূল্যে এই ধান কেনা হয়েছে বলে খাদ্য দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে জানান হয়েছে। উল্লেখ্য সহায়ক মূল্য ছাড়াও একজন কৃষক সরাসরি ক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে ধান বিক্রী করলে তাকে কুইন্ট্যাল প্রতি অতিরিক্ত ২০ টাকা করে উৎসাহ ভাতা দেওয়া হয়।

বাইরের রাজ্যে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানোর জন্য মোট ২১ জন আইপিএস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,৭ মার্চঃ নির্বাচন কমিশন এরাজ্য থেকে বাইরের রাজ্যে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানোর জন্য মোট ২১ জন আইপিএস ও আইএএস আধিকারিককে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে থাকছেন ১২জন বরিষ্ঠ আইএএস ও ৯ জন আইপিএস আধিকারিক । এই ২১ জন আধিকারিককে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসেবে ভিন রাজ্যে পাঠানো হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। আগামী সোমবার ওই ২১ জন আধিকারিকের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে কমিশনের তরফে। রাজ্য নির্বাচণ দফতরে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ কর্তারাও দিল্লি থেকে ওই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সামিল হবেন বলে জানা গেছে।

অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে কাজ চলার সময় পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে হামলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জগৎবল্লভপুর ,৭ মার্চঃ বর্তমান অর্থবছরের অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে কাজ চলার সময় পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে হামলার অভিযোগ। উত্তেজনা জগৎবল্লভপুরে। জগৎবল্লভপুর ব্লকের পাতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য। অভিযোগ বর্তমান অর্থবছরের অ্যাকশন প্ল্যান পোর্টালে আপলোড করার কাজ চলাকালীন বুধবার রাতে ওই হামলা হয়। সার্ভারের সমস্যা থাকায় রাত পর্যন্ত অফিসেই চলছিল কাজ। রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় বহিরাগতদের নিয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে পঞ্চায়েতের শিল্প সঞ্চালক ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। ঘটনার নিন্দা প্রকাশ করেছেন জগৎবল্লভপুর ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের জগৎবল্লভপুর ব্লক সভাপতি সুবীর চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই ঘটনা ভীষণ নিন্দনীয় ব্যাপার। দলগতভাবে খোঁজ নেওয়া হবে। তদন্ত হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে যে ঘটনা ঘটেছে যদি সত্যই ঘটনাটি হয় তাহলে দোষীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইন আইনের পথেই চলবে।

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতার বার্তা, মোবাইলে আসক্তি নিয়েও আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া ,৭ মার্চঃ মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিতে সেমিনার হাওড়ায়, মোবাইলে আসক্তি নিয়েও আলোচনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ক্লাবে ওই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, কোভিডের সময় থেকেই সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মোবাইল নির্ভরতা বেড়েছে। কিন্তু সেটা আজ আসক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং তা এক সর্বনাশের দিকে এগোচ্ছে। এই বিষয়েই ওই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে। আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট মনোবিদ সৃজা শেঠিয়া, ডঃ দেবজিতা মজুমদার প্রমুখ। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আলোচকরা। বর্তমানে এই সংস্থা হাওড়ার ১৮টি স্কুলে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

হাসনাবাদে তিন পঞ্চায়েত সদস্য যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ ,৭ মার্চঃ হাসনাবাদে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে ভাঙন। হাসনাবাদের মুরারিশাহায় সিপিএম, কংগ্রেস ও নির্দল থেকে তিন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য যোগ দিলেন তৃণমূলে।পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে বেশ কিছু সিপিএম, কংগ্রেস ও নির্দল সমর্থক যোগ দেন তৃণমূলে। বৃহস্পতিবার হাসনাবাদ মুরারিশাহ এলাকায় তৃণমূলের একটি জনসভায় সিপিএম , কংগ্রেস ও নির্দলের এই সদস্যরা যোগ দেন তৃণমূলে।

এদিনের এই যোগদান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মন্ডল সহ এসকেন্দার গাজী,এ.টি.এম আব্দুল্লা রণি সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল সরকার ছাড়া উন্নয়ন চোখে দেখতে পাচ্ছি না, দিদির উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হওয়ার জন্য আমরা তৃণমূলে যোগদান করেছি, জানান নির্দল থেকে তৃণমূলে যোগদানকারী পঞ্চায়েত সদস্য মিজানুর ইসলাম মন্ডল।

সন্দেশখালির ন্যাজাটে জনগর্জন সভার প্রস্তুতি সভা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট,৭ মার্চঃ আগামী দশ ই মার্চ তৃণমূলের জনগর্জন সভা। সভা থেকে কেন্দ্রীয় নীতি সহ একাধিক ইস্যুতে ও লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি বিষয়ে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নির্দেশিকা দেবেন তৃণমূলের হাই কম্যান্ড, ধারনা রাজনৈতিক মহলের। ব্রিগেড সমাবেশের আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রস্তুতি সভা করছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি ১ নং ব্লকের ন্যাজাটে এরকমই এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বোস, সেচ ও জলপথ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক সহ সন্দেশখালি র বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক সপ্তর্ষি ব্যানার্জী, বসিরহাট

জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব সরোজ ব্যানার্জী,বাদল মিত্র, শমীক রায় অধিকারী সহ অন্যান্নরা। জনসভায় উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের ব্রিগেড সমাবেশে যোগাদানের আহ্বান জানিয়ে সুজিত বসু বলেনভোট আসছে এখন অনেক রকম দল আসবে, বিভিন্ন রকম কথা বলবে, কোন কথায় কান দেবেন না । কেন্দ্রীয় সরকার কোন কিছু করেনি আপনাদের জন্য । মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে থাকুন । লোকসভাতে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে যেই প্রার্থী হোক না কেন তাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। জনগর্জন সভায় সন্দেশখালি থেকে মানুষদের ব্রিগেড পৌঁছানোর জন্য প্রায় দেড়শত বাস ও বিভিন্ন ছোট গাড়ির ব্যাবস্থা করা হবে দলের তরফে জানান সুজিত বসু, পার্থ ভৌমিকরা। বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন,সন্দেশখালি এখন শান্ত আছে। সন্দেশখালির মানুষ দশ তারিখের সভায় যেতে চাইছে, তাদের সেখানে পৌঁছে দেওয়াই একমাত্র লক্ষ। দিদির আহ্বানে সন্দেশখালি থেকে অনেক মানুষ রবিবারে কোলকাতায় যাবেন। এদিনের সভায় প্রায় ছয় হাজার মানুষের জমায়েত হয় ,তার মধ্যে প্রায় চার হাজার মহিলা ছিলেন বলে জানান বিধায়ক।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

কলকাতা, ৭ মার্চ ঃ মুকুন্দপুরের বরাখোলায় প্রতিবন্ধী ভিলেজে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী ও প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের ৩৩ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সম্মিলনীর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতায় সুন্দরবন ও দ্বীপাঞ্চল সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দুই হাজার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ভাইবোন অংশ নেন। উদ্যোক্তা সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি এক বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার এ খবর জানিয়ে বলেন, ''বুধবারের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের রাজ্য সরকার পোষিত স্কুলগুলির পড়ুয়ারাও। প্যারা অলিম্পিক, স্পেশাল অলিম্পিক এবং ডেফ অলিম্পিক আমাদের রাজ্য তথা দেশে কোনেও দিন উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি।

হাওড়ার বাঁশতলা শ্মশানে দূষণ মুক্ত কাঠের চুল্লি-র শুভ উদ্বোধন

হাওড়ার বাঁশতলা শ্মশানে দূষণ মুক্ত কাঠের চুল্লি-র শুভ উদ্বোধন হলো। বৃহস্পতিবার সকালে এর উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী। জানা গেছে, এটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। অরূপ রায় বলেন, এখনও অনেক মানুষ চান কাঠের চুল্লিতে দাহ হোক। সেই আবেগকে মর্যাদা দিয়েই এখানে চালু হলো দূষণ মুক্ত এই চুল্লি। ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এর ফলে এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুর কমিশনার শ্রুতিরঞ্জন মোহান্তি, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ শ্যামল মিত্র প্রমুখ। প্রসঙ্গত, হাওড়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বনবিহারী বোস রোডের বাঁশতলা শ্মশান ঘাট এলাকায় কাঠের চিতায় শবদেহ পোড়ানোর জন্য দূষণ হচ্ছিল বহুদিন ধরে। এলাকার একটি স্কুলের বহু ছাত্রছাত্রী এই দূষণের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল এমন অভিযোগও উঠেছিল। এলাকার বাসিন্দাদের বহুদিনের দাবি ছিল বিকল্প ব্যবস্থার জন্য। অবশেষে বাসিন্দাদের সেই দাবি মিটল। দূষণ মুক্ত কাঠের চুল্লি চালু হলো বাঁশতলা শ্মশানে।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী যেন ভূমিপুত্র হয় দাবি ভোটারদের ও কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,৭ মার্চঃ দুয়ারে নির্বাচন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করেছে বাকি রাজনৈতিক দলগুলি এখনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি । বিজেপি প্রার্থীর প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা প্রস্তুত হয়ে আছে কবে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে গতবার হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল পরাজিত হয়েছিল। এইবার হুগলি লোকসভার অধীনে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মীদের বক্তব্য ও ভোটাররাও চাইছেন এখানে একজন জবরদস্ত ভূমিপুত্রকে প্রার্থী করতে অর্থাৎ দল যেন ভূমিপুত্রকেই প্রার্থী করেন যিনি এই লোকসভা কেন্দ্রের অলি গলি প্রতিটি রাস্তা গ্রাম ভালো করে চেনেন জানেন তাহলে লড়াইটা খুব ভালো হবে।

শুধু তাই নয় তৃণমূল জিতে যেতে পারে আর বাইরের প্রার্থী হলে সব দিকেই সমস্যা বিধানসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু ভোটারদের বক্তব্য ভূমি পুত্র হলে সব সময় তাকে আমরা পাব তিনি আমাদের সমস্যা বুঝবেন আমাদের কথা শুনবেন দলের কর্মীরাও তাকে পাবেন সব সময় এলাকার মানুষজন আর মুখ ফিরিয়ে নেবে না এবার যদি তাদের পছন্দমত প্রার্থী পায় অথচ এবার বিজেপি প্রার্থী কে নিয়ে গোষ্ঠী কলহ শুরু হয়েছে।

বাজারে শেড করতে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ হুগলির কামারপুকুরে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,৭ মার্চঃ সরকারি অনুদানে তৈরি হচ্ছে সবজি বাজারে শেড। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে ১৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান। কিন্তু তা যথেষ্ট নয় বলে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ। ঘটনাটি হুগলির কামারপুকুর সবজি বাজার এলাকার। জানা গিয়েছে, ওই সবজি বাজারে শেড তৈরি করা হবে এই কথা ঘোষণা করেছেন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। কিন্তু সরকারি টাকায় সেই কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণেই নাকি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ক্ষমতা অনুযায়ী কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত চাওয়া হচ্ছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যবসায়ীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কোথায় এত টাকা পাবেন তা ভেবে বিচলিত ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য, ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের সুবিধার কথা ভেবেই পঞ্চায়েত থেকে বাজারে শেড করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের টাকা দিতে হওয়ার বিষয়টি হঠাৎই জানা গিয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা সামান্য সবজি বিক্রি করে কীভাবে দেওয়া সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ব্যবসায়ীরা। এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান রাজদীপ দে বলেন, পঞ্চায়েত উদ্যোগ নিয়েছে সবজি বাজারে শেড তৈরি করে দেওয়ার। এর জন্য যে পরিমাণ সরকারি টাকা অনুমোদিত হয়েছে তা দিয়ে গোটা কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে না। তাই ব্যবসায়ীরা নিজে থেকে যদি কিছু করে টাকা দিতেন তাহলে গোটা কাজটা ভালভাবে শেষ করা যেত।

নিজের টাকায় টিউবওয়েল মেরামত করে দিয়ে মানবীকতার পরিচয় দিলেন সালার থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, সালার,৭ মার্চঃ কল আছে জল নেই, দীর্ঘদন ধরেই টিউবওয়েল খারাপ থাকায় সমস্যায় পড়ে ছিলেন সালারারের ডাঙাপাড়া গ্রামের মানুষ। সমস্যার কথা জানতে পেরে নিজের টাকা দিয়ে টিউবওয়েল মেরামত করিয়ে জলের ব্যাবস্থা করে দিয়ে মানবীকতার পরিচয় দিলেন সালার সালার থানার বড়বাবু কাওসার হোসেন মন্ডল। পুলিশ শব্দটাই কোথাও আতঙ্কের , পুলিশের নাম শুনলেই জড়োসড়ো হয়ে যায় অনেকেই। পুলিশ বুটের আওয়াজ এলাকা কাঁপায়। কিন্তু পুলিশের ছোঁয়ায় আবার সমাজ গড়ে ওঠে দুর্বৃত্তরা সোজা হয়ে যায়। সেরকমই এক মানবিক পুলিশের চিত্র পাওয়া গেল মুর্শিদাবাদের সালার থানায়। জানাগিয়েছে সালার থানার ডাঙাপাড়ার একটি টিউবওয়েল দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে ছিলো, জলের অভাবে ঐ এলাকার কয়েকশো গরীব দুঃস্থ মানুষ খুব সমস্যায় পড়েছিল, নিরুপায় হয়ে পরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জল আনতে গিয়ে কথাও শুনতে হতো। সামনে রমজান মাস জলের প্রয়োজনীতা অনেকখানি, কাকভোরে উঠে সেহরী করা থেকে ইফতার কিংবা সমস্ত কাজের জন্য সাবার আগে প্রয়োজন জলের। সালারের ডাঙাপাড়র টিউবওয়েলটি মেরামত করার জন্য গ্রামের মানুষ বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরছে কোন কিন্তু সুরাহা হয়নি। গ্রামের মানুষের এই সমস্যা কথা জানতে পেরে অবশেষে সালার থানার বড়বাবু কাওসার হোসেন মন্ডল তড়িঘড়ি নিজের পকেট থেকে খরচ করে কলের সমস্ত অংশ নতুনভাবে নিয়ে এসে ঐ টিউবওয়েলটি সারিয়ে দিলেন। গ্রামের কলে জল পেতেই এলাকার মানুষ পুলিশের এই মানবিক মুখ দেখে উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং ওসি কাওসার হোসেনের জন্য ইশ্বর আল্লাহ ভগবানের কাছে দোওয়া করেন। এই বিষয়ে ডাঙাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ফতেমা বিবি বলেন জলের জন্য গ্রামের মানুষের অনেক কষ্ট হচ্ছিল, স্যার নিজের টাকায় কলটি ঠিক করে দিলেন। আল্লাহ ওকে ভালো রাখুক, আরো বড়ো মানুষ হোক। গ্রামের বাসিন্দা রাজীব সেখ বলেন আমাদের পাড়ার একমাত্র কল কিন্ত প্রায় তিন মাস ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে, জলের জন্য অনেক সমস্যা হচ্ছিল। মেরামত করার জন্য মেম্বার প্রধান বলেও কোনো লাভ হয়নি, আজকে কাওসার স্যার নিজের টাকায় কলের পাইপ, বডি নতুন নিয়ে এসে সুন্দর ভাবে ঠিক করে দিয়েছেন। আমাদের এই চেয়ে বড়ো পাওনা আর কিছু নেই। স্যার অনেকে ভালো মনের মানুষ। পুলিশের এই মানবীকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে সালার থানার মানুষ।

নির্বাচন আসছে তার আগে বড়সড় সাফল্য সিঙ্গুর জেলা আবগাড়ি দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর,৭ মার্চঃ প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার চোলাই মদ ও মদ তৈরীর উপাদান আটক করল, গ্রেফতার করা হয় একজনকে। সিঙ্গুরের রতনপুর আদিবাসী পাড়া, হাজরাপাড়া, গৌরিবাটি, মধুসূদনপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকালে অভিযান চালায় আবগাড়ি দপ্তর। মোট ১২৬০ লিটার চোলাই মদ ও ১৪,০০০ লিটার মদ তৈরীর উপাদান আটক করে। যার মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। মদ তৈরী করে জারে করে যেসব জায়গায় মজুত করা ছিল সেখানে অভিযান চালায়।মদ তৈরীর উপাদান লুকানো ছিল কচুরিপানা ঢাকা জলাশয়ে। ঝোপে ঝাড়ে,চাষের জমিতে। আবগাড়ি দপ্তর মারফত খবর,সিঙ্গুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় চোলাই এর কারবার চলে। বেশ কিছু মদের ভাঁটি আছে। আবগাড়ি দপ্তরের অভিযান চলতেই থাকে। তবে আজ অনেক বেশি পরিমানে চোলাই ও মদ তৈরীর উপাদান আটক করা হয়েছে। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মদ তৈরীর উপকরন নষ্ট করা হয়েছে। সূত্রের খবর সিঙ্গুরের চোলাই হুগলি জেলা ছাড়িয়ে হাওড়া দুই ২৪ পরগনা নদীয়াতে চলে যায়। লোকসভা ভোটের আগে এত বেশি পরিমান চোলাই উদ্ধার হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলবে আবগাড়ি দপ্তরের।

প্রয়াত ডুয়ার্সের সলিম আলি রাজ নুনিয়া

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স,৭ মার্চঃ প্রয়াত ডুয়ার্সের সলিম আলি রাজ নুনিয়া। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃতদেহ শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের বাসভবনে পৌঁছলে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মঙ্গলবার রাত ১১.৩৮ নাগাদ শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গিয়েছে, হৃদরোগজনিত কারণে আলিপুরদুয়ার জংশন শ্যামাপ্রসাদ কলোনির বাসিন্দা ও বিশিষ্ট পক্ষী বিশেষজ্ঞ তথা প্রকৃতিপ্রেমি রাজ নুনিয়ার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। ২০২২ সালে ওড়িশায় চিকিৎসা করাতে গিয়ে হৃদপিণ্ডে তিনটে ব্লকেজ ধরা পড়ে। তারপর চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ওঠেন। হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। ১৯৭১ সালের ২২ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ার জংশন রেল হাসপাতালে তাঁর জন্ম। বাবা প্রয়াত জহর নুনিয়া ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কর্মী। মা প্রয়াত মায়া নুনিয়া ছিলেন একজন সাধারণ গৃহবধূ।

তিনি সেন্ট জোসেফ মিশন উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।পরে আলিপুরদুয়ার মহাবিদ্যালয় থেকে ও ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর রাজের দুটি গবেষণাপত্র বিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে স্বীকৃতি লাভ করে। এই গবেষণাপত্র দুটি হল ফিঙে পাখির জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও শামুকখোল কীভাবে শাবকের জন্য বনৌষধি ব্যবহার করে। ২০০৮ সালে এইচআইভি সচেতনতামূলক কাজে ভারত ভ্রমণ করেন। অরণ্য, প্রকৃতি, জনজাতি নিয়ে রাজ নুনিয়ার কর্মকাণ্ড ও ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য গুড়াপের দুলফা গ্রামে আন্ডারপাসের দাবি তুললেন স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,৭ মার্চঃ বাড়ি থেকে বেরোলেই হাইওয়ে। আর সেই রাস্তা পারাপার হতে গিয়ে বারংবার দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অনেকেই মারা গিয়েছেন। তারপরেও সজাগ হয়নি প্রশাসন।

এই অবস্থায় বুধবার সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য গুড়াপের দুলফা গ্রামে আন্ডারপাসের দাবি তুললেন স্থানীয়রা। হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত দুলফা গ্রাম হতে ভাস্তারা যাওয়ার রাস্তায় আন্ডারপাসের দাবি বহুদিন ধরেই উঠছে। এখানে ৯ টি গ্রামে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের বসবাস। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে জাতীয় সড়ক-২ এর উপর দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে যাতাওয়াত করতে হয়। ছাত্র থেকে নিত্যযাত্রী, বয়স্ক সকলকে এইভাবে চলাচল করতে হয়। ফলে হামেশাই ঘটে দুর্ঘটনা। গত মঙ্গলবারও এইভাবে যাতায়াত করতে গিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়ক পার হওয়ার জন্য আন্ডারপাসের দাবি জানিয়ে আসছেন এই এলাকার মানুষ। কিন্তু বিষয়টি প্রশাসনের সর্বস্তরে জানালেও কোনও লাভ হয়নি। তাই এবার বাধ্য হয়ে পোস্টার হাতে পথে নামলেন তাঁরা।

মঙ্গলবার রাস্তা পেরোতে গিয়েই পথ দুর্ঘটনায় মৃত শেখ আলাউদ্দিনের দেহ নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল হয়। প্রায় ১ ঘণ্টা পথ অবরোধ করে রাখেন স্থানীয়রা। এরপর পুলিশ এসে জেলাশাসকের সঙ্গে তাঁদের কথা বলিয়ে দিলে তিনি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। এরপর অবরোধ উঠে যায়।

সুবর্ন জয়ন্তী ও পুনঃ মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হলো বাগনান ১নং ব্লকের মূর্গাবেড়িয়া নজরুল বিদ্যাপীঠের

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া,৭ মার্চঃ বিদ্যালয়ের ৫০তম বর্ষ উপলক্ষে সুবর্ন জয়ন্তী ও পুনঃ মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হলো বাগনান ১নং ব্লকের মূর্গাবেড়িয়া নজরুল বিদ্যাপীঠের।

বুধবার সকালে এলাকায় প্রভাতফেরি,পরে প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মান প্রদান, এলাকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত গুনিজন ব্যাক্তিদের সংবর্ধনা, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সম্মীলনি, বর্তমান ছাত্রীদের নিয়ে নৃত্যনাট্য, ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতি ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হলো মূর্গাবেড়িয়া

নজরুল বিদ্যাপীঠের সুবর্ন জয়ন্তী ও পুনঃ মিলন উৎসব ২০২৪, মূর্গাবেড়িয়া নজরুল বিদ্যাপীঠের জন্ম ১৯৭৩ সালে, প্রথমে জুনিয়র হাইস্কুল পরে মাধ্যমিক পর্যন্ত, এবং বিদ্যালয়টি উচ্চমাধ্যমিক অনুমোদন পায় ২০০৯ সালে, বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১২৬৪ জন, ৪জন পার্শ্ব শিক্ষক শিক্ষিকা সহ প্রধান শিক্ষক সহ সহকারী শিক্ষকদের সংখ্যা ১৬জন, মা প্রয়োজন তুলনায় কম।

উল্লেখ্য এ বৎসরের মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার জন্য জেলার সেরা নির্বাচিত হন। মূর্গাবেড়িয়া নজরুল বিদ্যাপীঠের সুবর্ন জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুণাভ (রাজা) সেন, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা, নির্মল মাজী, বাগনান ১নং ব্লকের বিডিও মানষ কুমার গিরি, বাগনান ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতী মৌসুমী সেন, স্থানীয় বাঙ্গালপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা মূর্গাবেড়িয়া নজরুল বিদ্যাপীঠের পরিচালন সমিতির সভাপতি সেখ আশিক রহমান,বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রতাপ দাস, সহকারী শিক্ষক শান্তি চরন দাস, আশরাফুল খান প্রমুখ।

মানুষের সুবিধার্থে জয়নগর ১ নং বিডিও অফিসে সূচনা হলো একটি এম্বুলেন্স ও তিনটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের গাড়ির

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর,৭ মার্চঃ রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের চেষ্টায় দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় বৃহস্পতিবার জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু বিডিও অফিস এলাকা থেকে একটি এম্বুলেন্স ও তিনটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের গাড়ির পরিষেবা চালু হলো। মুমূর্ষ রোগীদের পরিষেবা দেবার লক্ষ্যে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আশেপাশের এলাকার মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এদিন এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার সূচনা হয়। এছাড়া জয়নগর ১ নম্বর ব্লক এলাকার ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিষেবা দিতে পানীয় জলের গাড়ির শুভ সূচনা হয়।

এদিন বহড়ুতে এই শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে পতাকা নেড়ে শুভ সূচনা করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লকের যুগ্ম বিডিও তনয় মুখার্জি, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,সহকারি সভাপতি সুহানা পারভিন বৈদ্য, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সজল কান্তি সাহা, হাজী শুকুর আলী, মানস নস্কর সহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি অধীনে এই এম্বুলেন্স ও বিশুদ্ধ পানীয় জলে গাড়িগুলি পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে থাকবে এবং এখান থেকেই জয়নগর এক নম্বর ব্লক এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে পরিষেবা প্রদান করা হবে বলে এদিন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস উল্লেখ করেন। আর এই পরিষেবা চালু হওয়ায় এলাকার মানুষের অনেক কাজে লাগবে বলেই মনে করেন বিধায়ক।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৯৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩০

মহিলা প্রেসিডেন্ট পদে কাউকে পচ্ছন্দ করছে না মার্কিনদেশের অধিকাংশ নাগরিকেরা তা প্রমাণিত

রবীন্দ্র কুমার শীল

আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই। তারপরে সংবিধান রচনা করে সেখানে সাধারণ নির্বাচন করে প্রেসিডেন্ট ঠিক করা হয়ে থকে। প্রেসিডেন্ট পদে সরাসরি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে সেখানে রিবাপলিটান এবং ডেমোক্রাটিক পার্টি এখন প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করেছে। এই দুটি রাজনৈতিক দলই সেখানে জনপ্রিয়। তবে কমিউনিস্ট পার্টি রয়েছে। কিন্তু সেখানকার জনগণ কমিউনিস্ট নীতিকে বিশ্বাস করে না। তারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখে। ব্রিটেনও গণতান্ত্রিক শাসন । সেখনে লেবার পার্টিং এবং কনজরভেটিভ দল রয়েছে। এই দুটি দলই ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করে থাকে। ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মহিলা। মারারেট থ্যাচার। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের কাল ছিল (১৯৭৯-১৯৯০) তিনি বেশ শক্ত হাতে ব্রিটেনের প্রশাসনকে পরিচালনা করেছিলেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। এর আগে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে কেউ আগে বসেননি। তাঁকে'আইরন লেডি' বা 'লৌহ মানবী' বলা হতো। ১৯৭৯ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ভারতের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে 'লৌহ মানব' বলা হতো। ফকল্যাণ্ড নিয়ে আর্জেন্টিনার সঙ্গে ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। সেখানে ফকল্যাণ্ড যুদ্ধ নিয়ে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সবাই সরব হলেও ব্রিটেন তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি। ফকল্যাণ্ড অধিকার করে রেখে দিয়েছে ব্রিটেন। এরপরে আসি জার্মান দেশের কথায়। সেখানে চ্যান্সেলর হচ্ছেন রাষ্ট্র প্রধান। জার্মান দেশের মহিলা চ্যান্সেলর ছিলেন অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। ২০০৫-২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোভিড সংক্রামণের হাত থেকে জার্মানকে রক্ষা করতে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ার। তিনি প্রথম ইজরায়েলের মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ইউক্রেন রাজধানি কিভ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রধামন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন ১৯৬৯-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত। তিনিও 'আইরন লেডি' নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর সময়ে 'ইয়োম কাপ্পুর উৎসব' কালে আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। আরব-ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ৬ অক্টোবর ১৯৭৩ সালে। ইজরায়েল এই সময় থেকে সামরিক শক্তিতে আরও উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর ডোল্ডা মেয়ারের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইদিরাা গান্ধি সুসম্পর্ক তৈরি হয়। তার ফলে ইজরায়েল ভাবতকে সামরিক অস্ত্র দিয়েছিল খুবই গোপনে তা কেউ জানতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারের সঙ্গে সুপম্পর্ক বজায় ছিল। ভারতের মহিলা প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। তিনি দু'বার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৬-১৯৭৭ এবং ১৯৮০-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত। তখন বিশ্বের শক্তিশালী তিনি মলিা প্রধানমন্ত্রী দেশ শাসন করতে শুরু করে দিয়েছেন। পাকিস্তানকে একেবারে শক্তিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ১৯৭১ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হলে তিনি কড়া হাতে পোকিস্তান সেনাদের উত্তর দিয়েছিলেন এবং ভারতের কূটনীতিকে সফল করতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ব্যাপারে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে এসে তিনি দাঁড়ান। যার ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছে। শ্রীলঙ্কার প্রধানন্ত্রী পদে ছিলেন মহিলা তাঁর নাম সিরিমাভো বন্দরনায়েকে। তিনি তিনবার শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৬০-১৯৬৫, ১৯৭০-১৯৭৭ এবং তারপরে ১৯৯৪-২০০০ সাল এই তিনবার সিরিমাভো বন্দরনায়েকে প্রধানমন্ত্রী হন। সেই যুগটা ছিল মহিলাদের যুগ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই সব মহিলা প্রধামনন্ত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু আজও পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে কোনও মহিলাকে দেখতে পাওয়া গেল না। তার কারণ কি তাহলে আমেরিকাবাসীরা তাদের মহিলাদের ওপরে ভরসা করে না। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রথম ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল আমেরিকাবাসীরা। যদিও সেই সব আমেরিকাবাসীরা ব্রিটেন ত্যাগ করে আমেরিকা বসবাস করতে শুরু করে। প্রায় সময়ে দেখতে পাওয়া যেত সেখানকার রেড ইণ্ডিয়াদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে লড়াই হচ্ছে। শক্তি এবং

বুদ্ধি দিয়ে সেখানকার আদি বাসিন্দাদের পরাস্ত করেছে শ্বেতাঙ্গরা। পরে অবশ্য শ্বেতাঙ্গরা আমেরিকার কালো আদমিদের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলে এবং এক সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। যদি এখন আমেরিকাতে শ্বেতাঙ্গ এবং অশ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিদ্বেষ রয়েছে। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ এখনও পর্যন্ত অশ্বেতাঙ্গাদের সঙ্গে মেশে না এবং দূরত্ব বজায় রেখে চলে। যদি এটা সংবিধান বিরোধী। ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আমেরিকার স্বাধীনতা অধিকার করে। এই স্বাধীনতা শব্দটি প্রথম বিশ্বে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করেছিল ফ্রান্স। ফ্রান্সের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। রাজতন্ত্রের অবসান হয়। ফ্রান্স যেহেতু সেই সময়ে একটি গণতান্ত্রিক মতে বিশ্বাসী দেশ ছিল সেই কারণে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ করলে ফরাসি সরকার আমেরিকার গণতান্ত্রিক সম্মানকে সুরক্ষিত করতে 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' নামে একটি বিখ্যাত মূর্তি উপহার দিয়েছিল। আজও সেই স্ট্যাটু অব লিবার্টি গণতান্ত্রিতের প্রতীক মশালকে হাতে নিয়ে সমুদ্রের দণ্ডায়মান। আমেংরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন। (১৭৩২-১৭৯৯) তারপরে এসেছেন আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮০৯-১৮৬৫)। তিনি দাসপ্রথা তুলে দিয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। তিনি গণতন্ত্রের একটি সংজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন যা আজও সারা বিশ্বের সমাদৃত। 'বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপপল এবং অব দ্য পিপল'। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের শাসন। এই মতে বিশ্বাসী এখনও আমেরিকারবাসীরা। আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম অশ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হলেন বারাক এবামা। তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বারাক ওবামা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এর আগে আর কোনও অশ্বেতাঙ্গ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হননি। তবে আমেরিকার ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কোনও মহিলা রাষ্ট্রপতি দেখতে পাওয়া গেল না। বিশ্বের বহু দেশে এখন মহিলা রাষ্ট্র প্রধান হয়ে প্রশাসন পরিচালনা করছেন। সম্প্রতি ইতালির প্রধানমন্ত্রী রিয়গিয়া মেলোনি রয়েছেন। তিনি ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে ইতালির প্রধানমন্ত্রী হন। বাংলাদেশের প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের প্রধামন্ত্রী পদে রয়েছেন। আমেরিকাবাসীরা এখন মনে করেন তাদের দেশের মহিলারা এখন আমেরিকার মতো শক্তিশালী দেশকে পরিচালনা করার ক্ষমতা নেই। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনী প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন হিলারি ক্লিটন। সেই সময়ে আমেরিকাবাসীরা দুই হাত ভড়ে হিলারী ক্লিটনকে ভোট দেওয়ার পক্ষে সায় দেয়। আমেরিকার অধিকাংশ প্রদেশগুলি হিলারী ক্লিটনের পক্ষে ছিল। কিন্তু পরে দেখতে পাওয়া গেল যে হিলারী ক্লিটন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাস্ত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ৮ নভেম্বর ২০১৬ সালে। সারা আমেরিকাবাসীদের অবাক করে দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ অধিকার করে নিলে। আমেরিকাবাসীরা যখন একজন মহিলা প্রেসিডেন্ট আশা করছে তখন কীভাবে হঠাৎ করে ম্যাজিক রহস্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প তা নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে গিয়েছেন। সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে জেতার জন্য রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি সাহায্য নিয়ে ছিল কিনা তা নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আমেরিকাবাসীরা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মহিলাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তিনি হলেন কমলা হ্যারিস। কমলা হ্যারিস আবার ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক। তবুও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে এখনও পর্যন্ত কোনও মহিলা বসতে পারছে না। আমেরিকার বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ডেমোক্রাটিক এবং রিপাবলিকান দলের দুই জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তার জন্য বেছে নেওয়া হল সুপার 'মঙ্গলবার'। পশ্চিমে ক্যালিফোরনিয়া এবং পূর্বে ডেরমন্ট যোলটি প্রদেশে এক সঙ্গে নির্বাচন হয়। এর ভোটাভুটি হয়ে গেল ৫ মার্চ। সেই সঙ্গে দেখতে পাওয়া গেল এবারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সংঘাতে নেমে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্রাট দলের প্রার্থী হতে চলেছেন জো বাইডেন। এদিকে ৫ তারিখের ফলাফলে পর ক্যারোলাইনার প্রাক্তন গর্ভনর নিকি হেলি রিপাবলিকানল পদ প্রার্থী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তার ফলে আর কোনও মহিলা রাষ্ট্রপতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলো না। সবাই মনে করেছিল যে এবারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে একজন মহিলা প্রেসিডেন্ট পদে দেখতে পাওয়া যাবে। তা কিন্তু এবারে হল না। আরও পাঁচটি বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে আমেরিকাবাসীদের। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী থেকে নিকি হেরি সরে যাওয়ার ফলে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে লড়াই করা একটা পথ তৈরি করতে পারলো বটে। তবে আমেরিকার শীর্ষ আদালত বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে ডোনাল্ডের নমে। সেই সব মামলা থেকে আগে মুক্তি পেতে হবে ট্রাম্পকে। তারপরে ট্রাম্প নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। সেটা বর্তমান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানেন। আর জানেনে বলেও তিনি বেশ ঝুঁকি নিয়ে আমেরিকার দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চলেছেন। তবে ট্রাম্প যদি আদালাত দ্বারা অপরাধী হন তাহলে তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াতে পারবেন না। তবে এখনও আদালত এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। যদিও কলোরাডোরর সুপ্রিমকোর্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের অংশ গ্রহণ করা ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনী অনুসারে রাষ্ট্রদ্রোহের ইন্ধন জোগালে কোনও ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কোনও পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না। ক্যাপিটল-কাণ্ডের মামলাতেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই নির্দেশ। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ শীর্ষ আদালত থেকে বলা হয়েছে স্রেফ একটি প্রদেশের এই বিষয়ের সামগ্রিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। এদিকে আমেরিকার জনগণ বলতে শুরু করে দিয়েছে যেভাবে নিকি হেলি সরে দাঁড়ালেন তার ফলে আমেরিকায় কবে যে একজন মহিলা রাষ্ট্রপতি পাবে তা অনিশ্চিত হয়ে গেল। মহিলা রাষ্ট্রপতি হওয়ার ব্যপারে আমেরিকার জনগণ যখন ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে তখনই দেখতে পাওয়া গেল যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে কোনও মহিলা প্রার্থীকে আমেরিকার নাগরিকেরা প্রচ্ছন্দ করছে না। একমাত্র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের সঙ্গে নির্বাচনী লড়াই করার ক্ষমতা দেখিয়ে ছিলেন হিলারি ক্লিটন। তারপরে আর কোনও মহিলা প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষমতা দেখাতে পারছেন না। আমেরিকানরা এখনও মনে করে যে মহিলারা আমেরিকার মতো জটিল এবং শক্তিশালী প্রশাসন চালাতে পারবে না। তারা আমেরিকার শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশাসন চালাতে পারবে না। তবে আমেরিকার অধিকাংশ মহিলারা বারাক ওবামার স্ত্রী মচিলে ওবামাকে পচ্ছন্দের তালিকায় ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি মিচেল ওবামা অবশ্য এখনই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন না। তবে রাজনৈতিক দল তাঁকে এ ব্যাপারে কোনও জোর করেনি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা তাঁর ওপরে ছেড়ে দিয়েছে দল। তবে মিচেল ওবামা বলেছেন রাজনীতি করার চেয়ে সমাজসেবা করাটা খুবই বালো। তাতে মানুষের উপকার হয়।

ভারত বিরোধীরা সক্রিয়

অন্য রাষ্ট্রের ইন্ধনে ভারত বিরোধিতা দেখা দিতে শুরু করেছে বাংলাদেশের একটি অংশে। মলদ্বীপ যখন ভারত তাড়াও অভিযান করতে শুরু করে দিয়েছে তাই দেকে বাংলাদেশের একটি শক্তিশালী অংশ ভারত তাড়াও অবিযানে মত্ত থাকতে শুরু করেছে। আওয়ামি লিগ সরকার যদিও ভারতের পক্ষে রয়েছে তবুও বাংলাদেসের একটি বড় অংশ ভারত বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে এই সব বারত বিরোধী ঘটনার সঙ্গে অন্য রাষ্ট্র জড়িত রয়েছে। তবে ভারত বিরোধিতায় চিন থেকে শুরু করে পাকিস্তান এখনও সক্রিয়। তারা চায় না বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো তৈরি হোক। নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো ছিল। সেখানে চিন প্রবেশ করেই রাজতন্ত্রকে খতম করে দিল। রাজতন্ত্রকে নেপালে খতম করে দেওয়ার একটি মাত্র কৌশল হচ্ছে ভারত বিরোধিতা করা। নেপালকে ভারত বিরোধী রাষ্ট্র হিসাবে তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল চিন। তারপরে চিন আবার পাকিস্তানের দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে। কাশ্মীরের একটি অংশ আর্থিক করিডর তৈরি করে সেখান থেকে একটি রাস্তা তৈরি করছে চিন দেশ পর্যন্ত। সেই পথ ধরেই চিনা পণ্য আসা যাওয়া করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে শ্রীলঙ্কার একটি বন্দর চিনা লিজ নিয়েছে। তার ফলে ভারত মহাসাগরে চিন জাহাজ পৌঁছে গিয়েছে। এরপরে মলদ্বীপে চিন প্রবেশ করতে শুরু করেছে। সেখানে চিন প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মউজ্জুর ইতিমধ্যে চিন সফর করেছেন। তিনি মলদ্বীপের উন্নয়নের ব্যাপারে চিনের সহযোগিতা চেয়েছেন। তার ফলে চিন একটি জাহাজ পাঠিয়েছে ভারত মহাসাগরে। এদিকে পাকিস্তানের একটি পণ্যবাহী জাহাজ ভারত আটক করে রেখে দিয়েছে। ভারত থেকে বলা হয়েছে এই জাহাজে করে পরমানু পণ্য নিয়ে আসা হচ্ছিল। এই সব পণ্য দিয়ে শক্তিশালী পরমানু বোমা তৈরি করতে পারে পাকিস্তান। সেই কারণে সেই জাহাজকে আটক করেছে ভারত। এদিকে পাকিস্তানের নয়া প্রধামন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন যে ভারতের উচিত হচ্ছে এখনই পাকিস্তান জাহাজকে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু ভারত তা করছে না। এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আওয়াজ তুলেছেন যে স্বাধীন কাশ্মীর। কাশ্মীর স্বাধীন কী করে হলো তার কোনও জবাব তিনি দিতে পারছেন না। তবে ভারত এদিকে পাল্টা করে বলতে শুরু করেছে যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতকে ফেরত দিতে হবে পাকিস্তানকে। জোর করে কারোর ভুখণ্ড দখল করে রাখা বেশি দিন চলবে না। চিন এখন বুঝতে পারছে যে আগামি দিনে কাশ্মীর ভারত দখল নেবে। সেই কারণে তারা কাশ্মীর নিয়ে কোনও কথা বলছে না। ভুটানের ব্যাপারে চিন আবার নাক গলাতে শুরু করে দিয়েছে। ভূটানের সঙ্গে চিনের সংঘাত প্রায় সময়ে তৈরি হয়। চিন সেনারা ভূটান সীমান্ত রেখাকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে। তার ফলে মাঝে মধ্যে ভূটানের সঙ্গে চিনা সেনাদের মত বিরোধ তৈরি হয়। এদিকে বাংলাদেশের মধ্যে চিন প্রবেশ করতে শুরু করেছে। চিনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভারত বিরোধিতা করা। এছাড়া চিনের আর কোনও পথ খোলা নেই। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে পাকিস্তান। তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বেশ কিছু ইসলামিক দেশ। সবাই মিলে ভারতের ওপরে একটি চাপ সৃষ্টি করতে চায়। সেটা ভারত সরকার বুঝতে পেরেছে। যদিও ভারত প্রকশ্যে কারোর ওপুরে আঙ্গুল তুলছে না। তবুও ভারতকে এখন সতর্ক হয়ে চলবে হবে। যেভাবে বাংলাদেশে ভারত বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে তাতে ভারতের পক্ষে সামাল দিতে গেলে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ একন যারা ভারত বিরোধিতার লিপ্ত তাদের দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে।

ভারতের কাশ্মীর নীতি

চিনকে যতটা সম্ভব হাতে রেখে পাকিস্তানের বিরদ্ধে লড়াই করাটাই হচ্ছে ভারতের আসল কৌশল। সেটা করতে গোপনে এখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগামি দিনে কীভাবে রণসজ্জা প্রস্তুত করা যেতে পারে তা নিয়ে চলছে ব্যাপক আলোচনা। কাশ্মীরটা পুরোপুরি ভারতের অধিকারে থাকবে যা কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। কাশ্মীরে ভারতের অধিকারকে খর্ব করে দেওয়ার জন্য স্বাধীনতা পাওয়ার সময়ে হঠাৎ করে পাকিস্তানের সেনারা কাশ্মীর আক্রমণ করে বসে কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো অধিকার করে নেয়। এতকাল ধরে কাশ্মীর নীতি নিয়ে সুর চড়া করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এবারে তার সাজা দিতে হবে না। কাশ্মীর নিয়ে সুর চড়া করতে শুরু করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও কাশ্মীরে বেশ কয়েক মাস ধরে অতিবাহিত করেন। সেখানকার নাগরিকদের সঙ্গে ভারত আগামি দিনে কাশ্মীর নিয়ে কী কৌশল অবলম্বন করতে চায় তার একটি আংশিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কাশ্মীর এবং লাদাখের মানুষদের স্বাধীন সত্ত্বা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এখন আর কোনও রকমভাবে ভারত বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন করতে পারছে না। কাশ্মীরের ভূখণ্ডে পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখা যায় না। আগে প্রায় রাস্তায় পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখা যেত এবং ভারত অংশ কাশ্মীরটাই প্রায় সময়ে জঙ্গিদের দ্বারা আক্রান্ত হতো। সেই সব দিন এখন প্রায় অতীত হয়ে গিয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আর কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কাশ্মীরের ভারতীয় সেনাদের দিকে তাক করে পাথার ছোঁড়া কমে গিয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিভাবে কর্ম করতে হবে। তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। তবেই জ্ঞান ভাণ্ডার শ্রীবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে থাকে। মৃন্ময়ী মা রূপে পূজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই বিশ্বকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচার গ্রহণ করতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুদ্ধতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবনে কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠতে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে।

অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী রোজ বাড়ি ফিরতেন দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রামে চেপে

বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের আজ সেই প্রবাদ প্রতিম সম্রাটের জন্মদিন যার সিনেমায় অভিনয় করার জন্য কখনো সুঠাম শারীরিক গঠনের প্রয়োজন হয়নি, তথাকথিত সুপুরুষচিত অবয়বের প্রয়োজন পড়েনি। অভিনয়ের ঈশ্বর হয়েও তিনি কখনও প্রাপ্য মর্যাদাটুকু পাননি ইন্ডাস্ট্রিতে, গোটা বাংলায় আজও তার কোন মূর্তি চোখে পড়ে না। অথচ আজও টিভির পর্দায় তিনি এলে অগণিত তার অনুরাগীরা ভুলে যায় জীবনের ব্যস্ততা ভুলে যায় যন্ত্রণা কেবল তিনি হয়ে উঠেন আজও মনের সুখ। ছবিতে তিনি থাকলে নায়ক-নায়িকার চেয়েও তিনি হয়ে উঠেছেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু,সাড়ে চুয়াত্তর ছবির পোস্টারে উত্তম সুচিত্রাকে ছাপিয়ে তার ছবি। সাড়ে চুয়াত্তর 'ছবিতে তুলসী চক্রবর্তী একটা মেসের মালিক ছিলেন । প্রতি হপ্তায় শনি - রবিবার শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে আসতেন বৌ - বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাতে । আজকাল যাকে বলে ফ্যামিলি টাইম । সেখানেও তুলসী চক্রবর্তীর মুখে লা জবাব ডায়লগ ।মলিনা দেবীকে বললেন , বউ মানে কী ? বউ মানে গাছতলা , মানুষ তেতেপুড়ে এসে গাছতলায় বসে ।তা তুমি হচ্ছো আমার খেজুর গাছ ।কাঁটা আছে , ছায়া নেই । মলিনা দেবীর প্রত্যুত্তর তা বেশ তো । ছায়া আছে এমন গাছতলায় গিয়ে বসলেই তো পারো ! দর্শকদের নিশ্চয়ই আর একটা দৃশ্যের কথা মনে আছে ।স্বামীকে ধরে রাখতে মলিনা দেবী প্রতিবেশিনীর কথা

শুনে রুজ - পাউডার - লিপিস্টিক মেখে লুচি - মিষ্টি - মন্ডা সাজিয়ে তুলসী চক্রবর্তীকে সহাগ করছেন ।এ দৃশ্যে তুলসী চক্রবর্তী তাঁর চাহনি ও শরীরী ভাষায় একই সঙ্গে যে বিস্ময়, লজ্জা, পুলকের ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন , তা আর কোনও কমেডিয়ান পারলেন কই ! চার্লি চ্যাপলিন বেঁচে থাকলে ... চিন্ময় রায় , অনুপ কুমার , রবি ঘোষ ; সকলেই গুরু মানতেন তুলসীবাবুকে । তাঁরা অনেকের অভিনয় নকল করলেও কখনও তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় নকল করতে পারেননি । চিন্ময় রায় বলেছিলেন, চার্লি চ্যাপলিন যদি বেঁচে থাকতেন তবে এ ছবিতে তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় দেখে বলতেন এমন অভিনয় করলে আমি আরও নাম করতে পারব । কেন এমন বঞ্চনা এ হেন তুলসী চক্রবর্তীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল কেন ? কেন তাঁর মতো অভিনেতার যথাযোগ্য চরিত্র আর রচনা হল না বাংলা ছবিতে বড় রোলে ? একমাত্র ব্যতিক্রম 'পরশ পাথর '। কিন্তু তুলসী চক্রবর্তীর চলচ্চিত্রপঞ্জিতে ' সাড়ে চুয়াত্তর ' থেকে ' পরশ পাথর ' - এর ব্যবধানে ওঁকে মুখ্য চরিত্রে রেখে আর ছবি নেই । আমরা অনেক পড়েছি তাঁর অভাব যন্ত্রণার গল্প । কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিনি । জানতে গেলে জানতে হবে তুলসী চক্রবর্তীর শুরুর দিনগুলোর গল্প । অনেক অভিনেতাই অনেক বই পড়ে শিক্ষিত হয়ে আসেন চলচ্চিত্র জগতে । অনেকে চলচ্চিত্রের ডিগ্রি নিয়ে আসেন । কেউ কেউ আসেন রূপের জোরে, কেউ আবার আসেন টাকার জোরে । এর কোনও কিছুই না থেকেও তুলসী চক্রবর্তী দেখিয়ে দিয়েছেন নিজের চেষ্টা আর কাজের প্রতি ভালোবাসায় লেজেন্ড হওয়া যায় । অভিনয়ের দক্ষতায় দাগ কাটা যায় দর্শকমনে । ছোটবেলা থেকেই লড়াই কেমন ছিল তাঁর শুরুর দিনগুলো ? শতবর্ষ পেরিয়ে গেছেন তুলসীবাবু । কিন্তু শতবর্ষে তাঁকে ইন্ডাস্ট্রি কোনও শ্রদ্ধার্ঘ্যই দেয়নি । অথচ বাংলা সিনেমার ইতিহাসে তুলসীবাবু নিজেই একজন ' পরশপাথর '। তুলসী চক্রবর্তী গোয়ারি নামক এক ছোট গ্রামে ১৮৯৯ সালের ৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর বাবা আশুতোষ চক্রবর্তী ভারতীয় রেলের কর্মী ছিলেন ।মা নিস্তারিণী দেবী । বাল্যকালে অবিভক্ত বাংলায় নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে ।তাঁর বাবাকে ।ছোটবেলায় কলকাতার জোড়াসাঁকোতে তাঁর কাকা প্রসাদ চক্রবর্তীর কাছে কিছুকাল থাকতে হয়েছিল তুলসী চক্রবর্তীকে । অল্প বয়সেই পিতৃবিয়োগ, তাই পড়াশোনা বেশি দূর এগোতে পারেননি । বহুবিধ কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন অর্থের জন্য । সার্কাস থেকে নাটক বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে সার্কাসের সঙ্গে পালিয়ে গেছিলেন রেঙ্গুনে । খেলাও দেখালেন সার্কাসে ।কখনও বা জোকার সেজে নেমে পড়তেন সার্কাসে ।কিন্তু সেখানেও মন টিকল না ।ফিরে এলেন কলকাতা ছাপাখানার কম্পোজিটার কি মদের দোকানে কাজ । তাঁর জ্যাঠা প্রসাদ চক্রবর্তী দুর্দান্ত হারমোয়িম বাদক ছিলেন । (ক্রমশ)

সমতার অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় পথ দেখাচ্ছে ভারতের মহিলারা

ধুবারাখা শ্রীরাম

গত এক দশকে মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হারে (ডব্লুএলএফপিআর) ভারত উল্লেখযোগ্য এগিয়েছে। মহিলা শ্রমশক্তি বিশেষত কম বয়সী মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ শুধুমাত্র আর্থিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করছে না, সেইসঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। গত শতাব্দীর তুলনায় বিগত এক দশকে মহিলা শ্রমশক্তির বৃদ্ধি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছে। মহিলা শ্রম শক্তির অংশ গ্রহণের উল্লেখযোগ্য দশক মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারত বহু উদ্যোগ এবং নীতি রূপায়িত করেছে, যা কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। প্রধান উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে, মহিলাদের ছোট ছোট ব্যবসার জন্য প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা। এছাড়া, 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' কর্মসূচি বালিকাদের শিক্ষার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে, যা তাদের ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের পথ সুগম করছে। এইসব মিলিত প্রয়াসের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করেছে কর্পোরেট নীতি, যা শ্রমের বাজারে বৈষম্যের বাধা দূর করেছে। পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (পিএলএফএস) অনুযায়ী, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের ২২ শতাংশের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে মহিলা শ্রম শক্তির অংশগ্রহণের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে

৩৫.৯ শতাংশে, অর্থাৎ ১৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি। এই তথ্য আমলাতান্ত্র, কর্পোরেট এবং তরুণীদের ইচ্ছাশক্তির বার্তা দিচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তম যুব শক্তির দেশ ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্ভাবনার পথ খুলে যাচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা মন্ত্রকের ভূমিকা মহিলা শ্রম শক্তির অংশগ্রহণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পাশাপাশি সরকার, নাগরিক সমাজ, শিল্প সংগঠন এবং বিভিন্ন সংস্থার মিলিত টাস্কফোর্সের ভূমিকাও প্রশংসনীয়। এই টাস্কফোর্স কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, সমান মজুরি এবং স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করেছে। প্রতিবন্ধকতা দূর কাজের সময়ের ক্ষেত্রে নমনীয়তা ও শিশু পরিচর্যার মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে মহিলাদের অংশ গ্রহণের ব্যাপারে প্রাথমিক বাধা দূর করা সম্ভব হয়েছে। লিঙ্গ নির্বিশেষে একই ক্রেশের ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে নির্মাণকর্মী, পরিযায়ী শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট সংস্থায় কর্মরত মহিলাদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রম নির্ভর কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হল ভ্রাম্যমানতা এবং শিশুদের বহন করা। মহিলাদের কর্মস্থল/ হস্টেলগুলিতে ক্রেশ ও পরিচর্যার সুযোগ-সুবিধা এবং সরকার ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি সুরক্ষা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সেইসঙ্গে নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা তরুণীদের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উৎসাহের সঞ্চার করবে। কোভিড-১৯ কর্মস্থলের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে। প্রচলিত কর্মস্থলের ধারণা বদলে গেছে। এক্ষেত্রে হাতিয়ার হয়ে উঠেছে প্রযুক্তি। লিঙ্গ নির্বিশেষে কাজের ক্ষেত্রে সবার জন্য নমনীয় সুযোগ-সুবিধার পথ প্রশস্ত করেছে। এইসব অগ্রগতি বৃহত্তর ক্ষেত্রে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করছে, সেইসঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের ধারা বজায় রাখছে। মহিলাদের ইচ্ছাশক্তি শতরান করবে জনসংখ্যাগত সুবিধার কারণে ভারতে শ্রম ক্ষেত্রে মহিলাদের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমাজের সর্বস্তরের মিলিত প্রয়াস এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারে। অগ্রগতির যাত্রায় চ্যালেঞ্জ থাকলেও, আর্থিক স্থায়িত্ব, সামাজিক কল্যাণ এবং মানুষের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার, সব কিছুই নাগালের মধ্যে রয়েছে, যা বিশ্বের মঞ্চে ভারতের উত্তরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। আর্থিক ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারত নাগরিকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে পারে। ভারতের আর্থিক অগ্রগতির মূল কাণ্ডারী হলেন সক্ষম নারীরাই। (লেখক ঃ ভারতে ইউনিসেফ-এর যুবা প্রধান)

ধুবারাখা শ্রীরাম হলেন

পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে সূচনা হল দোল পূর্ণিমা উৎসব

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৭ মার্চ ঃ তীর্থভূমি নবদ্বীপের ভূমিপুত্র শ্রী চৈতন্যদেবের ৫৩৮ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর চন্দ্রদয় মন্দিরের আয়োজিত হবে এক মাস ব্যাপি বিভিন্ন অনুষ্ঠান। যদিও অলিখিতভাবে গত ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেছে মায়াপুর ইসকনের দোল পূর্ণিমা বা গৌরাঙ্গ উৎসব। আগামী ২৫ মার্চ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা বা গৌড় পূর্ণিমা উৎসব। বিগত বছরের মতো এ বছরও দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে মন্দির নগরী মায়াপুরের লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হবে বলে এই উৎসব চলবে আগামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার সকালে মন্দির নগরীর শ্রীধাম মায়াপুর ইসকন চন্দ্রদয় মন্দিরে পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সূচনা হল দোল পূর্ণিমা উৎসব। চৈতন্যদেবের ৫৩৮ তম আবির্ভাব তিথি উদযাপনকে স্মরণীয় করতে বিগত বছরের ন্যায় এবছরও এক মাস ব্যাপি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর চন্দ্রদয় মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে। সমগ্র বিশ্বের প্রায় শতাধিক দেশ থেকে প্রায় ৫ হাজার বিদেশি ভক্ত এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় লক্ষাধিক ভারতীয় ভক্ত মায়াপুর ইসকনের গৌড় পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ইতিমধ্যেই বহু বিদেশি ভক্ত এই উৎসব উপলক্ষে মায়াপুরে পৌঁছে গেছেন বলে জানা যায়। মায়াপুর ইসকন চন্দ্রদয় মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, দীর্ঘ এক মাস ব্যাপী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৪০ তম জন্মতিথি উদযাপনকে স্মরণীয় করতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য শ্রাবণ উৎসব মেলা, কীর্তন মেলা, নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা, শ্রী শ্রী রাধা মাধব বোট ফেস্টিভ্যাল, শান্তিপুর ফেস্টিভেল, শোভাযাত্রা, গঙ্গা পূজা, বিভিন্ন ভাষায় ভাগবত পাঠ, একাধিক সেমিনার, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তবৃন্দের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় ভজন কীর্তন, নাটক, সঙ্গীত অনুষ্ঠান ভক্তদের মাঝে পরিবেশন করা হবে। আগামী ২৫ মার্চ দোল পূর্ণিমা বা বসন্ত উৎসব। সেদিনও, দোল পূর্ণিমায় সর্বত্র চলে রং ও আবির খেলা হলেও একমাত্র মায়াপুরে রং বা আবির ব্যবহার হয় না।

দীর্ঘ টালবাহানার পর বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ হলেন অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৭ মার্চ ঃ বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মের প্রখ্যাত অধ্যাপক সিনিয়রিটি এবং যোগ্যতা দুটির নিরিখে অনেক আগেই তাঁর অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করার কথা ছিল। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে বাস্তবে সেটা হয় নি। তবে সময়ের বিচার মানুষকে ঠিকই স্বীকৃতি এনে দেয়। হয়তো সেই কারণে দীর্ঘ অপেক্ষার পর যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য দায়িত্ব পেলেন অজাতশত্রু অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম। জানা গেছে, প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর আমলে তাঁর থেকে তুলনামূলক অভিজ্ঞতা কম বিপাশা রাহাকে বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ করা হয় এবং সিরাজুল ইসলামকে বিভাগীয় ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়। চলতি বছরের ২০২২ মার্চ থেকে বিপাশা রাহার কাছ থেকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবেন তিনি। তাঁর এই পদ মর্যাদা বৃদ্ধি ডিন অফ হিউম্যানিটিজের সমতুল্য। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতে দেশ বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর প্রায় দেড় শত পাবলিকেশন আছে। এছাড়াও ছয় থেকে সাতটি পুস্তক তিনি লিখেছেন। ১৯৯৬ সালে বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন। ২০০৯ সাল থেকে প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে অধ্যাপনার সাথে সাথে তাঁর বহু মূল্যবান কাজ দেশ বিদেশের সম্মান তাঁকে এনে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় গৌরব সম্মান ছাড়াও সম্প্রতি গ্লোবাল বেস্ট প্রফেশনাল অ্যাওয়ার্ড, লাইফ টাইম এ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে ইনরেস। তিনি সুফিইজিম, বুদ্ধিইজিম, ভক্তিবাদ, চৈতন্যবাদ, ইসলাম এবং মানবিক অধিকার নিয়ে বহু সেমিনার করেন এবং পুস্তক রচনা করেন। তিনি শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে তিন বছর সদস্য ছিলেন। ব্যাঙ্ককে ইউনেস্কোর দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ার সদস্য ছিলেন।

পুলিশ কর্মীর বাড়িতে চুরি, ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৭ মার্চ ঃ চোরদের দুঃসাহসিকতার পরিচয় নদীয়ায়! চোরদেরও আবার দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় নাকি? সবাই যখন এটাই ভাবছে, একদল চোর নদীয়ায় দেখালো এমনই এক ঘটনা। নদীয়ায় তিন দিন পরিবার নিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে যাওয়ায়, রেল পুলিশ কর্মীর বাড়িতেই দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিলো চোরেরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। জানা যায় গনেশ সরকার পেশায় রেল পুলিশ। গত তিন দিন আগে স্ত্রী এবং পুত্রকে নিয়ে আত্মীয়র বাড়িতে যান। বারান্দার গ্রিলের দরজা খুলতে গিয়ে চাবি স্বাভাবিকভাবে না ঘোরার কারণে সন্দেহ জাগে এরপরেই তালা না দেওয়া বারান্দার কাঠের দরজা এবং ঘরের দরজা খুলে দেখেন দুটি আলমারি লন্ডভন্ড, লকার ভেঙ্গে উধাও নগদ ২২ হাজার টাকা এবং নিজের সোনার আংটি, গলার চেন । এছাড়াও রূপো কিংবা স্ত্রীর রাখা গহনা কিংবা মূল্যবান জিনিসপত্রের কথা এখনো জানেন না গনেশ বাবু। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শান্তিপুর থানার পুলিশ প্রশাসন। স্থানীয়দের দাবী এলাকায় এই ধরনের ঘটনা পূর্বে ঘটেনি। পাশাপাশি স্থানীয়রা জানায় এলাকায় রয়েছে একটি ফার্নিচার শোরুম, যার ঝকঝকে আলো তার মূল রাস্তার পাশে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছায় ওই দোকান এবং গণেশবাবুর বাড়ির পেছনে রয়েছে সিসি ক্যামেরা তার খতিয়ে দেখা দরকার। তবে একের পর এক চুরির ঘটনার পরেও পরপর তিনদিন বাড়িতে না থাকা এবং ঘরের দরজা ও বারান্দার কাঠের দরজায় তালা না দেওয়ায় আরো সহজ হয়েছে এই দুষকর্ম ঘটাতে এমনটাই মনে করছেন প্রতিবেশীরা।

জলের কল থাকলেও পৌঁছায় না পানীয় জল, অবরোধ মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ মার্চ ঃ জলের কল থাকলেও দীর্ঘদিন এলাকায় পৌঁছায় না পানীয় জল ক্ষোভে পথ অবরোধ মহিলাদের। প্রায় এক বছরের অধিক সময় ধরে ধূপগুড়ি পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের ভাওয়ালপাড়ায় পৌঁছাচ্ছে না পানীয় জল। পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাবে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের ।অতি দ্রুত যাতে এলাকায় পানীয় জল পৌঁছায় সেজন্য বৃহস্পতিবার সকালে ধূপগুড়ি হাসপাতালপাড়া থেকে গাদং গামী রাস্তা অবরোধ করে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মহিলারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এলাকায় কল থাকলেও জল নেই, পানীয় জলের অভাবে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকার প্রায় শতাধিক পরিবারকে। তাদের অভিযোগ, পুরভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেয় জল দেব, সেজন্য এলাকায় পৌঁছেছে পানীয় জলের পাইপ। কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলেও এলাকায় পৌঁছায় না পানীয় জল। তাই বাধ্য হয়ে এদিন তারা পথ অবরোধে সামিল হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা।

নিয়ম বহির্ভূত ভাবে রাজবংশী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ মার্চ ঃ নিয়ম বহির্ভূত ভাবে রাজবংশী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে রিপোর্ট তলব করলো কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। অস্তিত্বহীন এমন কিছু রাজবংশী স্কুল কে রাতারাতি স্বীকৃতি দিয়ে সেখানে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ উঠেছিলো রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমি অ্যান্ড কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মনের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করে রাজবংশী ভাষা শিক্ষা, সংসদ। এদিন বিচারপতি বিশ্বজিত বসুর এজলাসে মামলা ওঠে।বিচারপতি আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমি অ্যান্ড কালচারাল বোর্ড সমস্ত রকমের কাগজপত্র জমা করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে আইনজীবী নবীন বারিক জানিয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ও-এসি-টি-১৮৮ থেকে ১৯০-২৩-২৪ (ওপেন), তারিখঃ ০৫.০৩.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং.১. কেস নং. ও-এসি-টি-১৮৮-২৩-২৪। কাজের নামঃ** এইএন/জেএসএমই-এর আওতাধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে মেন লাইনে ব্রিজ নং. ৬৭৯, ৬৮৫, ৬৯০ ইত্যাদি, জাসিডি - দুমকা লাইনে ব্রিজ নং. ৬৪, ৬৬, ১১৭ ইত্যাদি শক্তিশালী করার জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৪৬,৩৫,১২৫.৭১। **বায়না অর্থঃ** ₹ ৯২,৭০০। **ক্র. নং.২. কেস নং. ও-এসি-টি- ১৮৯-২৩-২৪। কাজের নামঃ** এইএন/এমডিপি-এর আওতাধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ ব্রিজ নং. ৫৯০, ৫৯১, ৫৯৪, ৫৯৭, ৫৯৯ এবং ৬০৬ ইত্যাদির অবশিষ্ট পরিমাণ শক্তিশালী করার জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৪৩,১৬,০৯২.২৩। **বায়না অর্থঃ** ₹ ৮৬,৩০০। **ক্র. নং.৩. কেস নং. ও-এসি-টি-১৯০-২৩-২৪। কাজের নামঃ** সিনি. ডিইএন/২/আসানসোল-এর আওতাধীনে আসানসোল স্টেশনে (ডাউন ১-এ পিএফ নং.৫, আপ১-এ পিএফ নং.৪, আপ-২-এ পিএফ নং.৩, লাইন নং. ৮-এ পিএফ নং. ৬ এবং লাইন নং. ৩-এ পিএফ নং.২)-এ স্লিপার এবং কংক্রিটের মধ্যে থাকা ফাঁক-এর মেরামতি ও সিল করার কাজ-এর ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৪৫,৩২,৯৮৮.০০। **বায়না অর্থঃ** ₹ ৯০,৭০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য ১২ মাস এবং ক্র. নং.৩-এর জন্য ০৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৪.০৪.২০২৪ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে।

ASN-240/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 43/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Contai Electrical Sub-division ,PWD. Phase-V. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Cons. Of Market Coplex, PCC Road, Solar Submersible, Drain under Pursurah Panchayat Samity. **NIT No. 30/PUR/23-24, Tender ID No 2024_ZPHD_681295_1 to 6**, Last date for submission of Tender: **14/03/24 up to 4.00 P.M. NIT No 31/PUR/23-24, Tender ID No 2024_ZPHD_681995_1**. Last date for submission of Tender: **21/03/24 up to 4.00 P.M.** **wbtenders.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 42/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Contai Electrical Sub-division ,PWD. Phase-IV. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for e-tender reference no: 323/EO, Singur Dated:- 07.03.2024 for Construction of 2 nos. concrete road within Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly. Last date for the online Bid submission is **22/03/2024 up to 09:00 am**. Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID:-2024_ZPHD_682209_1 to 2)**.

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

Office of The Block Development Officer
Panchla Development Block
Bikihakola, Panchla, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER No. 46/MAME/BDO/PANCHLA/2023-24

For and on behalf of the Block Development Officer, Panchla Development Block invites sealed percentage rate tender for total 16 (Sixteen) Nos. similar nature of works. Last date of Submission of Bid (online) 23/03/2024 at 16.00 Hrs. Date of Opening of Bid (Technical) 27/03/2024 at 16:00 Hrs. For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Panchla Development Block
Panchla, Howrah

PARSOLA GRAM PANCHAYAT

VILL-RENGURBANDH,P.O- PUKHURIA,P.S- SIMLAPAL, DIST. - BANKURA.PIN- 722160(W.B)
Notice Inviting e-Tender No (15 th SFC)

NIT-26/PAR/2023-24 Pradhan Parsola Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender 09 (Nine) nos. works. Last date of documents download and bid submission is 13.03.2024 at 11.00 hrs. For details please visit website:- www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Parsola Gram Panchayat

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 50/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Tamluk Electrical Sub-division, PWD. Phase-III. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-578/2023-24 (SI No. 1-2)	26/03/2024 up to 5.00 PM
2	WBMAD/HM/PWD/NIT e-579/2023-24 (SI No. 1-2)	19/03/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman, Habra Municipality

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 41/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Contai Electrical Sub-division ,PWD. Phase-III. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 06 nos. various works. For details visit www.wbtenders.gov.in Tender ID: 2024_ZPHD_680302_1 to 2024_ZPHD_670294_6. Last Date and time 12-03-2024, 6:00 PM (for Sl. 2, 3 & 6) and 19-03-2024, 6:00 PM (for Sl. 1, 4 & 5).

Sd/-BDO, Namkhana Dev. Block
&
Executive Officer
Namkhana Panchayat Samiti
District South 24 Parganas

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE/HCD/P.W.Dte. invites Offline Short Notice of Quotation for the work of
Name of Work: Erection of temporary kitchen shed at Kalipur Sports Complex, under Arambagh PS, Dist Hooghly under Hooghly Construction Division, PWD for Security forces in ensuing Parliamentary Election-2024 under the jurisdiction of SP, Hooghly Rural PD –
Tender Reference No. WBPWD/EE/HCD/SHORT NIQ 06/2023-24
Last Date and time limit of the application: **11.03.2024 from 1.00 p.m.** Last Date and time limit for issue of quotation paper : **11.03.2024 from 3.00 p.m.** Last Date and time limit for submission of quotation paper : **12.03.2024 up to 3.00 p.m** Date and time of opening of quotation : **12.03.2024 at 4.00 p.m.** Corrigendum if any will be published in website only. **Details of NIQ and other documents to be downloaded from: http://wbpwd.gov.in/home/tender.html**

Sd/- N.C.Pal
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

---

e-Tender Notice

Shialdanga GP under Jagatballavpur Block Howrah **E-tender vide NIT No. : SGP/NIeT/1101/2024 (08 NOS).** Last Date of Bid Submission **25.03.2024 upto 10.00 A.M.** and opening date **11.03.2024** for more information **https://www.wbtenders.gov.in**

Govt. of West Bengal
Tender Ref No.:
NIQ No- 66/Q of 23-24

Sealed Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWDte, Kolkata North Electrical Sub Division-II, P-5, CIT Road, 2nd Floor, Moulali, Kolkata-14, from the eligible contractors for the following works:
Name of Work: Temporary Electrical Infrastructure arrangement related to development of accommodation of Advance CAPF i.c.w- Lok Sabha Election 2024 at Narayan Das Bangur High School, Lake Town, Kolkata- 55 under Lake Town P.S Bid submission start: 12.03.24 at 06.00 PM
Bid Submission end: 11.03.24 at 12.00 PM
Bid opening Date: 11.03.24 after 01.00 PM
Details of eNIT, Tender document may be downloaded from https://wbpwd.gov.in
Corrigendum, if any, will be published in Website only.

Sd/- S. Das
Assistant Engineer, PWDte.
Kolkata North Electrical Sub- Division II
Govt. of West Bengal

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 40/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Contai Electrical Sub-division, PWD. Phase-II. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 39/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Contai Electrical Sub-division ,PWD. Phase-I. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

Office of the
DUILA GRAM PANCHAYET

P.O.-Duila, P.S.-Sankrail, Dist - Howrah
Tender
Nit No:-18/DGP/15 th 2023-2024 dated 07/03/2024
19/DGP/15 th 2023-2024 dated 07/03/2024
17/DGP/15 th (2 nd Call) 2023-2024 dated 07/03/2024

Prodhan Duila Gram Panchayet invites Online tender related to development work at Duila Gram Panchayat area. Last date & time limit of application to participate in tender 16/03/2024 up to 10:00 a.m Last date & time limit for receipt of tender up to 18/03/2024 10:00 a.m. For details visit office notice board and also www.wbtender.gov.in

SD/- SRABANI BAG
Pradhan Duila Gram Panchayat

OFFICE OF THE BAGNAN-II PANCHAYAT SAMITY

ANTILA :: BAGNAN :: HOWRAH
Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/NIET-18/2023-24, dt.-06/03/2024

Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 03 nos. schemes under Bagnan-II Panchayat Samity. For other Details, contact office of the undersigned within office hour.

Sd/- E.O. Bagnan-II Panchayat Samity, Howrah

প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

PROFECTUS CAPITAL

রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিসের ঠিকানাঃ বি/১৭, ৪র্থ তল, আর্ট গিল্ড হাউস, ফিনিক্স মার্কেটসিটি মলের পিছনে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বই, ৪০০০৭০। **শাখাঃ** ৬ষ্ঠ তল, ব্লক 'কে', শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মার্কেট, ১, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১, ভারত

দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-IV [বিধি ৮(১)] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেখানে, নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন **প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা ও পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা স্বার্থ আইন, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪) এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩ সহ **২১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছে যা নিম্নোল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদেরসহ-ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টর / বন্ধক নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে হবে। **২৬,৩৮,৪৯৫৷ (২৬ লক্ষ ৩৮ হাজার চারশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র) ২১.১২.২০২৩ তারিখে বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং পিএলপিবিকেওএল০০১৩৭৭৭-এর অধীনে দেওয়া** নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদের বিবরণ ('ঋণগ্রহীতা')

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম / সহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধক / জামিনদার	ঠিকানা
১	মৃন্ময় নন্দী (নন্দী টি সাপ্লাই)	ভ্যাবলা কালীবাড়ি আমবাগান, বসিরহাট ১ ভ্যাবলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৪২২। এছাড়াও ৪৫৭/৬৪১ ভ্যাবলা বসিরহাট ওয়ার্ড নং ১৯, উত্তর ২৪ পরগনা, ভ্যাবলা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২২।
২	মৃত্যুঞ্জয় নন্দী	ভ্যাবলা কালীবাড়ি আমবাগান, বসিরহাট ১ ভ্যাবলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২২।
৩	উমা নন্দী	ভ্যাবলা কালীবাড়ি আমবাগান, বসিরহাট ১ ভ্যাবলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২২।

অন্যান্য ঠিকানা ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের উল্লিখিত ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে

পূর্বোক্ত ঋণগ্রহীতারা উল্লিখিত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋনগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধক এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে তফসিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির দখল নিয়েছে (স্থাবর সম্পত্তি) নীচে এই ৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে উল্লিখিত নিয়মগুলির ৮ বিধির সাথে পড়া হয়েছে। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধক এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে পূর্বোক্ত স্থাবর সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং স্থাবর সম্পত্তির সাথে যেকোন লেনদেন প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের চার্জ সাপেক্ষে, মোট টাকা ২৬,৩৮,৪৯৫ / ২১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া (২৬ লক্ষ ৩৮ হাজার চারশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র) এবং এটি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার উপর আরও সুদ প্রদেয়।
'ঋণ গ্রহীতা' / 'সহ-ঋণগ্রহীতা' / 'জামিনদার' / বন্ধকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সেড অ্যাক্টের ধারা ১৩(৮) এর বিধানগুলির প্রতি, প্রাপ্য সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে খালাস করার জন্য।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

১৪৪০ বর্গফুটের সমতুল্য ৩.৩০৫ ছটাক সমতুল্য প্রায় ০২ কাঠা পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। প্রায় ১০০ বর্গফুট পরিমাপের কাঠামো সহ। তার উপর দাঁড়িয়ে আর.এস-এর অংশ এবং এল.আর. সাবেক খতিয়ান নং ৩১৯ এর অধীনে দাগ নং ৪২১২ হাল খতিয়ান নং এর সাথে সম্পর্কিত। ১০৪২৪, জে.এল. নং-৯৩, তৌজি নং-৬০১ বর্তমানে বসিরহাট থানারর অধীনে মৌজা তত্র নেওড়ায় ৬০ উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, বর্তমানে পৌরসভার হোল্ডিং নম্বর হিসাবে পরিচিত এবং সংখ্যাযুক্ত। ৪৫৭/৬৪১ ভ্যাবলা (আমবাগান) কর অনুযায়ী বসিরহাট পৌরসভার সীমার মধ্যে পৌরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে।

তারিখঃ ০৮.০৩.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

শ্রী সুশান্ত দেবনাথ
অনুমোদিত অফিসার
প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে

HDFC BANK

আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (''ব্যাঙ্ক'') নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।
সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়। ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে।
ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা পরিশোধের জন্য **১৫ মার্চ ২০২৪** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক. ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে আরও কমে যায় যাতে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ৫ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxx5899	তাপস চৌধুরী	১,৪৮,৩৫৮.৭৬	০৭-০৩- ২০২৪
২	xxxx1122	বিশ্বনাথ সেন	১০,০০০.০০	০৭-০৩- ২০২৪
৩	xxxx0027	শমিক রায়	৪,৬৯১.৪৭	০৭-০৩- ২০২৪
৪	xxxx0073	প্রণব কুমার দে	১২,০১৫.৪৪	০৭-০৩- ২০২৪
৫	xxxx8857	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৭,০৬১.৪৪	০৭-০৩- ২০২৪
৬	xxxx4617	সুব্রত প্রামাণিক	৭,২৮,১৬৯.৬১	০৭-০৩- ২০২৪
৭	xxxx3664	দেবরাজ রায়	৯,৭৯,৭৪৯.০৮	০৭- ০৩-২০২৪

তারিখ- ০৮ |৩ |২০২৪
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রাজকেশরী প্রজেক্ট লিমিটেড

CIN: U45100WB2010PLC146017
রেজি. অফিস ঃ ১৭৬ /১৪ /১৩৯, রায়পুর রোড ব্লক -বিএ,১৩৯, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯২
ইমেল আইডিঃ rajkeshariprojectslimited06@gmail.com ফোন নংঃ ০২২-২৮২০২৩২৪

ফর্ম নম্বর INC-২৬
[কোম্পানী (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ৩০ বিধি অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞাপন
এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক পরিচালক পূর্বাঞ্চল মোকোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা ৪ এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এর ধারা (a) এর ক্ষেত্রে
-এবং-
রাজকেশরী প্রজেক্টস লিমিটেডের ব্যাপারে
(CIN: U45100WB2010PLC146017) এর নিবন্ধিত অফিস রয়েছে ১৭৬ /১৪ /১৩৯, রায়পুর রোড ব্লক -বিএ, ১৩৯, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯২
......প্রার্থী

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরখাস্ত করার প্রস্তাব করেছে যাতে বিশেষ রেজোলিউশনের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনের নিশ্চয়তা চায়। কোম্পানিটিকে ''দ্য স্টেট অফ পশ্চিমবঙ্গ'' থেকে তার নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য ০১ মার্চ, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত অসাধারন সাধারণ সভা ''মহারাষ্ট্র রাজ্যে''
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম ফাইল করে বা ডেলিভারির কারণ হতে পারেন বা পাঠাতে পারেন। আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চলের নিজাম প্যালেস, II MSO বিল্ডিং, ৩ ফ্লোর, ২৩৪ /৪ এ.জে .সি বোস রোড ঠিকানায় তার / তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার আপত্তির নিবন্ধিত পোস্ট , কলকাতা-৭০০০২০ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানিকে তার নিবন্ধিত অফিসে নিচে উল্লেখিত ঠিকানায .একটি অনুলিপি সহঃ

১৭৬ /১৪ / ১৩৯, রায়পুর রোড ব্লক - বিএ, ১৩৯, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯২।

আবেদনকারীর পক্ষে এবং পক্ষে,
রাজকেশরী প্রজেক্টস লিমিটেড
স্বা / - পঙ্কজ কুমার
পরিচালক
DIN: 03410121

তারিখ ঃ ০৮ |০৩ |২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১ ১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
দেখতে আস
সংরক্ষণ বিভাগ
কাগজে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী এইচ.এম.ও নীচে দেওয়া হিসাবে দরপত্র আহ্বান করেছেন। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটি, আইটি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে।

ক্রম নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১	১ সেটের বার্ষিক অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ। এইচএমসি-এর অধীনে খোলা নালা ডিসিল্টিং মেশিন।	নং-১৮২৬ / কনস / ২৩-২৪ তারিখ-০৫.০৩.২০২৪
২	৬, ১১, ১২ এবং ৫ নং ম্যানহোল কভার ওয়ার্ড সন্নিবেশ সহ কভার স্ল্যাব সহ ড্রেনের সংস্কার।	
৩	এইচএমসি, ৪৬ নং ওয়ার্ডে ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার	

বিড জমা দেওয়ার শেষ (অনলাইন) তারিখ-১৪.০৩.২০২৪ দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত। অনুগ্রহ করে দেখুন- https://wbtenders.gov.in

২৯৮(২) / ২৩-২৪
৭.৩.২০২৪

কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Notice Inviting E-Tender
Brajarajpur GP, Indpur, Bankur

NieT 18, Memo 107/Braja/2024 Date 07.03.2024
NieT 18, Memo 107/Braja/2024 Date 07.03.2024

Pradhan, Brajarajpur, Indpur invites e-Tender of different schemes which are available in www.wbetenders.gov.in web site. Last date of submission 15.03.2024 (01.30 pm)

Sd/-
Pradhan,
Brajarajpur Gram Panchayat

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে।একটি অনলাইন পোর্টাল **https://gold.samil.in**-এর মাধ্যমে **12/03/2024** তারিখে নিলাম হবে।
যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রুপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণের তালিকা (LOS ID)

12004340, 12005075, 12005313, 12004352, 12006144

উপরে উল্লিখিত নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের আগে ইএমডি জমা করতে হবে এবং তাদের বৈধ আইডি কার্ড এবং প্যান কার্ড নিয়ে আসতে লাগবে।

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার　　**রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড**

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াপসি, ২০১৮ (''কোড'') এর অধীনে সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন সেল নোটিশ, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬ (''লিকুইডেশন রেগুলেশনস'') এর রেগুলেশন ৩৩(১) এর সাথে পড়া। সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে RNM Infra Pvt Ltd-এর নীচে বর্ণিত সম্পদগুলি ''যেখানে আছে সেই হিসাবে'' বিক্রি করা হবে এবং ''যা যেমন ভিত্তি'' এবং ''ভিত্তি যা আছে'' এবং লিকুইডেশনের অধীনে নীচের সারণীতে উল্লিখিত তারিখে ''কোনও উপায় নেই''। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে। ওয়েব পোর্টাল www.airauctioneer.com এ প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে। সাধারণ জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্ট দ্বারা বিড করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সম্পদের সময়সূচী (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত টাকার পরিমান
১।	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট অফিস রুম নং. জি-১ গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৩০, মুখার্জী পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৭, শ্রীরামপুর ৯৮৪ বর্গফুট এসবিইউ, ৮০৭ স্কোয়ার ফিট আচ্ছাদিত হুগলি- ৭১২২০১	২৪.৫০	২.৪৫	০.৪৯
২।	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট অফিস রুম নং. জি-২ গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৩০, মুখার্জী পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৭, শ্রীরামপুর ৭২৭ বর্গফুট এসবিইউ, ৮০৭ স্কোয়ার ফিট আচ্ছাদিত হুগলি- ৭১২২০১	২২.৫০	২.২৫	০.৪৫

বিড আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২৩.০৩.২০২৪, ১৭.৩০ ঘন্টা।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০২.০৪.২০২৪, ১৭.৩০ ঘন্টা। বিডিংয়ের শেষ তারিখঃ ০৪.০৪.২০২৪, ১৪.৩০ ঘন্টা।
বিক্রয় প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবেঃ

১. উপরোক্ত তফসিলে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটরের সর্বোত্তম তথ্যের কাছে বিবৃত করা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবরণ বা বাদ দেওয়ার জন্য লিকুইডেটর জবাবদিহি করতে পারবে না।
২. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। নিলামে রাখা সম্পদের পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে আগ্রহী দরদাতাদের সাইটে প্রকাশের তারিখ থেকে নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত এবং EMD। লিকুইডেটর ই-নিলাম করা সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারো কাছে কোনো চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়- দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
৩. আগ্রহী দরদাতারা আরএনএম ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত সারণীতে উল্লিখিত শেষ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টে EMD জমা দেবেন - RNM Infra Pvt ltd, Account No. ২১৮৬০০২১০০২৩৭১৯৪, IFSC কোড PUNB ০২১৮৬০০। খসড়াটি সমবায়-ব্যাঙ্কের হওয়া উচিত নয়
৪. দরদাতাদের "www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale-notice-insolvency.html" দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে এবং ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার জন্য বিশদ শর্তাবলীর জন্য।

তারিখঃ ০৮.০৩.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা
কনকভ রায়
লিকুয়েডেটর, মেসার্স আরএনএম ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড
আইবিবিআই রেজি নং.ঃ আইবিবিআই / আইপিএ-০০৩ / আইপিএ-আইসিএআই-এন-০০২০৪ / ২০১৮-২০১৯ / ১২৪৫৬

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ইনটেলিগেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউসন প্রাইভেট লিমিটেড, ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় তল, ২৫ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, cirp.rnminfra@gmail.com
রেজি ঠিকানাঃ ৭৮ বোসপুকুর পূর্বপাড়া রোড, লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০১০৭
kanak1686@gmail.com

১৫ বছর পর -এনডিএ তে 'ঘর ওয়াপসি' হতে পারে বিজেডি-র, ওড়িশায় তুঙ্গে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচন (২০২৪) যতই এগিয়ে আসছে, ততই বদলাচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণ। এবার আরও এক নতুন সমীকরণের সম্ভাবনা। সূত্রের খবর, লোকসভা নির্বাচনের আগেই বিজেপি-র সঙ্গে হাত মেলাতে পারে ওড়িশার শাসক দল বিজু জনতা দল । সূত্রের দাবি, নবীন পট্টনায়কের দলকে জোটে টানতে আগ্রহী গেরুয়া শিবির। প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে বিজেডির অন্দরেও।আসলে এবারের লোকসভা নির্বাচনে (২০২৪) জোটকে ৪০০ আসনের টার্গেট দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই টার্গেট পূরণ করতে হলে নতুন জোটসঙ্গী দরকার বিজেপির। বিজেডি এবং বিজেপি অনেকাংশে সমমনোভাবাপন্ন। সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গিয়েছে, সরাসরি না হলেও পরোক্ষে বিজেপিকে মদত দিয়ে এসেছে বিজেডি। রাজ্যসভায় একাধিক বিল পাশে মোদির পাশে দাঁড়িয়েছেন পট্টনায়েক। এবার দুই শিবিরের সরাসরি জোট আলোচনা শুরু হয়েছে।বুধবার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বাসভবনে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়েছে বিজেডির শীর্ষ নেতৃত্বের। একই সঙ্গে দিল্লিতেও বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বিজেডির এক নেতা। দুই বৈঠক শেষে বিজু জনতা দলের সহ সভাপতি দেবীপ্রসাদ মিশ্র জানিয়েছেন, ''বিজেপির সঙ্গে জোট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলেও, সেটা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা ওড়িশার স্বার্থ দেখব সবার আগে। আসলে ২০৩৬ সালে ওড়িশার রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার ১০০ বছর পূর্ণ হবে। বিজেডি চাইছে যেনতেন প্রকারে ততদিন ক্ষমতায় থাকতে। অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ জুয়াল ওরামও জোট আলোচনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু, কোনওপক্ষই এখনও সরকারি সিলমোহর দেয়নি।আসলে জোটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আসনরফা। ওড়িশায় বিজেডির মূল প্রতিপক্ষই বিজেপি। গতবারও ২১ আসনের মধ্যে বিজেডি ১২টি এবং বিজেপি ৮টি আসন জিতেছিল। স্বাভাবিকভাবেই কে কোন আসনে লড়বে তা নিয়ে একটা বিতর্কের জায়গা এখনও রয়েছে।

তবে সূত্রের দাবি, জোট হলে বেশিরভাগ লোকসভা আসনে লড়বে বিজেপি। আর অধিকাংশ বিধানসভা আসনে লড়বে বিজেডি। মজার কথা হল, বিজেপি আর বিজেডির মধ্য জোট হলে ওড়িশার রাজনীতিতে বিরোধী বলতে পড়ে থাকবে শুধু 'প্রান্তিক শক্তি' কংগ্রেস । তবে বিজেপি এবং বিজেডির জোট প্রথম নয়। এর আগে ২০০৯ পর্যন্ত এই দুই শিবিরের জোট ছিল। সেসময় অবশ্য ওড়িশায় শক্তিশালী ছিল কংগ্রেস। তুলনায় দুর্বল ছিল বিজেপি।

রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৭ মার্চ ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠ ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন দপ্তর ত্রিপুরার সকল রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাভবনে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। জানা গিয়েছে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষা জেন মগ এবং অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সুভাশিস বন্দোপাধ্যায় তাদের বক্তব্য রাখেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষ প্রশিক্ষক হিসেবে অভিজিৎ চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধি, নমিনেশন পেপার, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনী ব্যয়, অপরাধমূলক পূর্ববর্তী ঘটনা, মিডিয়া সার্টিফিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এই কর্মশালায় বিজেপি, আইএনসি, আইএনপিটি, এসইউসিআই, এলজেপি, সিপিআই(এম), আইপিএফটি, মথা এবং আমরা বাঙালি পার্টির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বেঙ্গালুরুতে থালা-বাটিতে খাওয়া মানা, বেঙ্গালুরুতে জলের হাহাকার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ স্টিলের হোক বা কাচের। থালা-বাটি, গ্লাস-চামচে খাওয়া বন্ধ। বাজার থেকে কেনা পরিবেশবান্ধব অর্থাৎ সহজে নষ্ট হওয়া থালা-চামচে খেতে হচ্ছে বেঙ্গালুরুবাসীকে। আঁচাতেও মানা। বন্ধ করতে বলা হয়েছে হাত-মুখ ধোওয়া। তার জায়গায় ভিজে টিস্যু পেপার ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বাইরে থেকে এক বালতি জল কিনতে গুনতে হচ্ছে ১০০০ থেকে ২০০০ টাকাও। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই দামও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক দিন ধরে বেঙ্গালুরুতে এমনই 'জল যন্ত্রণার' ছবি উঠে আসছে। শহরের বেশির ভাগ নলকূপ শুকিয়ে যাওয়ায় জলের জন্য হাহাকার আরও বেড়েছে বলে দাবি স্থানীয় প্রশাসনের। সেই চাহিদা মেটাতে বাইরে থেকে জল কিনতে গিয়েও দামের কারণে নাভিশ্বাস উঠছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। শহরের আবাসন কর্তৃপক্ষগুলি নোটিস জারি করে বাসিন্দাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও ভাবেই জলের যেন অপচয় না হয়। শুধু তাই-ই নয়, প্রতি দিন ২০ শতাংশ জলের খরচ কম করতে হবে। কেউ যদি এই 'নিয়ম' না মানেন, তা হলে তাঁকে ৫০০০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। ফলে আরও বিপাকে পড়ছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে খবর, কোনও কোনও জায়গায় জলের ট্যাঙ্কার আসছে ঠিকই, কিন্তু সেই ট্যাঙ্কারের আসার খবর পেতেই জল নেওয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে। ফলে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। শুধু তাই-ই নয়, এমন পরিস্থিতিতে দীর্ঘ লাইন পড়ছে। ফলে অনেকেই জল না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরছেন। আবার কখন ট্যাঙ্কার আসবে, আদৌ আসবে কি না, সেই অনিশ্চয়তা নিয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাঁদের। পাট্টানাগেরের এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, তাঁদের এলাকার পরিস্থিতি শোচনীয়। জলের জন্য হাহাকার করছে লোকজন। তাঁর অভিযোগ, এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের কেউই এসে সমস্যার খোঁজ নিচ্ছেন না। যদিও প্রশাসনের তরফে দু-একটি ট্যাঙ্কার আসছে, এক পাত্রের বেশি জল নিতে দেওয়া হচ্ছে না। আরও এক বাসিন্দার কথায়, ''ঘরে স্নান করার জলও নেই। এক বালতি জল দিয়ে পরিবারের পাঁচ জনের কাজ চালাতে হচ্ছে। বেঙ্গালুরুর এক বাসিন্দার দাবি, তিন মাস ধরে জলের সমস্যা চলছে। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে সেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এক পাত্র জল কিনতে ২০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হচ্ছে। বেসরকারি ট্যাঙ্কারের মালিকদের জলের দাম কমানোর নির্দেশ দিয়েছে সরকার। কিন্তু তার পর থেকেই বেসরকারি ট্যাঙ্কারগুলি আসা বন্ধ করে দিয়েছে বলে দাবি শহরবাসীদের।

ট্রাম্প দ্বিতীয় বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হলে কপালে শনি নাচছে ভারতীয়দের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার জল্পনা তুঙ্গে। কিন্তু, ট্রাম্প ফের হোয়াইট হাউসের কুর্সি পেলে সেদেশে পড়তে এবং গবেষণার কাজে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের কপাল পোড়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। কারণ, ট্রাম্প আমেরিকায় বিদেশিদের বসবাসের বিষয়ে বেশ কিছু আইনি পরিবর্তন করতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত অঙ্গরাজ্যের ক্ষেত্রেও একই আইন লাগু হওয়ায় বিপুল সংখ্যক ভারতীয় পড়ুয়া-গবেষকের ভবিষ্যৎ অথই জলে পড়তে পারে।হেরিটেজ ফাউন্ডেশন নামে একটি রক্ষণশীল থিঙ্কট্যাঙ্ক সংস্থার একটি সমীক্ষায় এই রহস্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। উল্লেখযোগ্য, এই সংস্থাটির ট্রাম্পের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তারাই জানিয়েছে, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসলে অভিবাসন আইনে ব্যাপক রদবদল ঘটতে পারে। যা বিদেশি বসবাসকারীদের পক্ষে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।এই সংস্থাটি দ্বিতীয় ট্রাম্প সরকারের একটি নীতি রূপায়ণকারী খসড়া তৈরি করেছে। যেখানে বলা হয়েছে, অভিবাসন আইন অর্থাৎ সেদেশে বসবাসের অনুমতির ক্ষেত্রে নিয়মকানুন আগেরবারের তুলনায় আরও জটিল হবে। যার ফলে ট্রাম্পের আগের মেয়াদের তুলনায় তাকে বিদেশিদের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।সমীক্ষায় প্রকাশ, এই নীতিকে সহজ বা নতুন ভাবনা বলে ভাবা ভুল হবে। আগের নীতি মুছে ফেলে পুনরায় প্রয়োগ করবেন ট্রাম্প। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পুনর্নির্বাচিত হলে তাঁর প্রস্তাব কংগ্রেস এবং আদালতকেও পাশ কাটিয়ে যেতে পারে, যা আমেরিকা অভিবাসন ব্যবস্থাকেই খর্ব করে দিতে পারে, মত সমীক্ষার।প্রস্তাবে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে?১।

কোনও অঙ্গরাজ্য নির্দিষ্ট কিছু অভিবাসীদের সেখানকার কলেজে পড়াশোনার অনুমতি দিলে সরকার দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিতে পারে। এদেরকে মার্কিন পরিভাষায় ড্রিমার্স বলা হয়। ২। পুনর্নবীকরণ আবেদন বাতিল করে দিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ ড্রিমার্সের আইনি স্ট্যাটাস খারিজ করে দেওয়া হতে পারে।৩। এইচ ২এ এবং এইচ ২বি-তে নথিভুক্তির জন্য নথিভুক্ত দেশগুলি বার্ষিক অনুমোদন অর্থাৎ অস্থায়ী কর্মীদের ভিসা বাতিল করা হতে পারে।৪। অ-মার্কিন কোনও ব্যক্তি কিংবা আইনত স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া কাউকে বাড়িতে থাকতে দিলে তাঁদের সরকারি খাত থেকে প্রাপ্ত ভরতুকি বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।৫। অঙ্গরাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ড্রাইভার লাইসেন্স এবং করদাতাদের পরিচয় প্রকাশ করতে বাধ্য করা হতে পারে অন্যথায় তাদের বিরাট জরিমানা করার পথ খোলা রাখবেন ট্রাম্প।এছাড়াও আইনি অভিবাসীর তকমাও ছাঁটা হতে পারে দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনে।

এর মধ্যে রয়েছে, উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন এবং অস্থায়ী কর্মী, পরিবারের সঙ্গে বসবাস এবং মানবিক সুরক্ষা। ভিসা দানের যোগ্যতাও পরিবর্তন করার সম্ভাবনা প্রবল। পরিযায়ী ভিসার ক্ষেত্রেও আইনে রদবদল আনতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, বলছে সমীক্ষা।

জনজাতিদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে একাকার বিজেপি ও তিপ্রা মথা ঃ গণমুক্তি পরিষদ

আগরতলা, ৭ মার্চ ঃ জনজাতিদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে বিজেপি ও তিপ্রা মথা একাকার হয়েছে। বৃহস্পতিবার সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান সংগঠনের সভাপতি নরেশ জমাতিয়া।

সাংবাদিক সম্মেলনে নরেশবাবু আরও বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে একাকার হয়ে তিপরা মথা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জনগণ বিজেপি বিরোধী হলেও, নেতারা আগে থেকে বিজেপি মুখী ছিলেন। এটা আগে থেকেই বলেছিল রাজ্যের ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি। তিনি বলেন, সম্প্রতি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং তিপরা মথার মধ্যে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে তার মধ্যে গ্রেটার তিপরাল্যান্ড এর কোন উল্লেখ নেই।

ভূমি অধিকার সহ যেসব অধিকারের কথা চুক্তি পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি আগে থেকেই এডিসি -র কাছে রয়েছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করে আমরণ অনশন থেকে মথা এগুলি করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে নরেশ জমাতিয়া বলেন, এডিসি -তে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হচ্ছে না।

এভাবে বিজেপি গ্রামের প্রধান, মেম্বারের অধিকার পর্যন্ত হরণ করে চলেছে। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ তুলে বলেন পূর্বর্তন সরকার যে সমস্ত অধিকার এদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেই অধিকার গুলি আজ আর নেই।

অনাবাদি কৃষি জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসতে হবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ৭ মার্চ ঃ কোন জমি চাষ না করে ফেলে রাখা যাবে না। অনাবাদি কৃষি জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলায় যুবরাজনগর কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের উদ্বোধন করে একথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, কৃষকদের সবরকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে সরকার। কৃষকদের আয় বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য কৃষকদের আত্মনির্ভর করা। কৃষকরা আত্মনির্ভর হলে ত্রিপুরা আত্মনির্ভর হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ আরও বলেন, এই কৃষি মহকুমা কার্যালয় চালু হওয়ায় যুবরাজনগর ব্লকের ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও তিনটি এডিসি ভিলেজের ৬,৭৯৩ জন কৃষক উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চাইছেন কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে। এজন্য কৃষকদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি যোজনায় যুবরাজনগর ব্লকের ৬,৮৫২ জন কৃষক সুবিধা পাচ্ছেন। কৃষিজমি প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। যুবরাজনগর ব্লকের ৩ হাজার ৬৬ জন কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় ১২ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। সরকার চাইছে কৃষকরা স্বনির্ভর হোক। প্রসঙ্গত, ধর্মনগরের হাফলংয়ে যুবরাজনগর ব্লকের পুরাতন কার্যালয়ে চালু করা হয় রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের ৪৭তম কৃষি মহকুমা কার্যালয়টি। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক মলিনা দেবনাথ, সমাজসেবী নান্টু গোস্বামী, উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ফনীভূষণ জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস। সভাপতিত্ব করেন যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীপদ দাস। এদিন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ ধর্মনগরের বাগবাসায় কৃষকদের জন্য একটি ভিলেজ নলেজ সেন্টারের উদ্বোধনও করেন।

ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের উদ্যোগে নারী দিবস পালন

আগরতলা, ৭ মার্চঃ আগামীকাল ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই নারী দিবসকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার আগরতলায় মুক্তধারা অডিটরিয়ামে রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের উদ্যোগে সমাজ শক্তি সোসাইটির সহযোগিতায় নারী দিবস পালন করা হয়। গোটা দেশে এবং রাজ্যে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও এগিয়ে যাচ্ছে। আগামী দিনে মহিলাদের আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে চলেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এমনই মতামত ব্যাক্ত করেছেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন সহ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উপ অধিকর্তা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা ও অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্না দেববর্মা, সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সহ অধিকর্তা চন্দ্রানী বিশ্বাস ঘোষ সহ রাজ্যের আটটি জেলা থেকে আগত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রতিটি জেলা থেকে দশজন করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

Name Change
I SHEFALI GHOSH, W/O GOBINDA CHANDRA GHOSH, R/O 455, P.K. GUHA ROAD, PO DUMDUM, PS DUMDUM, KOLKATA -700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAFALI GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT SHEFALI GHOSH AND SHAFALI GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAFIAR RAHAMAN MOLLICK(OLD NAME) S/O ATIYAR MALLICK, R/O VILL-PASCHIM BAINAN, PO- BAINAN, PS- BAGNAN, DIST HOWRAH, PIN-711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAFIAR RAHAMAN MALLICK(NEW NAME) VIDE AND AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT SAFIAR RAHAMAN MOLLICK AND SAFIAR RAHAMAN MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Khakan Haldar (old name) S/O Prafulla Chandra Halder, residing at Sulanguri Dakshin Para, Sulanguri, Gouranga Nagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700159, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Khokan Halder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/03/2024. Khokan Halder (new name) and Khakan Haldar (old name) both are same identical person.

Name Change
I SEKHAR KUNDU(OLD NAME),S/O LATE CHITTARANJAN KUNAU, R/O LASKARPUR PURBA PARA, PO LASKARPUR, PS SONARPUR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700153, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEKHAR KUNDU(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 21/02/2024, THAT SEKHAR KUNDU AND SHEKHAR KUNDU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Susanta Kr Pradhan (Old Name) S/o Late Surendra Nath Pradhan Residing at 8B, Mahesh Choudhury Lane, Bhawanipore, P.S.- Bhawanipore, W.B.- 700025,W.B.shall henceforth be known as Susanta Pradhan (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit Dated 05/03/2024. Susanta Kr Pradhan (Old Name) and Susanta Pradhan (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I SOUMEN RAY, SON OF SWAPAN ROY @ SWAPAN RAY, RESIDING AT PURBA NITYANANDAPUR, BHATAR, PURBA BARDHAMAN-713520,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOUMEN ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024.THAT SOUMEN RAY AND SOUMEN ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি Goutam Kumar Paul (পুরাতন নাম) পিতা Late Bagala Prasanna Paul ঠিকানা 1/13, Gandhi Colony, P.O.- Regent Park, P.S.- Golf Green, Kolkata-700040 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-03-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Goutam Paul (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Goutam Paul (নতুন নাম) ও Goutam Kumar Paul (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I ABHISHEK KUMAR BAID, S/O LATE HULASH MAL BAID, R/O P-862,2ND FLOOR, NEW ALIPORE, PS NEW ALIPORE KOLKATA -700053, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHISHEK BAID, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT ABHISHEK BAID AND ABHISHEK KUMAR BAID ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I Ankit Roy S/o Sri Dilip Roy Residing at 16. Rani Rash moni Road, Dharamtala, Kolkata-700013 West Bengal. Declares through Affidavit from 1st Class Judicial Magistrate Alipore court vide date 07.11.2023. which is wrongly recorded as Ankit Rai in place of Ankit Roy in my School certificate. That I Ankit Rai and Ankit Roy is one and same Identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Moonsoor Ali (পুরাতন নাম) পিতা Sekh Muktel ঠিকানা Tulsiberia, P.O.- Tulsiberia, P.S.- Rajapur, Howrah Rural-711401 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-03-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sekh Munsur Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sekh Munsur Ali (নতুন নাম) ও Moonsoor Ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Kaniz Fatma (old name) C/O Md Umar, residing at 37C/1, Tiljala Masjid Bari Lane, Kolkata- 700039, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kaniz Fatema (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/03/2024. Kaniz Fatema (new name) and Kaniz Fatma (old name) all are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Sneha Satishchandra Patel এবং Patel Snehaben Satishbhai (পুরাতন নাম) পিতা Satishbhai Patel , ঠিকানা 131, Numens Park, Daulatpur, P.O.- Pailan, P.S.- Bishnupur, Dist- South 24 Pgs, Pin- 700104, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 07.03.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sneha Singh Sneha Singh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম (নতুন নাম) এবং Sneha Satishchandra Patel এবং Patel Snehaben Satishbhai (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Chhabi Chakrabarti (Old Name) D/o Jitendranath Chakraborty W/O Ashit Kumar Bhattacharjee Residing at Rabindra Nagar, Baruipur, South 24 Parganas, W.B.- 700144, India shall henceforth be known as Suparna Bhattacharjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07/03/2024. Chhabi Chakrabarti (Old Name) and Suparna Bhattacharjee (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Lakhman Jana (old name) S/O Niranjan Jana, residing at Vill & P.O.- Kerur, P.S.- Sabang, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721155, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Lakshman Jana (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) Medinipur on 29/02/2024. Lakshman Jana (new name) and Lakhman Jana (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Kamal Kumar Bose (পুরাতন নাম) পিতা Late Rabindra Nath Bose, ঠিকানা 8, Chaulpatti Road, Beliaghata, P.S.- Beliaghata, Pin- 700085, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 07.03.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kamal Bose (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম Kamal Bose (নতুন নাম) এবং Kamal Kumar Bose (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Asit Bhattacharjee alias Ashit Kumar Bhattacharya (Old Name) S/o Khagendra Nath Bhattacharjee Residing at Rabindra Nagar, Baruipur, South 24 Parganas, W.B.- 700144, India shall henceforth be known as Ashit Kumar Bhattacharjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07/03/2024. Asit Bhattacharjee and Ashit Kumar Bhattacharya (Old Name) and Ashit Kumar Bhattacharjee (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I MOHUR ALI MALLICK, S/O KALU MALLICK, R/O VILL KALABAGAN, PO PEARDOBA, PS BISHNUPUR, DIST BANKURA, PIN-722145, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHUR ALI MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT MOHUR ALI MALLICK AND MAHUR ALI MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANTANU MOHANTY, S/O KAMAL MAHANTY, R/O KAVERI APARTMENT, FLAT NO 2A, 2ND FLOOR, 148, REGENT ESTATE, PS JADAVPUR, KOLKATA - 700092, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTANU MAHANTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT SANTANU MOHANTY AND SANTANU MAHANTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Munmun Dutta (old name) wife of Ajay Datta presently residing at 19, Naya Pally, P.O- Belgharia, Kolkata-700056, West Bengal, as henceforth be known as Munmun Datta (new name) as declared before the Notary Public Kolkata, vide Affidavit No. 4/24 dated 07/03/2024. That Munmun Dutta (old name) and Munmun Datta (new name) both are same and identical person.

Name Change
I SAYAK CHATTOPADHYAYA, S/O SAMIR CHATTOPADHYAY, R/O 2/40, VIVEKNAGAR, SANTOSHPUR, S.O KOLKATA -700075, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAYAK CHATTOPADHYAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT SAYAK CHATTOPADHYAY AND SAYAK CHATTOPADHYAYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BRIJ MOHAN AGRWAL, S/O RAM CHANDRA AGARWAL, R/O ACTIVE ACRES, TOWER -3, FLAT NO 3-C, 54/10, D. C. DEY ROAD, TANGRA, KOLKATA - 700015, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BRIJ MOHAN AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT BRIJ MOHAN AGARWAL AND BRIJ MOHAN AGRWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TAPASH CHAKRABORTY, S/O BENOY BHUSHAN CHAKRABORTY , R/O 69, GARFA MAIN ROAD, GARFA, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPASH BENOY CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT TAPASH BENOY CHAKRABORTY, AND TAPASH CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHAMMAD AYUB, S/O MOHAMMAD IBRAHIM, R/O 14, WALI ULLAH LANE, PO PARK STREET, PS TALTALA, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. AYUB, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT MD. AYUB AND MOHAMMAD AYUB, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sibani Das (old name) D/O Kestapada Kundu, residing at Vill-Mrizapur APC Road, P.O.- Basirhat College, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ruma Kundu Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/03/2024. Ruma Kundu Das (new name) and Sibani Das (old name) both are same identical person.

Name Change
I ALAUDDIN KHAN,SON OF LATE SAMSUDDIN KHAN, RESIDING AT 1 UPENDRA KRISHNA MONDAL LANE, PS-TOLLYGUNGE , PS-CHARUMARKET, KOLKATA -700033,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALLAUDDIN KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024.THAT ALAUDDIN KHAN AND ALLAUDDIN KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ANIL KUMAR THAKUR, S/O LATE JULUM THAKUR, R/O T480, SUKANTA NAGAR, SECTOR -4, SALT LAKE, PS BIDHANNAGAR SOUTH, BIDHANNAGAR -700106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIL THAKUR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT ANIL THAKUR AND ANIL KUMAR THAKUR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Arabinda Karmakar (old name) S/O Bhudhar Karmakar, residing at Vill- B.B Basu Road Naihati, P.O.-Badartala, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin-743292, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Arabindu Karmakar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 07/03/2024. Arabindu Karmakar (new name) and Arabinda Karmakar (old name) both are same identical person.

Name Change
I SEKH BASIR MAHAMMAD(OLD NAME) S/O LATE SEKH NUR MOHAMMAD @ NUR MAHAMMAD @ SK NUR MAHAMMAD @ NUR MOHAMMAD,R/O BINAYAK ENCLAVE, BLOCK -4, FLAT NO 02A, 59, KALICHARAN GHOSH ROAD, PS BARANAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700050, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK BASIR MAHAMMAD(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024, THAT SEKH BASIR MAHAMMAD AND SK BASIR MAHAMMAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAJJAK MONDAL, S/O LATE SEKH MOHAR ALI, R/O PASCHIM BALAGARH, SINGERBER, RAHARA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700119, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK RAJJAK ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT RAJJAK ALI AND SK RAJJAK MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, imran khan, s/o late sekh shahjahan, r/o 4/2a, chamru khansama lane, beniapukur, kolkata - 700017 w.b. I, declare that my father old name md ismail sk shahjahan shall henceforth be known as sekh shahjahan, vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 06-03-2024

Name Change
I ALAM KHURSHID(OLD NAME) S/O LATE SAYEED MOHAMMAD SAHZADA @ shahzadah R/O H/NO 54, B.L.NO 6, PO-KANKINARA, PS-BHATPARA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743126, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD KHURSHEED ALAM(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2024, THAT ALAM KHURSHID AND MD KHURSHEED ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Previously Called MD. ADDIL (old name) S/o, MD.ISHAQUE R/o,42 Narkeldanga North Road, P.S.Narkeldanga, Kolkata-700011. Have changed my name as MD.ADIL(New name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-07/03/2024. MD.ADDIL and MD.ADIL are same identical persons.

রাজনৈতিক আক্রমন করতে গিয়ে মাত্রা ছাড়াচ্ছেন নেতারাঃ অকথা -কুকথায় সরগরম হচ্ছে বর্তমান রাজনীতি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই বিরোধী দলকে আক্রমন করতে গিয়ে মাত্রা ছাড়াচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা। অকথা, কুকথা থেকে শুরু করে মারধরের হুমকি দেওয়া শুরু হয়েছে, যাতে রাজনৈতিক অশান্তির পারদ চড়ছে। এমনই নজির দেখা গেল বর্ধমান ১ ব্লক তৃণমূলের জনগর্জনের প্রস্তুতি সভায়। বর্ধমান ১ ব্লকের রায়ান ১ অঞ্চলের সভাপতি শেখ জামালের একটি উত্তেজক বক্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রকাশ্যে বিজেপি কর্মীদের ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে রেখে টেংরি অর্থাৎ পা কেটে নেওয়ার নিদান দিচ্ছেন। অঞ্চল সভাপতি প্রকাশ্যে নির্দেশ দিচ্ছেন যে '' বিজেপি কর্মীরা নরেন্দ্র মোদীর গুনগান গেয়ে ঝান্ডা নিয়ে ভোট চাইতে এলে তাদের ১০০ দিনের কাজের টাকা চান। না দিতে পারলে তাদের ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে রেখে আমাদের খবর দিন। তারপর আমরা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেব। এটা কেউ করে দেখান। আমি যা বলি তা করে দেখাই। বিজেপির চামচাদের বলছি, তোমরা এবার সাবধানে থাকবে বন্ধু। তোমাদের এবার ছাড়বো না। ১০০ দিনের টাকা ফেলবে তারপর ভোট চাইতে আসবে। তা না হলে টেংরি(পা) কেটে হাতে ধরিয়ে দেব।'' একজন অঞ্চল সভাপতির এই ধরনের বক্তব্য ভাইরাল হওয়াতে স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অনেকেই নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন। তৃণমূলের একটি অংশ জানিয়েছে, ভোট সামনে, এই সময় এই ধরনের কথা বার্তা না বলাটাই ভাল। এতে যেমন দলের ভাবমূর্তি খারাপ হয়, অপরদিকে মানুষের মনে দল সম্পর্কে একটা নেতিবাচক প্রভাব পরে। আবার মঙ্গলকোটে প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে কুলাঙ্গার বলে হুংকার দিয়েছেন সরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কেয়া প্রামাণিকের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা বংশধর প্রামানিক । লোকসভা ভোটের পর বিজেপির নেতাদের গ্রামের বাইরে করে দেবেন বলে হুশিয়ারি দেন। যদিও এই ধরনের বক্তব্যকে পাত্তা দিতে চাইছে না জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেখানে হুমকী, মারধর হুশিয়ারি দিয়ে বীরভূমের দোর্দোর্দ্যপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত, মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জী, মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মত মস্তান নেতারা জেলে ঢুকে গেল, সন্দেশখালির বাঘ বলে খ্যাত সেখ শাজাহান বিড়াল হয়ে গেল সেখানে সেখ জামালের মত একজন পাতি স্থানীয় নেতা কি বললো না বললো তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষ সব দেখছে, দেশের আইন কানুন রয়েছে, সময় হলেই ওই ধরেনের চুনোপুটি নেতারা জবাব পেয়ে যাবে মানুষের কাছ থেকেই।

কেন্দ্রীয় বাহিনী ও জেলা পুলিশের যৌথ টহল বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ মার্চঃ লোকসভা ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণা হওয়ার আগেই আমাদের রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পূর্ব বর্ধমানেও প্রথম দফায় কয়েক কম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের পাঠানো হয়েছে। ভোটারদের মনোবল বাড়াতে এবং দুস্কৃতিদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করতে ইতিমধ্যেই বর্ধমান শহর সহ সারা জেলার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী যৌথভাবে টহল দেওয়া শুরু করেছে। এলাকায় এলাকায় ঘুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেছেন তারা। সাতদিন আগেই পূর্ব বর্ধমান জেলায় এসেছে দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এক কোম্পানি সিআইএসএফ পূর্ব বর্ধমানের শহর বর্ধমানে আছে। বৃহস্পতিবার বিকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ডি.এস.পি ও আই.সি বর্ধমান সহ বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী রুটমার্চ করে শহরের সদরঘাট এলাকায়। তারা যথাক্রমে সদরঘাটের নতুনবাজার, হুজুকপাড়া, মিরছোবা এলাকায় টহল দেয়। শুধু রুটমাছ করাই নয় এর সাথেই এলাকাবাসীরা জানান যে তাদের সঙ্গেও কথা বলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। এবং তাদের কাছে জানতে চান যে কোন সমস্যায় তারা আছেন কিনা, কোন আতঙ্ক তাদেরকে ঘিরে রয়েছে কিনা, এবং সেরকম যদি কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে অবশ্যই যেন তারা পুলিশ প্রশাসনকে জানায় এবং তার জন্য ফোন নাম্বারও তাদেরকে দিয়ে গেছে বর্ধমান থানার আইসি ।

গ্রেফতার অস্ত্রপাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের আগেই বড়সড় সাফল্য বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশের। গতকাল রাত্রি আনুমানিক দশটার সময় দুই অস্ত্র পাচারকারীকে ১৮ মাইল এলাকা থেকে গ্রেফতার করে বৈষ্ণবনগর থানা পুলিশের একটি বিশেষ দল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই দুই অস্ত্র পাচারকারীর নাম আব্দুল রুহু আনসারী (২৯) এবং মোঃ আব্দুল কালাম (৪৫)। তাদের একজনের বাড়ি ইংরেজবাজার থানা এলাকার সাট্টারিতে এবং অপরজনের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের তালঝাড়ি থানা এলাকার করণপুড়াই। পুলিশের দাবি, গতকাল রাত্রে তারা একটি সেভেন এমএম পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন এবং এক রাউন্ড কার্তুজ পাচারের জন্য সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করছিল। তখনই পুলিশের একটি দল তাদের আটক করে। এরপরেই তল্লাশি নিতেই বেরিয়ে পড়ে এক রাউন্ড কার্তুজসহ সেভেন এমএম পিস্তল। এরপরেই পুলিশ তাদের নিজেদের হেফাজতে নেই। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। বৈষ্ণব নগর থানার আইসি বিপ্লব হালদার জানিয়েছেন, দুজন অস্ত্র পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তারা ওই অস্ত্রগুলো কোথায় পাচারের ছক কষেছিল তা জানার চেষ্টা চলছে। আজ তাদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তা মঞ্জুর করে।

গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ মার্চ ঃ অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ পুলিশের জালে গ্রেপ্তার এক যুবক। জানা যায় শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গোয়াবাড়ি এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল এক যুবক। সে সময় পুলিশের সন্দেহ হয় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এরপরেই সেই যুবক স্বীকার করে নেয় অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। তাকে গ্রেফতার করে ফাঁসিদেওয়া থানায় আনা হয়। ধৃতের নাম কৃষ্ণা মহন্ত।

'আমি এখন অন্ধকারের পোস্টার বয়', হাইকোর্টে সওয়াল শেখ শাহজাহানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ বুধবার রাত থেকে সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন শেখ শাহজাহান। সন্দেশখালি-মামলার অন্যতম অভিযুক্ত এই ব্যক্তিকে তৃণমূল বহিষ্কার করেছে ঠিকই, তবে জেলা পরিষদের পদ থেকে সরানো হয়নি। কেন সরানো হল না, আজ সেই প্রশ্নের মুখে পড়তে হল রাজ্যকে। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে চলছিল মামলার শুনানি। এদিন সন্দেশখালির বেশ কয়েকজন মহিলা মামলার পার্টি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে হলফনামা চেয়েছেন প্রধান বিচারপতি। এদিকে, বাড়ির সামনে সে দিন কারা ইডি-র ওপর হামলা চালিয়েছিল, তা জানেন না বলেই দাবি করেছেন শেখ শাহজাহান। এদিন আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল আদালতে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় বুধবার গিয়েছিলেন সন্দেশখালির মহিলারা। তাঁরা মামলার পার্টি হতে চান। হলফনামা চেয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, ''পরিচয় পত্র সঙ্গে রাখতে হবে ওই মহিলাদের, নাহলে রাজ্য বলতে পারে তারা সেখানকার বাসিন্দা নন।'' এদিনই আদালত বান্ধব আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় একটি রিপোর্ট দিয়ে জানান, মহিলাদের অসম্মানের কথা। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে কোনও সীমা নির্দিষ্ট না করেই জমি দেওয়া হচ্ছে? শাহজাহানের আইনজীবী এদিন সওয়াল করতে গিয়ে বলেন, ''এখন আমি অন্ধকারের পোস্টার বয়। কাস্টডি ট্রায়াল প্রয়োজন নেই আমার ক্ষেত্রে।'' তাঁর দাবি, কিছু না করা সত্ত্বেও তাঁকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আরও দাবি করা হয়েছে, জেলা পরিষদের বৈঠকে যাননি তিনি, কাউকে হুমকিও দেননি। ইডি অফিসারদের ওপরে কীভাবে আক্রমণ হল সেটা জানা শাহজাহানের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিন আদালতে নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে ইডি। তাদের বক্তব্য, শাহজাহান গ্রেফতার হতে পারেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেব এখনও বাইরে আছেন। তাই সুরক্ষা দেওয়া হোক। কিন্তু সুরক্ষা কীভাবে দেওয়া যেতে পারে, সেই প্রশ্ন করেছেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, ''আপনাদের অভিযোগ পুলিশকে ভরসা করা যায় না। পরের শুনানিতে জানাতে হবে সুরক্ষা কীভাবে দেওয়া যায়?'' এজিকে এদিন বিচারপতি বলেন, ''সংবাদপত্রে পড়লাম অভিযুক্ত একজন নির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্য। এখন তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁকে পার্টি থেকে সরালেও ওই পদেই রেখে দেওয়া হয়েছে।'' গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন এজি।

শুট আউট

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ মার্চঃ আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা এলাকায় শুট আউট এর ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা ও ব্যবসায়ীরা। গতকাল রাতে হাসিমারা এলাকার ব্যবসায়ী রামপ্রবেশ সা কে উদ্দেশ্য করে দুই রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে দুষ্কৃতীরা। ব্যবসায়ীর হাতে গুলি লাগে। বর্তমানে ব্যবসায়ী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা ।

দিদার সঙ্গে প্রেমের সুযোগ নিয়ে নাতনিকেই ধর্ষণ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ ঃ দিদার প্রেমিক দাদু দীর্ঘদিন ধরেই দিদার সাথেই থাকতো বাড়িতে। আর দিদার কাছে ঘুমাতো নাতনি। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই দিদার প্রেমিক ওই দাদু নাকি নাতনিকে লাগাতার ধর্ষণ করে আসছিল। বিষয়টি দু মাস ধরে চললেও জানাজানি হয় বুধবার। জানা গেছে, শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি থানার ডি এস কলোনির এক বিধবা মহিলা, স্বামীর মৃত্যুর পর স্থানীয় ধরণীকান্ত রায়ের প্রেমে পড়েন। দুজনের বয়সই প্রায় ৬০ বছর। বিগত দু মাস যাবৎ ওই দাদু আর দিদা অর্থা প্রেমিক-প্রেমিকা একসাথেই থাকতেন ডিএস কলোনির বাড়িতে। পরিবারের সবার সাথেই দিদার প্রেমিক ধরণিকান্ত রায়ের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অপরদিকে ওই মহিলার মেয়ে মায়ের বাড়িতেই থাকেন। তিনি কাজ করেন।সেই কারণে তার দুই সন্তানকে মায়ের কাছেই রেখে দিনের বেলায় কাজে যান। আর বড় মেয়ে সবসময়ই দিদার কাছেই থাকে। এমনকি সে দিদার কাছেই রাতে ঘুমোয়। আর সেই সুযোগ নিয়েই দিদার প্রেমিক শারীরিক অত্যাচার চালাচ্ছিল দিদার নাতনির সঙ্গে। সবই ঠিকঠাক চলছিল। গত রবিবার মেয়েকে দেখে মায়ের একটু অন্য রকম লাগলে তাকে জিজ্ঞাসবাদ শুরু করে নাতনির মা। এতেই বেরিয়ে আসে সব ঘটনার তথ্য। কাঁদতে কাঁদতে সে জানায়, বিগত দুই মাস যাবত দিদার প্রেমিক দাদুর লালসার শিকার সে। এরপরই গোটা বিষয়টি নিয়ে নাতনি নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অভিযুক্ত ধরণীকান্ত রায় অর্থাৎ সেই দিদার প্রেমিক দাদুর বিরুদ্ধে। অপরদিকে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর অভিযুক্ত ধরণীকান্ত রায় কে গ্রেপ্তার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতকে পাঠানো হয় জলপাইগুড়ি আদালতে।

ছাত্রীকে ধর্ষণ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৭ মার্চঃ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মোটর সাইকেলে তুলে নিয়ে গিয়ে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের মধ্যে এক জন তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতির ছেলে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের পাইকর থানার বনহা গ্রাম সংলগ্ন টিকিয়া মাঠে। এলাকার মানুষের সাহায্যে পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বুধবার বিকেল তিনটে নাগাদ স্কুল থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল পাইকর থানার বোনহা ওবেদিয়া হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। তার বাড়ি সংলগ্ন রঘুরপুকুড় গ্রামে। স্কুল সংলগ্ন বনহা গ্রামের কাল্ভার্টের কাছে সে টোটো ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় ছাত্রীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম দুই যুবক ওই ছাত্রীকে মোটর সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যায়। এরপর টিকিয়া মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে ওই দুজনে মিলে ধর্ষণ করে। এদিকে ছাত্রীর চিৎকারে এলাকার কয়েকজন মানুষ ছুটে গিয়ে এক যুবককে ধরে ফেলে। ধৃত যুবকের নাম রাজা শেখ। ধৃত রাজা শেখ তৃণমূল কংগ্রেসের রুদ্রনগর ৮ নম্বর চাঁদখাপাড়া বুথ সভাপতি সেতারা বিবির ছেলে। অন্যজন হল বাদসা শেখ। তার বাড়ি গোয়ালমাল গ্রামে। খবর পেয়ে পাইকর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে। তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় পাইকর ব্লক হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছাত্রীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়। রাতে ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ পেয়ে গ্রেফতার করা হয় আটক যুবককে। পলাতক বাদসার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। ছাত্রী জানায়, সে অন্যান্য দিন টোটোতে চড়েই বাড়ি ফেরে। কিন্তু পরিচিত যুবকের কথায় বাইকে চড়ে বিপদ হল। পক্সো ধারা দিয়ে এদিন রাজাকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিবকে পড়ুয়াদের স্মারকলিপি

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৮ মার্চঃ বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়ারা সমবেতভাবে বেশকিছু সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিবকে স্মারকলিপি প্রদান করলেন। মূলত বসন্ত উৎসব সহ বেশ কিছু দাবিসমূহ তারা এই স্মারকলিপি জমা দেন। তাদের দাবি, পৌষ মেলার মত কোনোরকম টালবাহানা যেন না করা হয়। বিশ্বভারতীকে অতি দ্রুত বসন্ত উৎসবের জন্য উদ্যোগী হতে হবে। বন্ধুত্বপূর্ণ একাডেমিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে নো-ডিউস করার জন্য একটি নির্দিষ্ট দপ্তর করার দাবি জানান তারা। যাতে করে পড়ুয়াদের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে হয়রানির শিকার না হতে হয়। তাছাড়াও হোস্টেলের নিয়ম অনুযায়ী যে সমস্ত হোস্টেলে কিচেন চালু আছে সেই কিচেনে সকল আবাসিক পড়ুয়াদের খাওয়া বাধ্যতামূলক করার দাবি রাখা হয়। আম্রপালি হোস্টেলে এই সিস্টেম লাগু থাকলেও বাকি হোস্টেলগুলোয় এই নিয়ম চালু করা হয়নি, বলে উল্লেখ করা হয় এই স্মারকলিপিতে। অভিযোগ ও দাবি ওঠে যে, অ্যাডমিশন কো অর্ডিনেশন সেলের অদক্ষ, অকর্মণ্য ও পক্ষপাতযুক্ত ব্যক্তিদের সরিয়ে.দক্ষ, কর্মঠ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিযুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে যে সকল পড়ুয়ার স্পেশাল চান্স বাতিল করা হয়েছে তাদের আবেদনগুলি পুনর্বিবেচনা করে পুনরায় তাদের সুযোগ দিতে হবে এবং সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য বহিরাগতদের সুযোগ দিতে হবে। এছাড়াও অভিযোগ করা হয় যে, বিদ্যা-ভাষা ভবনের নতুন বিল্ডিংয়ের বাথরুমগুলি দীর্ঘদিন ধরে একই অবস্থায় আছে। বহু চিঠি দেওয়ার পরেও সেগুলোর কোনো উন্নয়নের ব্যাবস্থা নেওয়া হয়নি। রবীন্দ্র চেতনা ও আদর্শ ছড়িয়ে দিতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়ার দাবিও জানানো হয় এদিন। প্রতি মাসে অন্তত দুটি সেমিনার করার দাবি জানানো হয় এবং সকল পড়ুয়ার উপস্থিতি বাধ্যামূলক করার দাবি করা হয়। এপ্রসঙ্গে সাপ্তাহিক উপাসনার দায়িত্ব বিভিন্ন ভবনের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। উত্তরায়ণ সংলগ্ন রাস্তার দুপাশে টোটো স্ট্যান্ড বন্ধ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হওয়ার দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে মেলার মাঠের সমস্ত বন্ধ গেট খুলে ফেলার মতো স্পর্শকাতর দাবিও জানানো হয়। একই সঙ্গে আই.সি.সি.আর এর মাধ্যমে আশা বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির সুযোগ দেওয়ার দাবি জানানো হয় এদিন।

নবদ্বীপ বিডিও অফিসে পাট্টা প্রদান অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৭ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপ বিডিও অফিসের সভা গৃহে মায়াপুর বামনপুকুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮ জন বাসিন্দাকে নিয়ে আয়োজিত হল পাট্টা প্রদান অনুষ্ঠান। পাট্টা প্রদান অনুষ্ঠানে উপভোক্তাদের হাতে পাট্টার কাগজ পত্র তুলে দিলেন বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা সহ অন্যান্যরা। পাট্টা প্রদানকারী মোট ১৮ জনের মধ্যে ১৭ জনকে গৃহ ও ১জনকে চাষী জমির পাট্টা দেওয়া হয়। সম্প্রতি শান্তিপুরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী নবদ্বীপের দুজনকে পাট্টা প্রদান করেছিলেন। ফলে মোট কুড়িজনের মধ্যে এদিন ১৮ জনকে পাট্টা প্রদান করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, নবদ্বীপ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনীষ নন্দী, বি এল আর ও নবীন কুমার গৌতম, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু রানী ঘোষ ও সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ সহ পাট্টা নিতে আসা উপভোক্তা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন।

Notice inviting e-Tender for **NIT No- 269/BEUP/23-24/ Jangipara** for 02 nos. works by the undersigned through online mode **(https://wbtenders.gov.in)**. Last date of submission of online bid on **13/03/2024 upto 15:00 Hours**.

Sd/- Executive Officer
Jangipara Panchayat Samity

TENDER NOTICE

The Secretary, Debuttor Trust Board, Cooch Behar invites etender (3rd Call) for the works "Construction of 1st floor over the existing single storied building of a new wing of Guest House-II at Anandamoyee Dharmasala" Tender Id- 2024_DMCB_682247_1. Estimated Cost - Rs. 25,81,968.00. Bid submission closing date (online)- 23-03-2024. Details information will be available from the website http://wbtenders.gov.in

Sd/- Secretary, DTB, Cooch Behar

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 2108/PHE(C)/BMC(2nd Call) , Dated : 07.03.2024 (ii) NIT No. 2109/PHE(C)/BMC(2nd Call), Dated : 07.03.2024 (iii) NIT No. 2111/PHE(C)/BMC(2nd Call), Dated : 07.03.2024. e-Tender has been invited for Different type of water releated job at different location under BMC.
For details, please follow **Tender Id (i) 2024_MAD_682059_1 to 21 (ii) 2024_MAD_682233_1 to 3 (iii) 2024_MAD_682251_1 to 6 in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board
Last date of Bid submission- (i) and (iii) 16/03/2024 up to 3.00 p.m. (ii) 23/02/2024 up to 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Government of West Bengal
Office of the
Sankrail Gram Panchayat

NOTICE INVITING eTENDER No. SGP/236/eNIT/23-24(Untied), ID: 2024_ZPHD_682256_1 E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of 1(One) work. Date of Sale of Tender form(online) 08/03/2024 to 15/03/2024 from 12:00 pm. Last date of submission of Bid (Online) 15/03/2024 up to 9.00 am. Date of Opening of Bid(online) 18/03/2024 at 12:00 pm. For Details please visit website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 49/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Tamluk Electrical Sub-division ,PWD. Phase-II. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 45/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Haldia Electrical Sub-division, PWD. Phase-II. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- 22/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 05)
- No. of Work:- 05 (Five) nos.
- NIT No.:- 23/EO/PPS, of 2023-24 (Sl. No. 01 to 18)
- No. of Work:- 18 (Eighteen) nos.
- NIT No.:- 24/EO/PPS, of 2023-24 (Sl. No. 01 to 08)
- No. of Work:- 08 (Eight) nos.
- Last Date of Application:- 12.03.2024 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 13.03.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 14.03.2024 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 14.03.2024 after 14:00 hours.

For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 48/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Tamluk Electrical Sub-division ,PWD. Phase-I. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 44/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Haldia Electrical Sub-division, PWD. Phase-I. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 5 nos e-tenders for different works in different wards vide eNIT Nos. COOCH BEHAR/PWD/100/23-24 to COOCH BEHAR/PWD/104/23-24 Dt. 07-03-24. eTender submission end date – 16/03/24. Details information will be available from the website
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality.

MANKANALI GRAM PANCHAYAT
Under Bankura-II Dev. Block & Panchayat Samity
NIT No-018/E/MGP/2023-24, Sl No 01

Pradhan, Mankanali Gram Panchayat invites Tenders of Construction of Marriage Hall under Mankanali GP area details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Mankanali Gram Panchayat, PO-Mankanali, Dist.-Bankura.

Sd/- Pradhan
Mankanali Gram Panchayat

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 47/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Haldia Electrical Sub-division ,PWD. Phase-IV. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 46/Q of 2023-24
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Haldia Electrical Sub-division ,PWD. Phase-III. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in Last date of application: 12.03.2024 up to 12.00 Noon Last date of submission of quotation: 2.00 P.M. of 12.03.2024 Date and time of bid opening: 3.00pm 12.03.24

SD/-
Executive Engineer
purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

Office of the
Kurchi Shibpur GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :JANGALPARA, P.O :SINGTI SHIBPUR, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 711226, e-mail : kurchishibpurgp@gmail.com : 9609060425

E-Tender are invited by the Pradhan Kurchi Shibpur Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 4 nos E-Tender ID-2024_ZPHD_681500_1. 2024_ZPHD_681553_1, 2024_ZPHD_681577_1 & 2024_ZPHD_681602_1, Publish date-07/03/2024 at 6.00PM . Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to 13/03/2024 & 15/03/2024 at 12.00 P.M., Date opening-15/03/2024 & 18/03/2024 at 12.30 PM & 10 AM for details Visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/ Pradhan
Kurchi Shibpur Gram Panchayet

Office of The
Choapara Gram Panchayat
(under Jalangi Development Block)
PO-Choapara, Dist-Murshidabad

E-tender is invited by the Pradhan, Choapara Gram Panchayat vide NIeT No.-024/CGP/15 th CFC/2023-2024. Start date of submission tender from 07/03/2024 (18.00 Hrs.). Last date of submission 15/03/2024 at 11.00 Hrs. Date of Bid Opening 18/03/2024 at 11.30 Hrs. For more information please visit: wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Choapara Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : LTG/228/45/V-Z-II/23-24
Name of the work : **Restoration of high mast lighting system at Hemanta Basu Sarani in and around Mahakaran Metro Station**. Estimate Amount : **3,51,063.00**. Earnest Money: **Rs. 7,050.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **18.03.2024 up to 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **06.03.2024 at 6 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC** invites e-Tender for the following work:
NIT No. : EE/GRWW/PH-IV/E6R/EST29/2023-24
Name of work : **Replacement of filter media with allied works of Filter Bed No.-A3 at WTP-IV, under GRWW**. Estimated Amount : **Rs. 2,95,197.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of receipt/opening of tender (online): **19.03.2024** at **1 p.m**. / **22.03.2024** at **1 p.m**. The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer(WS)BPS, KMC** invites tender online percentage two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/WS/KBPS/23-24/15 (1st call)
Name of the work :**Supply and fixing of Glow Sign Board with SS Letters and S&F Acrylic Logo Board infront of Kalighat BPS Gate No. 1**. Estimated Cost : **Rs. 2,56,159.31**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date of submission of bid: **21.03.2024** at **2 p.m**. Tender will be opened on: **23.03.2024** at **2 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **13.03.2024** at **2 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate tender in two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/119/2023-24, Dated 07.03.2024
Name of the work :**Additional renovation work at Modified Press Department (Printing Section) of C.M.O. Buildings**. Estimated Cost (Including G.S.T. & L.W.C.) : **Rs. 4,82,715.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **14 Days**. Last date and time of submission of bid: **18.03.2024** at **11 a.m**. The bid form and other details are available on and from **09.03.2024** at **5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C. E (E)/(S&D), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DR/PBPS/KE/01/23-24
Name of work : **Dismantling, cleaning, overhauling, dehydration and filtration including necessary testing of 500 KVA Oil type transformer and repairing, overhauling of SWF Starter Panel along with changing defective switch units at KTPS under PBPS (Drg.)/S&D**. Estimated Cost : **Quotation**. Earnest Money: **2% of quoted amount**. Period of Completion: **14 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.03.2024** up to **3 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **11.03.2024 at 10 a.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. Ch. Engineer/SWM-II, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/SWM-II/E/23-24/35
Name of work : **Bohd charging system enhancement at WD 123, 143 & New Installation of the same at WD-129 in South Kolkata area under SWM Deptt. KMC.** Estimated Amount : **Rs. 3,28,931.75**. Earnest Money: **Rs. 6,600.00**. Period of Completion: **40 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.03.2024** at **5 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **09.03.2024** at **5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Bustee), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/I/06/02/23-24/387 (1st call)
Name of work : **Renovation of bustee sanitary latrines at surrounding area of 25/2 B. T. Road in Ward No.-06 Br-I**. Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 4,93,725.13**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**.
2. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/I/06/02/23-24/388 (1st call)
Name of work : **Renovation of bustee sanitary latrines at surrounding area of P-46 Strand Bank Road in Ward No.-06 Br-I**. Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 4,88,298.26**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.03.2024** up to **11 a.m**. (for sl. no. 1 & 2). Bid opening date and time for technical proposals : **21.03.2024 at 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2).
3. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/IX/71/23-24/393 (1st call)
Name of work : **Development of bustee passage with C.C. and I.P.S. at 9 & 10 Telipara Road in WD No. - 71 Br-IX**. Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 2,78,380.37**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **16.03.2024** up to **11 a.m**. Bid opening date and time for technical proposals : **18.03.2024** at **11 a.m.**
4. NIT No. : KMC/EEBS/ODF+/III/013/23-24/395 (1st call)
Name of the work : **Repairing & renovation work of Public Toilet at 20 Ultadanga Main Road in Ward No. - 13, Borough-III (K.M.C.) under ODF + Scheme**. Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 2,59,890.00**. Earnest Money: **Rs. 5,200.00**. Period of Completion: **180 Days**.
5. NIT No. : KMC/EEBS/ODF+/III/030/23-24/397 (1st call)
Name of the work : **Repairing & renovation work of Public Toilet at 37/1 Narkeldanga Main Road in Ward No. - 30, Borough-III (K.M.C.) under ODF + Scheme**. Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 4,87,959.00**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **180 Days**. Last date and time of submission of bid: **21.03.2024** up to **11 a.m**. (for sl. no. 4 & 5). Bid opening date and time for technical proposals : **23.03.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from **09.03.2024** at **5 p.m.** from the website : **http://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in** (for sl. no. 1 & 2) / **07.03.2024** at **5 p.m.**(for sl. no. 3) and **12.03.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 4 & 5). The website **http://wbtenders.gov.in**(for sl.no. 3 to 5).

1544/23-24

ধরমশালায় স্ত্রী ও মেয়েরা, সেঞ্চুরির নায়ক অশ্বিনকে বিশেষ স্মারক দ্রাবিড়ের

১০০তম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামা রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে বিশেষ টুপি দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ওই সময় মাঠেই উপস্থিত ছিলেন অশ্বিনের স্ত্রী প্রীতি নারায়ণন ও তাঁদের দুই মেয়ে।

রবিচন্দ্রন অশ্বিনের পাশাপাশি ধরমশালায় ১০০তম টেস্ট খেলতে নেমেছেন ইংল্যান্ডের তারকা জনি বেয়ারস্টো। তাঁকেও ইংল্যান্ড টিমের পক্ষ থেকে শততম টেস্টের জন্য বিশেষ ক্যাপ দেওয়া হয়। ম্যাচের আগে বেয়ারস্টোর চোখে জল দেখা যায়। এই বিশেষ দিনে বেয়ারস্টো পাশে পেয়েছেন মা ও বোনকে।

ধরমশালাতে যশস্বীর শাসন জারি, সুরক্ষিত নয় গাভাসকরের রেকর্ড

'অপ্রতিরোধ্য' অশ্বিন

ধরমশালা, ৭ মার্চঃ বাইশ বছর বয়সে ২২ গজে যে ভাবে রাজ করছেন যশস্বী জয়সওয়াল, তাঁকে দেখে সকলেই বলছেন তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। প্রতিটা ম্যাচে নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করছেন। যশস্বী জয়সওয়ালকে থামানো যাচ্ছে না। টেস্ট কেরিয়ারে ১ হাজার রান করে ফেললেন। সেই সঙ্গে এক টেস্ট সিরিজে ৭০০র বেশি রানও হয়ে গেল তাঁর। দেশের মাটিতে ইংল্যান্ড সিরিজে খেলছেন না বিরাট কোহলি। এক সিরিজে সবচেয়ে বেশি রানের দিক থেকে কিং কোহলিকে টপকে গেলেন যশস্বী জয়সওয়াল। এ বার তাঁর সামনে শুধু কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। ধরমশালাতে ভারতের প্রথম ইনিংসে ৫৭ করে আউট হয়েছেন যশস্বী। ধরমশালা টেস্টের আগে এই সিরিজে যশস্বীর প্রাপ্তি ছিল ৬৫৫ রান। এই টেস্টে ১ রান করতেই তিনি টপকে যান কোহলিকে। যশস্বী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে এখনও অবধি করেছেন ৭১২ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৩ রান করলেই গাভাসকরকে টপকে যাবেন যশস্বী। এর আগে ১৯৭১ সালে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে এক টেস্ট সিরিজে সুনীল গাভাসকর করেছিলেন ৭৭৪ রান। এই রেকর্ড ভাঙা যশস্বীর জন্য কঠিন কাজ নয়। বাইশ গজ বর্তমানে যুদ্ধক্ষেত্রর থেকে কোনও অংশে কম নয়। কোনও টিমই কাউকে ছেড়ে কথা বলতে নারাজ। বাজবল স্টাইলে রোহিতদের বিরুদ্ধে রাজ করবেন, এমনটা ভেবে ভারত সফরে এসেছিলেন বেন স্টোকসরা। ভারতের মাটিতে রোহিতরা হার দিয়ে ইংল্যান্ড সিরিজ শুরু করলেও শেষটা অবশ্য সিরিজ ৪-১ করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে টিম ইন্ডিয়া।

ধরমশালায় প্রথম দিনেই শেষ ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। টস জিতে স্কোরবোর্ডে বড় রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল বেন স্টোকসের ইংল্যান্ড। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ৪ উইকেট, কুলদীপ যাদবদের ৫ উইকেটের দাপটে প্রথম দিনে ২১৮ রানে শেষ ইংল্যান্ড। পঞ্চম টেস্টেপ প্রথম দিনের শেষে শুরু হয়ে যায় ভারতের প্রথম ইনিংস। ভারতের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ১০৪ রান। শোয়েব বশির তুলে নেন যশস্বীর উইকেট। চলতি টেস্ট সিরিজে রোহিত শর্মা দ্বিতীয় হাফসেঞ্চুরি পূরণ করেন। ধরমশালা টেস্টের প্রথম দিনের শেষে ভারতের স্কোর ১ উইকেটে ১৩৫। আপাতত প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের তোলা রানের থেকে ৮৩ রানে পিছিয়ে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ৫২ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছেড়েছেন রোহিত শর্মা ও ২৬ রানে অপরাজিত রয়েছেন শুভমন গিল।

আইপিএল-এর আগে বেশ চাপে আরসিবি

অবসরের পথে ডিকে

বেঙ্গালুরু, ৭ মার্চঃ বয়স তাঁর ৩৯ ছুঁই ছুঁই। এ বার ক্রিকেটকে পুরোপুরি বিদায় জানাতে চলেছেন তিনি। সবাই তো আর ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি নন। যিনি ৪২ এও খেলা চালিয়ে যাবেন। এ বারের আইপিএলেও ধোনিকে চেন্নাই সুপার কিংস টিমের হয়ে খেলতে দেখা যাবে। ইএসপিএনক্রিকইনফো-র রিপোর্ট অনুযায়ী, এটাই শেষ আইপিএল হতে চলেছে ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটার দীনেশ কার্তিকের। একইসঙ্গে ডিকে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারেও ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। দিল্লি ডেয়ারডেভিলস টিমের হাত ধরে আইপিএলের আঙিনায় প্রবেশ করেছিলেন দীনেশ কার্তিক। ২০০৮ সাল থেকে আইপিএলের গত ১৬টি মরসুমেই খেলা ৭ ক্রিকেটারদের মধ্যে একজন ডিকে। মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, ঋদ্ধিমান সাহা ও মনীশ পান্ডের পাশাপাশি গত ১৬টি আইপিএলে কোনও না কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন দীনেশ কার্তিক। ওই ১৬টি মরসুমে দীনেশ কার্তিক মাত্র ২টি ম্যাচ খেলেননি। ২০২৩ সালের আইপিএলটা ভালো কাটেনি দীনেশ কার্তিকের। তিনি মাত্র ১৪০ রান করেছিলেন। অথচ ওই দীনেশ কার্তিকই ২০২২ সালের আইপিএলে অনবদ্য পারফর্ম করেছিলেন। বিশেষত ফিনিশারের ভূমিকায় তিনি জ্বলে উঠেছিলেন।

১৬ ম্যাচে ৩৩০ রান করেছিলেন। আইপিএলে ভালো পারফর্ম করার সুবাদে ২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছিলেন দীনেশ কার্তিক। তিনটি ইনিংসে মাত্র ১৪ রান করেছিলেন তিনি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩৮ বছর বয়সী উইকেটকিপার ব্যাটার দীনেশ কার্তিক ২০২৪ মরসুমের পর আইপিএল কেরিয়ারে ইতি টানতে চলেছেন। তিনি তামিলনাড়ুর হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফোকাস করবেন এবং ব্রডকাস্টিং কেরিয়ারে তাঁর নজর থাকবে। জুন মাসে কার্তিক ৩৯ এ পড়বেন। তিনি এ বার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেবেন। ডিকে তামিলনাড়ুর হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফোকাস করার পাশাপাশি ধারাভাষ্যকারের কাজ চালিয়ে যেতে চান। পুরোপুরি ক্রিকেট ছাড়লে ডিকেকে ধারাবাহিকভাবে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা যাবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ২০২১ সালে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে দীনেশ কার্তিকের ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় অভিষেক হয়েছিল।

ডার্বি 'বয়কটের' সিদ্ধান্ত বাগানের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ মার্চঃ টিকিট নিয়ে তুমুল বিতর্ক বেঁধে গেল দুই প্রধানে। আইএসএলের ফিরতি ডার্বির আয়োজক ইস্টবেঙ্গল। অনেক টালবাহানার পর ১০ মার্চ, রবিবার যুবভারতীতেই হচ্ছে ইস্ট-মোহন লড়াই। রাত ৮-৩০এ এই ম্যাচ আয়োজনের সবুজ সঙ্কেত মেলার পর থেকেই অন্য দিকে মোড় নিয়েছে ঘটনা। টিকিট ঘিরে শুরু হয়ে যায় বিতর্ক। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য টিকিটের যে দাম দেওয়া হয়েছে, তার দ্বিগুণ দামে টিকিট কিনতে হচ্ছে মোহনবাগানকে। তাতেই বাড়তে থাকে বিতর্ক। আর তাই বাহাত্তর ঘণ্টা আগে ডার্বি 'বয়কটের' সিদ্ধান্ত নিল মোহনবাগান! এক বিবৃতিতে মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'ফুটবলের মতো জনপ্রিয় খেলাকে অসম্মান করেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। নজিরবিহীন ভাবে এই প্রথম হোম টিমের দ্বিগুণ দামে অ্যাওয়ে টিমের সমর্থকদের টিকিট কিনতে হচ্ছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার ঘটনা। ইস্টবেঙ্গলের এই আচরণের জন্য আমরা ডার্বির কোনও টিকিট বিক্রি করব না বা কিনব না। এটা কর্তাদের তরফে বয়কট বলে ধরা হোক।' যতই বয়কট বলা হোক, দুটো টিম রবিবার মাঠে নেমে ডার্বি খেলবে।

আইপিএল ট্রফির স্বপ্নে বিভোর শুভমন, কোন মন্ত্রে সাফল্যের স্বাদ পেতে চান?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বছর দুয়েক আগে যখন আইপিএলের মঞ্চে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল দুটো নতুন দলের, তখন অনেকেই ভেবেছিল বেশিদূর যাবে না দল ২টো। কিন্তু আইপিএলের অভিষেক মরসুমেই সকলকে চমকে দিয়েছিল হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন গুজরাট টাইটান্স। গুজরাট টাইটান্সই সেই ফ্র্যাঞ্চাইজি যারা হার্দিক পান্ডিয়ার উপর আস্থা রেখেছিল। সেই আস্থার মান রেখেছিলেন হার্দিকও। আইপিএলে যে দলটার এক বছরও বয়স হয়নি, তারা জিতেছিল ২০২২ সালের খেতাব। হার্দিক এখন আর গুজরাটের নেতা নন। ২ বছরের গুজরাট দলের নতুন নেতা শুভমন গিল। তিনি আবার আইপিএল ট্রফির স্বপ্নে বিভোর। সম্প্রতি আইপিএলের সম্প্রচারকারী চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে শুভমন গিল জানিয়েছিলেন, কোন মন্ত্রে গুজরাট টাইটান্স টিম প্রথম ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। বিশ্বাসের থেকে বড় কিছু হয় না। সেই বিশ্বাসে ভর করেই খেতাব জয়ের লক্ষ্যে অবিচল ছিল গুজরাট। ২৪ মার্চ এ বারের আইপিএল যাত্রা শুরু করবে গুজরাট টাইটান্স। প্রতিপক্ষ গুজরাটের প্রাক্তন অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। স্টার স্পোর্টসে শুভমন গিল বলেছেন, ''যখন কোনও টুর্নামেন্ট শুরু হয়

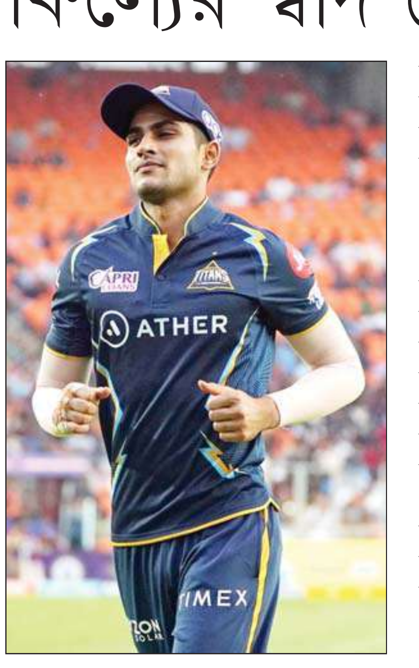

তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল টিমের প্রত্যেকটা সদস্যকে বিশ্বাস করতে হয় যে তাঁরা খেতাব জিততে পারবেন। ২০২২ সালে যখন গুজরাট টাইটান্স টিমটা আইপিএলের জগতে পা রাখে সেই সময় বেশি মানুষজন দলটাকে ভালো রেটিং দেয়নি। আমার বিশ্বাস ছিল যে আমরা জিততে পারব। আমরা আইপিএল খেতাব জিততে চেয়েছিলাম। আমি তো ব্যক্তিগত ভাবেও আইপিএল জিততে চেয়েছিলাম। কারণ তার আগে আইপিএল জিতিনি। তার আগের বার কেকেআরের হয়ে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ফাইনালে খেলেছিলাম। অল্পের জন্য জিততে পারিনি। তাই গুজরাটের হয়ে সেই স্বপ্নপূরণ করার চেষ্টা করেছিলাম।'' ২০২২ সালে আইপিএল জিতেছিল গুজরাট টাইটান্স। সেই স্মৃতি মনে করে শুভমন গিল জানিয়েছেন, একটা করে ম্যাচ জিতে এগিয়ে যাওয়ার পর খেতাব জয়ের বিশ্বাস আরও জোরাল হয়েছিল। তাঁর কথায়, ''আমরা যখন একটা করে পর পর তিনটে ম্যাচ জিতেছিলাম তখন আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছিল। আমার মনে আছে পরপর ৬টা ম্যাচের মধ্যে আমরা ৫টা জিতেছিলাম। তারপর প্লে অফও নিশ্চিত করেছিলাম। লক্ষ্য ছিল প্রথম দুইয়ে থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করা। কারণ লিগ টেবলের প্রথম দুইয়ে থাকলে একটা বেশি সুযোগ পাওয়া যায়। ফাইনালে ওঠার পর একটাই বিষয় শিবিরে আলোচনার ছিল, তা হল একটা ভালো ম্যাচ করলেই আমরা চ্যাম্পিয়ন হব। সেটা করতে পেরেছিলাম আমরা।'' গুজরাট ২০২২ সালের পর ২০২৩ সালের আইপিএলের ফাইনালেও উঠেছিল। এ বার দেখার শুভমনের নেতৃত্বে এ বছর গুজরাট কেমন খেলে।

আইপিএল-এর আগে এলএসজি শিবিরে সুখবর, ফিট হচ্ছেন ক্যাপ্টেন রাহুল

বেঙ্গালুরু, ৭ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ শুরু হওয়ার আগে লখনউ সুপার জায়ান্টস শিবিরে এ বার সুখবর। লন্ডন থেকে কয়েকদিন আগেই ভারতে ফিরেছেন লোকেশ রাহুল। এসেই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। এ বার সেখান থেকেই লোকেশ রাহুল নিজের জিমে কসরত করার কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। কোয়াড্রিশেপ টেন্ডনের চোটের কারণে লন্ডনে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিতে গিয়েছিলেন লোকেশ রাহুল। আইপিএলের আগে এ বার রাহুলের শুধু এনসিএর ফিটনেস সার্টিফিকেট পাওয়ার পালা। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে লোকেশ রাহুল ৪টি ছবি শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা গিয়েছে তিনি রয়েছেন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির জিমে। তাঁর এই সকল ছবি আইপিএলের আগে লখনউ সুপার জায়ান্টসের অনুরাগীদের মনে আশা জাগিয়েছে। গত বারের আইপিএলের মাঝপথে চোটের

কারণে সরে যেতে হয়েছিল লখনউয়ের অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে। এ বার তিনি চাইবেন পুরো আইপিএলে খেলতে। আইপিএলের পরই রয়েছে আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ। সেখানে খেলার জন্য ভারতীয় স্কোয়াডে সুযোগ পেতে হলে আইপিএলের মঞ্চে রাহুলকে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। কারণ ভারতীয় টিমে সুযোগ পাওয়ার জন্য এখন বিরাট প্রতিযোগিতা চলছে। তরুণ ক্রিকেটাররা নিজেদের বার বার যোগ্য প্রমাণ করছেন। ফলে রাহুলের টি-২০ বিশ্বকাপের টিমে সুযোগ পাওয়া যে সহজ হচ্ছে না, এ কথাই বলছে ক্রিকেট মহল।

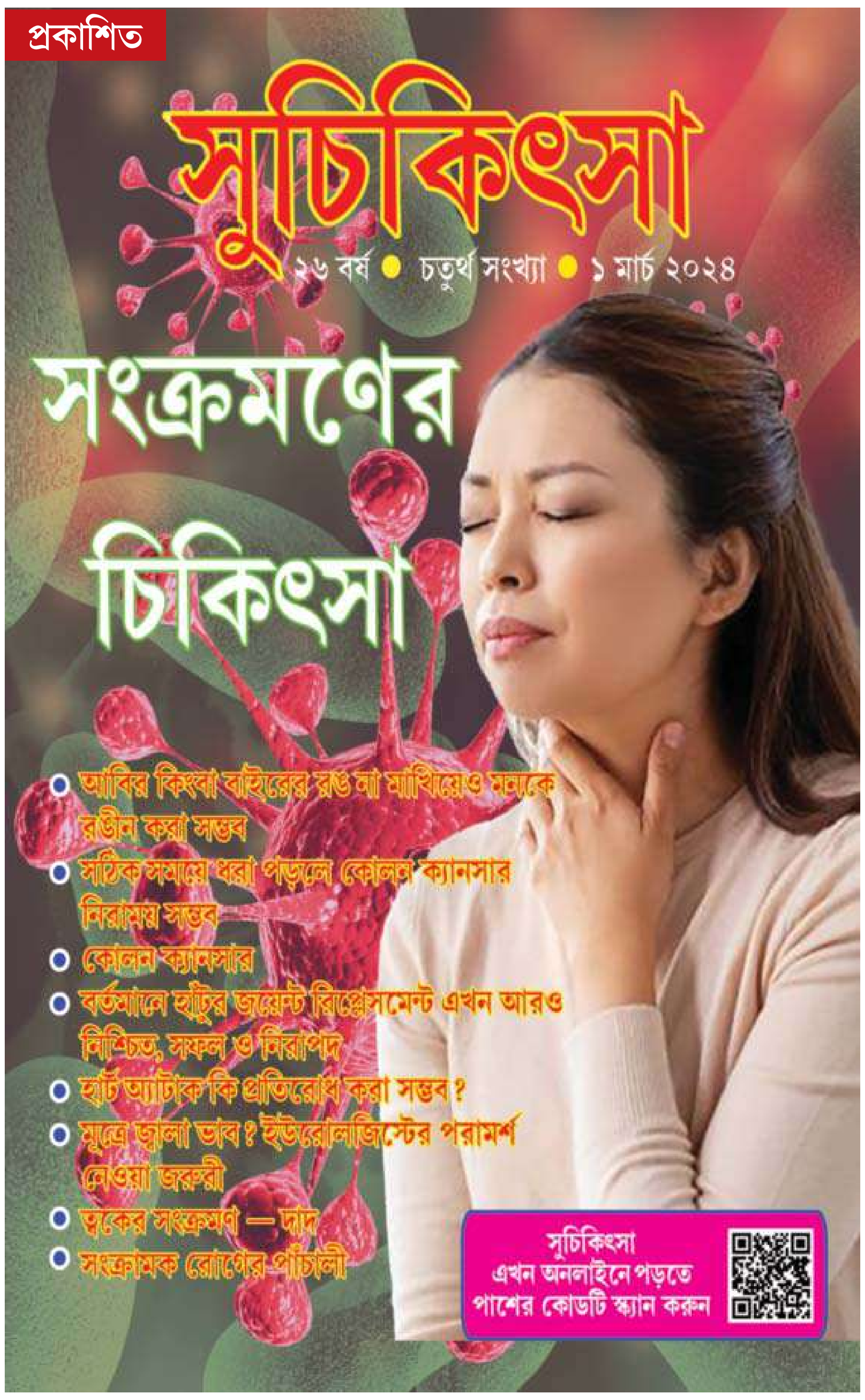

চ্যাম্পিয়নস লিগ

সিটির কাছে এবারও পাত্তা পেল না কোপেনহেগেন

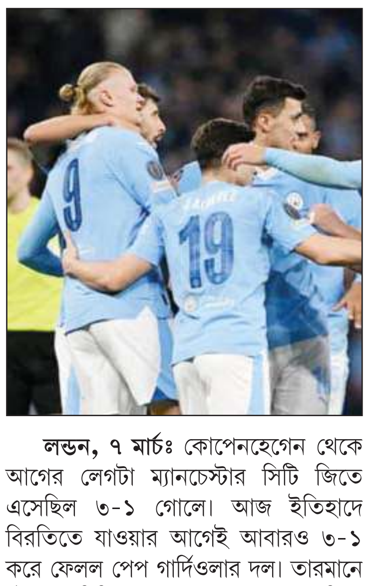

লন্ডন, ৭ মার্চঃ কোপেনহেগেন থেকে আগের লেগটা ম্যানচেস্টার সিটি জিতে এসেছিল ৩-১ গোলে। আজ ইতিহাদে বিরতিতে যাওয়ার আগেই আবারও ৩-১ করে ফেলল পেপ গার্দিওলার দল। তারমানে দুই লেগ মিলিয়ে তখন ৬-২ ব্যবধানে এগিয়ে সিটি। এই ম্যাচের বাকি ৪৫ মিনিট যদি সিটির খেলোয়াড়েরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও পার করে দিতেন, তাহলেও তাঁদের চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া আটকাতো না। সিটি ঘুমিয়ে না কাটালেও আর গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধ শেষেই তাই ফল ৩-১ রয়ে গেল। দুই লেগ মিলিয়ে ৬-২ ব্যবধানে জিতে শেষ আটে উঠে গেল ইউরোপের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সিটির পরের ম্যাচটাই লিভারপুলের বিপক্ষে, রবিবার অ্যানফিল্ডে। সে কারণেই কি না আজ কেভিন ডি ব্রুইনা, ফিল ফোডেন, কাইল ওয়াকারদের বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজান সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। হয়তো বড় ম্যাচেরাগে দলের গুরুত্বপূর্ন কয়েকজন খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দিতে চেয়েছেন। তাতে অবশ্য মাঠে সিটির দাপট কমেনি। বরং পঞ্চম মিনিটেই হুলিয়ান আলভারেজের পাস থেকে করা ম্যানুয়েল আকাঞ্জির গোলে এগিয়ে যায় সিটি। এর চার মিনিট পরেই আলভারেজ নিজেই নাম তুললেন স্কোরশিটে। ম্যাচ আসলে তখনই নাগালের বাইরে চলে গেছে কোপেনহেগেনের। তবে ইতিহাদে আয়োজক সমর্থকদের চমকে দিয়ে ২৭ মিনিটে ড্যানিশ উইঙ্গার মহম্মদ এলিওনোসির গোলে ২-১ করে কোপেনহেগেন। কিন্তু বিরতির আগেই রদ্রির দুর্দান্ত এক পাস থেকে আর্লিং হলান্ডের গোলে আবার ব্যবধান বেড়ে ৩-১। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় ঘরের মাঠে টানা ৯ ম্যাচ অন্তত ৩টা করে গোল করা প্রথম ক্লাব সিটি। বিরতির আগের ওই গোলটা দিয়েই চ্যাম্পিয়নস লিগে গোল সংখ্যায় সিটির কিংবদন্তি সের্জিও আগুয়েরোকে ছুঁয়ে ফেলেন হলান্ড। ইউরোপের সবচেয়ে অভিজাত ক্লাবগুলোর এই লড়াইয়ের মঞ্চে আগুয়েরোর গোল ৭৯ ম্যাচে ৪১। হলান্ড তাঁকে ছুঁলেন মাত্র ৩৭ ম্যাচে! এর মধ্য এই মরসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে ৭ ম্যাচে ৬ গোল হয়ে গেছে নরওয়রেজীয় স্ট্রাইকারের। হ্যারি কেইন, কিলিয়ান এমবাপ্পের পাশাপাশি এখন তিনিও যৌথভাবে এই মরসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ।

লাইপজিগের সঙ্গে ড্র করেও শেষ আটে রিয়াল

মাদ্রিদ, ৭ মার্চঃ জুড বেলিংহামকে ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। একটা গোল করলেন বটে, তবে অচেনা লাগছিল ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকেও। আসলে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আজ লাইপজিগের বিপক্ষে নিজেদের সেরাটা দিতে পারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। তবে সেরাটা দেওয়ার দরকারও পড়েনি। শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল রিয়াল। মানে আজ ফিরতি লেগে না হারলেই কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত ছিল কার্লো আনচেলত্তির দলের। ভিনিসিয়ুসের গোলে এগিয়ে যাওয়া রিয়াল ম্যাচটা শেষ করল ১-১ সমতায়। আর তাতেই দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালেও উঠে গেল রেকর্ড ১৪ বারের চ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচের আগেই রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি তাঁর খেলোয়াড়দের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সেরাটা না দিলে পরের রাউন্ডে যাওয়া যাবে না। আজ একাদশটাও রিয়াল কোচ সাজিয়েছিলেন বেশ সতর্কভাবে। ভিনি-বেলিংহামের পেছনে চার মিডফিল্ডার রেখে। ক্রুস-ভালভার্দের সঙ্গে খেলেছেন কামাভিঙ্গা ও চুয়ামেনি। বোঝাই যাচ্ছিল, যেভাবেই হোক প্রথম লেগের লিডটা ধরে রাখতে চান রিয়াল কোচ। তাতে খুব একটা লাভ হয়নি। রিয়াল স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারছিল না। উল্টো লাইপজিগকেই বেশ স্বচ্ছন্দ লাগছিল শুরু থেকে। তবে জার্মান ক্লাবটি গোলের ভালো সুযোগ ওই অর্থে খুব বেশি পায়নি। বিরতির পর কামাভিঙ্গাকে তুলে রদ্রিগোকে নামান আনচেলত্তি। তাতে রিয়ালের খেলায় কিছুটা ধার ফেরে। নিস্প্রভ প্রথমার্ধ কাটানো ভিনিও কিছুটা ন।।চ।। শুরু করেন। এর মধ্যেই অবশ্য একবার মেজাজ হারিয়ে লাইজিগের উইলি অরবানকে ফাউল করে এবং পরে ধাক্কা দিয়ে হলুদ কার্ডও দেখেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। তবে রিয়ালের গোলটা এসেছে শেষ পর্যন্ত ভিনির পা থেকেই এবং সেটার আগে তাঁকে দারুণ পাস দিয়েছেন বেলিংহাম। ৬৫ মিনিটে পাওয়া সেই গোলে এগিয়ে যাওয়ার স্বস্তিটা অবশ্য খুব বেশিক্ষণ ছিল না রিয়ালের। মিনিট তিনেক পরেই অরবান শোধ করে দেন সেই গোল। সমতা ফেরানোর পর দারুণ কয়েকটা আক্রমণও করেছে লাইপজিগ। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের, গোল পায়নি আর। এর মধ্যে দানি ওলমোর একটা শট তো ফিরে ক্রসবারে লেগে! হতাশা নিয়েই তাই মাঠ ছাড়তে হয় লাইপজিগকে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com